

3.3.3

Number of Books & chapters
in edited volumes/books
published and papers
published in
national/international
conference proceedings per
teacher during last five years

PROF. ANJAN KUMAR
BANDYAPADHYAY

১

মহাপ্রাণ রামানন্দ চত্বোপাধ্যায়



অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

২

UNIVERSITY MICROFILMS INTERNATIONAL

SERIALS ACQUISITION

300 NORTH ZEEB RD

ANN ARBOR MI 48106-1500

মহাপ্রাণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর

অধ্যাপক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর

12-222078 (B-2) (1981)

অন্যপথে

অন্যপথে

বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

কল্লীপত্র

- ৭ সম্পাদক রামানন্দ
- ১৮ রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ : দুই সৃজন বন্ধু
- ২৯ রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা ছোটগল্প ও 'প্রবাসী'র ভূমিকা
- ৩৫ মহাপ্রাণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
- ৩৮ বাল্যবিধবাবিবাহ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
- ৪২ রামানন্দ : জীবনপঞ্জি ও রচনাপঞ্জি

সম্পাদক রামানন্দ

ভারতের নবজাগরণের ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় এ-দেশের মহান সন্তানদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (২৯.০৫.১৮৬৫ - ৩০.০৯.১৯৪৩)। রামানন্দ একাধারে সমাজ সংস্কারক, স্বাধীনতা সঙ্গ্রামী, শিক্ষাবিদ, জাতীয়তাবাদী, শিল্পের পৃষ্ঠপোষক, প্রতিবাদী, রবীন্দ্রসখা; তবে তাঁর যে-সজ্ঞা সবথেকে জনপ্রিয় হয়েছে তা তাঁর সাংবাদিকসত্তা। তিনি নিজেও লিখেছেন, "আমি সম্পাদকের কার্যকে শিক্ষক বা অধ্যাপকের কার্য অপেক্ষা কম পবিত্র ও মায়িত্বপূর্ণ মনে করিনা।" (প্রদীপ)। তিনি মনে করেছেন, "বহুত লোকশিক্ষার জন্য যেমন বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদিরও তদ্রূপ প্রয়োজন।" অর্থাৎ সম্পাদনার কাজকে রামানন্দ দেখতে চেয়েছেন আদর্শবাদিতার দিক থেকে। ঘটনাও তাই। একজন আদর্শ মানুষের মতো তাঁর জীবনকর্ম।

দাসী (জুলাই, ১৮৯২)। রামানন্দের সম্পাদনার দাসপ্রমের মুখপত্ররূপে কলকাতা থেকে 'জনহিতৈষিনী-বিষয়িনী' 'দাসী' পত্রিকার আঙ্গুলপ্রকাশ ঘটে। যদিও রামানন্দ এর আগেই জনহিতৈষিত গ্রহণ করেছেন। তাঁর লেখা ডায়ারিতে লিখেছিলেন, "একটি অনাথ নিবাস কিংবা দরিদ্র ছাত্রবাস পুলিশের ইচ্ছা জন্মিল।" এই জনহিতৈষিত থেকেই রামানন্দ দৃষ্টিহীনদের জন্য বাংলায় প্রেইল অক্ষর উদ্ভাবন করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন সত্যের উদ্যোগে 'দাসপ্রম' শুরু হয় ২৭ জুন, ১৮৯১ তারিখে। 'দাসী' দাসপ্রমের মুখপত্র। 'দাসী' পত্রিকার বিক্রয়লব্ধ আয় রামানন্দ দাসপ্রমে দান করতেন। 'দাসী'র প্রথম সংখ্যায় রামানন্দ দাসী বা দাসপ্রমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখেন: "রাজনীতি সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতির বা বিজ্ঞানের অনুশীলন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বঙ্গীয় পুরুষ এবং রমণীগণের হৃদয়ে সেবার ভাব জাগাইয়া দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।" দাসপ্রম এই সেবাত্রেতের উদ্দেশ্য নিয়ে যৌনকর্মীদের উদ্ধার ও শিক্ষাদান এবং তাদের সেবাকাজের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করলেও অহিনের কারণে সেই প্রচেষ্টা সফলতা পায়নি। সেই কারণে রামানন্দ হত্যোদ্যম না হয়ে 'দাসী'তে নিয়মিত 'পতিতা রমণীর দুর্দশামোচন', 'স্বীজাতির দুঃখবিমোচন' শীর্ষক গদ্য লিখেছেন। এ-থেকেই নারীদের প্রতি তাঁর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, পণপ্রথার অভিশাপ, বাল্যবিবাহরোধ, কারাগারে বন্দিনী নারী, বিধবালাঞ্ছনা বিষয়ে নানা নিবন্ধ 'দাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিষম্যে নারীদের প্রতিবাদ তাঁর



বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস

স্বদেশপ্রেমের আলোকশিখা

সম্পাদনা : জয়দেব বারুই

SWADESH PREMIER AALOK SHIKHA (Part - 3)

History of Freedom Fighting of Bankura

Edited By JOYDEV BARUI

ISBN : 978-81-928200-6-4

গ্রন্থস্বত্ব : রামকৃষ্ণ দাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি ॥ বাঁকুড়া

প্রথম প্রকাশ : ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

প্রচ্ছদ : সুখেন কর্মকার

নামপত্রের লিপি : বিষ্ণু সামন্ত

প্রচ্ছদের গ্রাফিক্স : উজ্জ্বল ফৌজদার



প্রকাশক : প্রতিভা ঘোষাল, প্রান্তর, বেনাচিতি দুর্গাপুর ১৩

মুদ্রণ : সুমুদ্রণী, জে.কে.পাল লেন, বেনাচিতি দুর্গাপুর ১৩

বিনিময় : ১৫০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

সুনীল বুক স্টল, গোলপার্ক, মাচানতলা। প্রমিত বুক স্টল।

ভাতসংঘ, সুভাষ রোড। ওল্ড অ্যান্ড নিউ বুক, কলেজ মোড়

মণালকান্তি রায়, চলভাষ : ৯৪৭৪১৮৮৮৮২/৯৪৩৪৩৯২১৫১/৯৪৭৫৭০০০৪৪

- স্বাধীনতা সংগ্রামী গান্ধীবাদী সৎ দেশসেবক দেবাদিদেব সিংহবাবু
নিতাই নাগ ৯৬
- স্বাধীনতা সংগ্রামী : কুমার বীরেন্দ্র সিংহদেব
নীলিমা সিংহদেব ১০৪
- আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানী গোপালচন্দ্র সিংহ
অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১
- গোবিন্দপদ মল্লিক : অক্লান্ত সমাজসেবী তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী
চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী ১১৬
- স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী রাজা রাইচরণ ধবলদেব
উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩০
- স্বাধীনতা সংগ্রামী উদয়ভানু ঘোষ
দেবব্রত দত্ত ১৩৮
- প্রসঙ্গ : লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব
জয়দেব বারুই ১৪৭
- বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম, জন্ম ও মৃত্যু, জন্মস্থান ১৫৩-১৫৫



আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানী গোপালচন্দ্র সিংহ অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আজাদ হিন্দ ফৌজের (Indian National Army, I.N.A.) সদস্য গোপালচন্দ্র সিংহ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে (মাঘ ১৩৩০) জন্মগ্রহণ করেন। বাবা রাখানাথ সিংহ, মা ভুবনমোহিনী দেবী। গোপালচন্দ্রের পূর্বপুরুষ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন মল্লরাজাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পরবর্তীকালে গোপালচন্দ্র বলেন, 'বিষ্ণুপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' স্রষ্টা, রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রয়াত মাণিকলাল সিংহ আমাদের বাড়ি হতে মল্লরাজাদের যুদ্ধের একটি তরবারি ও শতছিন্ন পুঁথি দেখে বলেছিলেন, তোদের বংশ যথেষ্ট রাজ-অনুগ্রহ পেয়েছিল।

গোপালচন্দ্র মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মা-কে হারান এবং সাত বছর বয়সে বাবাকে। ফলে পরিবারে দারিদ্র্য নেমে আসে। কখনও মাতুলালয়ে বিসড়া গ্রামে, কখনও কাকার (ধ্রুবনাথ সিংহ) কাছে পালিত হতে থাকেন। গোপালচন্দ্রের বয়স যখন দশ তখন কাকার মৃত্যু হয়। ফলে কাকার দুই সন্তানকে পালনের দায়িত্ব তাঁর উপর পড়ে। এমতাবস্থায় ১৭ বছর বয়সে ১৯৪০ খ্রী. বিষ্ণুপুর টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে মেকানিক্যাল বিভাগের থেকে Fitter-এর শিক্ষা নিয়ে ১৯৪২ খ্রী. ব্রিটিশ মিলিটারি IEME-তে যোগ দেন। তাঁর পদ ছিল Fitter In-Charge-এর। ১৯৪২-৪৩ — এই এই দু'বছর তাঁকে দিল্লি থাকতে হয়। এ সময় War Technician হয়ে জব্বলপুরের কাটনিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। রোমান, উর্দু, ইংরেজি ভাষা ভালো ভাবে আয়ত্ত করেন।



শারদীয়া গ্রামণিকা সাহিত্য পত্রিকা

শারদীয়া সংকলন ১৪২৪

৭ম বর্ষ ২০তম সংখ্যা



সম্পাদক তুলসীচরণ মন্ডল

১৪২৪

শারদীয়া গ্রামণিকা সাহিত্য পত্রিকা

৭ম বর্ষ ২০তম সংখ্যা

১৪২৪ (ইং- ২০১৭)

সভাপতি - চন্দন দাস

সহ-সভাপতি - আশিস ঘোষ

সম্পাদক - তুলসীচরণ মণ্ডল

সহ-সম্পাদক - শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ - তাপস দে (বিষ্ণু)

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ - মিলন অফসেট, খাতড়া, বাঁকুড়া

প্রুফ সংশোধন - শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও আশিস ঘোষ

প্রকাশক - তুলসীচরণ মণ্ডল

প্রকাশকাল - ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭

ঃ পত্রিকা কার্যালয় :ঃ

সম্পাদক - তুলসীচরণ মণ্ডল

গ্রাম-শিকরাবাদ, পোঃঅঃ-হেভ্যাশোল,

জেলা-বাঁকুড়া, পিন- ৭২২১৪০

মোবাইল নং- ৯৪৩৪৩৬২১৬১

বিনিময় মূল্য ৬০ টাকা

শ্রাবণীয়া গ্রামাণ্ডিকা স্কাইত্তা পাত্ৰিকা



৭৩ বর্ষ ২০তম সংখ্যা

১৪২৪ (ইং- ২০১৭)

সূচীপত্ৰ



সম্পাদকীয়

বিশেষ রচনা

ভগিনী নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধার্থ :

- মার্গারেট এনিজাবেথ নোবেল বনাম ভগিনী নিবেদিতা - ড. রামপ্রসাদ বিশ্বাস ৯
- রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা : বহুত্বের মন্দনকথা - অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫
- বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্রের জীবনে ভগিনী নিবেদিতা - সুদর্শন চক্রবর্তী ১৭
- ভগিনী নিবেদিতা স্মরণীয় বর্ষীয়া কেন? - নিতাই নাগ ২১
- এক বর্ষীয় চরিত্র - ভগিনী নিবেদিতা - সঞ্জল মন্ডল ২৫
- নিবেদিতা ও নারীশিক্ষা - অঞ্জলি মহাপাত্র ৩৩
- নিবেদিতা : শিক্ষার্থী ও শিক্ষয়িত্রী - দ্বিতীয় কৃষ্ণলাস ৩৭

প্রবন্ধ

- ব্যঙ্গ-রচনার আলোকে শনিবারের চিঠি ও সজনীকান্ত
- অধ্যাপক তপন কুমার মুখোপাধ্যায় ৪১
- রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা : কিছু কথা - আশরাফুল মন্ডল ৫১
- বাংলার যাত্রাপালা - শঙ্কু অধিকারী ৫৪
- শত শতাব্দী প্রাচীন ধাইমা ও আঁতড় ঘর সংস্কৃতি - উৎপল মুখোপাধ্যায় ৬২

বড় গল্প

- রাবণ বধ - মহামায়া মুখোপাধ্যায় ৭১

ছোটগল্প

- অন্ধকারের জীব - শরদিন্দু বর ৭৮
- মধুরেন... - অনিলাবরণ দত্ত ৮২
- শান্তির ঠিকানা - গোপা মুখোপাধ্যায় ৮৭
- কুমি যতো ভার - তাপস পাত্র ৯১
- সে ছুট - দুর্গাপদ বড় ৯৫

অনুগল্প

- অমা • অনুরণন - শিবানী কুন্তু বা ৯৭

রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা : বন্ধুত্বের নন্দনকথা

অঙ্কন বন্দ্যোপাধ্যায়

মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল বা ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১) ভারতে আসেন ২৮ জানুয়ারি ১৮৯৮ তারিখে। তখন তাঁর বয়স ৩১ বছর। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয় ১৮৯৮ নাগাদ। সে সময় কবির বয়স ৩৬ বছর। এ-সময় রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে তাঁর মেয়েকে ইংরেজি শেখাবার জন্য অনুরোধ করেন। নিবেদিতা বলেন, বাইরে থেকে কোনো একটা শিক্ষা গিলিয়ে দিয়ে লাভ কি? জাতিগত নৈশূন্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে তাকে জপিয়ে তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশি শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভালো বোধ হয় না। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে বলেন, অজ্ঞা বেশ আপনার প্রণালী মতোই কাজ করবেন, আমি কোনো প্রকার ফরমাস করতে চাই না। কবির একথা শুনে তাঁর মন ক্ষণকালের জন্য অনুকূল হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই নিবেদিতা বলেন, না, আমার এ কাজ নয়। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল কোনো একটি পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষ্যকে তিনি অবজ্ঞা পরিহার করলেন। তবে সেই সঙ্গে এও তিনি লিখেছেন, তিনি পড়ার মেয়েদের মাথখানে থেকে শিক্ষা দেবেন বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে - সেজন্য তিনি আত্মনিবেদন করেন। শিক্ষা দেবেন শুধু তাই নয়, শিক্ষা জাগিয়ে তুলবেন। এমন ভাবনাকে পাঠ করতে পারেন একজন যথার্থ বন্ধু। ১৮৯৯-এর ১৬ জুন এক পরে নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'You should be my friend too' পরবর্তী ইতিহাস এই দুই বন্ধুর পাশাপাশি চলার। তাতে মতান্তর ছিল কিন্তু মনান্তর ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ একান্ত বন্ধু অচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর অগ্রহে নিবেদিতা ১৯০০-র নভেম্বরের মধ্যে তিনটি রবীন্দ্রগল্প অনুবাদ করেন - 'কাবুলিওয়াল্লা' (The Cabuliwallh), 'ছুটি' (Leave of Absence) এবং 'দেনাপাওশা' (Giving and Giving in Return)। এগুলির মধ্যে একমাত্র 'কাবুলিওয়াল্লা'র অনুবাদটি পাওয়া যায়। এই অনুবাদটি রামানন্দ-সম্পাদিত The Modern Review পত্রিকার (Vol XI, No - 1) ১৯১২-র জানুয়ারি সংখ্যায় (পৃ. ৫০-৫৬) প্রকাশিত হয় নিবেদিতার মৃত্যুর (১৩.১০.১৯১১) পর। গল্পটির সঙ্গে নন্দলাল বসু অঙ্কিত কাবুলিওয়াল্লার একটি ছবিও মুদ্রিত হয়। এই গল্পটিই রবীন্দ্রগল্পের প্রথম ইংরেজি অনুবাদ। 'রবীন্দ্রবনী'কার যথার্থই লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রথম অনুবাদিতার সম্মান নিবেদিতারই প্রাপ্য।' (৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৮)।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ অক্টোবর নিবেদিতার নেতৃত্বে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, অমলা বসু, মিঃ ব্যাটক্রিভ, ডাঃ যদুনাথ সরকার প্রমুখ বেশ কয়েকজন বুদ্ধগয়ায় যান। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিন সন্ধ্যায় মন্দির দেখে এসে লেখেন, 'অন্ধকারের ভিতর বুকের



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :
জন্ম সার্থ শতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

সম্পাদক

অধ্যাপক অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



প্রকাশনায় - রামানন্দ কলেজ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :
জন্মসার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা
(Ramananda Chattopadhyay :
Janmasardhasatabarsikite Fire Dekha)

সম্পাদক : অধ্যাপক অঞ্জন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(Editor : Professor Anjan Kr. Bandhyapadhyay)



রামানন্দ কলেজ
(Ramananda College)

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : জন্মসার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :

জন্মসার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

Ramananda Chattopadhyay :

Janmasardhasatabarsikite Fire Dekha

(পবেষণাপত্রের সংকলন / Anthology of Research Papers)

প্রকাশনায় : রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ

(Published by Ramananda College, Bishnupur, Bankura, West Bengal)

প্রকাশকাল : নভেম্বর, ২০১৭ (1st edition : November, 2017)

প্রকাশক : অধ্যক্ষ, রামানন্দ কলেজ (Principal, Ramananda College)

ISBN : 978-81-933848-1-7

প্রত্বস্বত্ব : রামানন্দ কলেজ (Copyright : Ramananda College)

P. O: Bishnupur, Dist. Bankura, W.B., 722122

Ph. No. 03244-252059, E-mail : principalramanda@gmail.com

website : www.ramandacollege.org.

সম্পাদক : অধ্যাপক অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(Editor : Professor Anjan Kr. Bandhyopadhyay)

মুদ্রক : শ্রীমা প্রেস (Printed by : Srīma Press)

বাসস্ট্যান্ড ও তিলবাড়ী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ফোন নং - ৯৪৩৪৬৫০৭৭৯

(Busstand & Tilhari, Bishnupur, Bankura)

(Ph. No. -9434650779)

email - srimapress.bsp@gmail.com

Funded by : University Grants Commission & Ramananda College

দাম : তিনশত টাকা (Rupees three hundred only)

সূচিপত্র

দেশপ্রেমের আলোকে রামানন্দ <i>Ramananda, Rabindranath</i> & Thompson : <i>A Difficult Triangle</i>	শ্যামল সান্তরা ও আরণা মুখোপাধ্যায় Dr. Goutam Buddha Surai	১ ৭
শিকানুরাগী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কর্মজীবন : এলাহাবাদ পর্ব	ডঃ প্রকাশকুমার মহিতি	১৯
রামানন্দের বাঁকুড়া সংযোগ	ডঃ শেখর ভৌমিক	২৩
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সাংবাদিকতা	প্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১
বাঙ্গাল্যবিধবাবিবাহ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২
অনন্য রামানন্দ : তাঁর চিন্তাচেনার দিপ্তদর্শন	ডঃ কমলা দাস	৪৬
বাঁকুড়া ও রামানন্দ	বীণাংশু ঘোষ মহাপাত্র	৫০
আন্তর্জাতিক শ্রেণিতে রামানন্দের ভাবনায় ভারতবর্ষ :		
ইতিহাসের একটি বিস্তৃত অধ্যায়	বিষ্ণুপদ মালিক	৫৭
বাঁকুড়া ভাবনায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	মৃণালকান্তি মৈত্র	৬৩
সাংবাদিকতার আলোকে		
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	ডঃ গৌরবরণ দে	৭৫
প্রবাসী'র শ্রেণিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র	ডঃ সোমা চট্টোচার্য	৭৮
বাঁকুড়ার কৃষিচিত্র ও রামানন্দ :		
প্রসঙ্গ 'প্রবাসী'	রঞ্জন কুমার মজল	৮৬
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : রাজনৈতিক চিন্তা	অরুণাভ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৩
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : তাঁর উদারবাদী ভাবনার সূত্র - একটি পর্যালোচনা	তাপসী দে	৯৮
জাতীয়তাবাদী ও সমাজ সংস্কারক		
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	অনুপকুমার মজল	১০৪
বৃহত্তর বাহিরে রামানন্দ :		
প্রাঙ্গ চিঠিপত্রের আলোকে	আবীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৮
রামানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ :		
পারস্পরিক সম্পর্ক	নাফিসা আরফা	১১৫

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : জনস্বার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

বাল্যবিধবাবিবাহ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অজ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন সমাজসচেতন সজাগ ব্যক্তিত্ব। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পছন্দস্বরূপকারী। তাই 'প্রবাসী'র পাতার পাতায় অস্পৃশ্যতা, অসবর্ণবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, নারীশিক্ষা, সতীসাহ, পতিতা নারী, নারীনিগ্রহ, নারীর অধিকাররক্ষা, নারীরক্ষা ইত্যাদি বিবিধ সামাজিক সমস্যা গ্রন্থ বারবার উচ্চারিত হয়েছে। রামানন্দ ১১-১২ বছর বয়সেই দরিদ্র ছাত্রদের জন্য একটি পাঠশালা খোলেন। বইপত্র তিনি দরিদ্র ছাত্রদের সংগ্রহ করে দিতেন। বেতনবাবন প্রত্যেককে একটি করে সুপারি দিতে হতো। উপরের ক্লাসে উঠে একটি মৈশ বিদ্যালয় খোলেন। মফঃস্বলে বয়স্ক শিক্ষার সূত্রপাত এই প্রথম।

রামানন্দবাবু অত্যন্ত খেদের সঙ্গে 'প্রবাসী'র ১৩২১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় (১) লেখেন, প্রাক্তনশ্রমণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কুল কলেজ স্থাপনাদি দ্বারা শিক্ষাবিজ্ঞানে যেসকল সাহায্য করেছেন, বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য যা করেছেন, স্ত্রীশিক্ষার জন্য যা করেছেন, লোকসেবার জন্য যা করেছেন - সমস্তই বলা হয়, এমনকি তাঁর দ্বাবলখন, দৃঢ়চিত্ততা, বিলাসবিমুখতা, দয়াদাক্ষিণের কথাও উল্লিখিত হয়, কিন্তু বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের সমুচিত উল্লেখ কোথাও তো উচ্চারিত হয়ই না, পরন্তু উল্লিখিত হলে নিন্দা করা হয়। এ বিষয়ে রামানন্দ জোরালো সওয়াল উপস্থাপিত করেছেন নানা লেখায় নানা তথ্যপ্রতিষ্ঠিতে।

শ্রী চট্টীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের সাক্ষ্যে রামানন্দ উল্লেখ করেন, তৃতীয় সাহোদর শঙ্কুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে লিখিত একটি পত্রে বিদ্যাসাগর স্পষ্টই উল্লেখ করেন, 'বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সংকর্ম, জান্নো ইহা অপেক্ষা অধিক আর কোনো সংকর্ম করিতে পারিব, তাহার সঙ্ঘাবনা নাই, এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যিক হইলে দ্রাণান্ত স্বীকারেও পরাজুখ নহি' (২) এই পত্রের উল্লেখের মাধ্যমে রামানন্দ বোঝাতে চেয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের কাছে বিধবাবিবাহ সংস্কারকর্মের গুরুত্ব কতটা ছিল। ১৩২৩-এর ভাদ্র সংখ্যায় রামানন্দ পুনরায় উল্লেখ করেন, 'তিনি যে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। ইহা রামবিহীন রামায়ণের মতো।' (৩)

ডঃ শাহিকুল আলম সিউংয়ের

অগ্রহিত রচনা সংগ্রহ

সম্পাদনা : ৪

অবুল কালাম আজাদ

ডঃ মানিকলাল সিংহের অগ্রস্থিত
রচনা সংকলন

সম্পাদনা
অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্যপথে
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

সূচি

- ৫ সূচনাকথা
১৭ বাঁকুড়া পরিচয়
২৩ বাঁকুড়ার সূর্যপূজা
২৭ বাঁকুড়া জেলার মন্দির ও তেতিত ম্যাককাচেন
৩৪ বাতলী-চরীদান ও ছাতনা
৩৬ ভাদু গান
৪৪ শিয়াল-শকুনি পর্ব
৪৮ দক্ষিণ রাঢ়ের তুমু পর্বের ঐতিহাসিক পটভূমিকা
৫৩ ষষ্ঠী ও সিনিঠাকুর
৫৫ রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি : সমীক্ষা
৬২ মন্ত্রত্বের প্রথম রাসযাত্রাভিনয়
৭০ বিষ্ণুপুরী অথরী ভামাক
৭৫ বিষ্ণুপুরের দুর্গাপূজার আদিকথা
৭৭ বিড়াই নদীর নামকরণ সম্পর্কে দু-চার কথা
৭৮ পূর্বস্মৃতি
৮০ মাণিকলাল সিংহের ভারেরি থেকে
৮১ ঞ্ৰপনি সংগীতের গোড়ার কথা
৮৪ মাণিকলাল সিংহের সাফল্যকার
৮৫ ডঃ মাণিকলাল সিংহ : জীবনপঞ্জি ও রচনাপঞ্জি
৮৭ মাণিকলাল সিংহের গ্রন্থপঞ্জি
৮৭ গ্রন্থপঞ্জি
৮৮ পরোপক্রিকা

সূচনাকথা

কিশোরবেলায় একবার বিষ্ণুপুর বেড়াতে এসেছিলাম। সেসময় সাহিত্য পরিষৎ দর্শন করেছিলাম। পরবর্তীকালে যখন চাকরিসূত্রে এলাম তখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণাকেন্দ্রের দেবুদা (দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য) বলেছিলেন : তুমি বিষ্ণুপুর দর্শন করবে, তার সঙ্গে আরও একজনের দর্শন না হলে তোমার দর্শন অপূর্ণ থাকবে, তিনি মাণিকলাল সিংহ।

দেবুদার কথা মান্য করে একসময় আলাপ করি তাঁর সঙ্গে। তিনি যত্ন করে পরিচয় করে দিয়েছিলেন সাজানো সবকিছুর সঙ্গে। আমার আশ্রয় তাঁর ভালো লেগেছিল মনে হয়। কেননা, পরবর্তীকালে মেসে বসে আছি এমন সময় তিনি এসে হাজির। সেদিনটা কোনদিন ভোলবার নয়। তিনি আমার ঘরে বসলেন। বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে নাগাড়ে বলে গেলেন বেশ কিছুক্ষণ। আমি তাঁর নিকে পরম বিশ্রমে চেয়ে সব শুনতে লাগলাম। এক সময় উঠে দাঁড়ালেন। মনে হলো যেন তিনি আকাশ স্পর্শ করলেন।

কলেজ থেকে ফিরবার সময় দেখতাম তিনি সাহিত্য পরিষদের দ্বিতলের সিঁড়ির কাছে বসে আছেন। চোখে চোখ পড়তে ঘাড় নাড়তেন। আমার একটি দিন যেন পূর্ণতায় পৌঁছে যেত।

মেস বদল করেছিলাম। মাণিকবাবুর স্নেহস্রোতা সেই মেসেও পড়েছে। শেষতম একটি রিকশা মেসের সামনে এসে থামলো। তিনি তাঁর লম্বা শরীর নিয়ে নামলেন। হাতে সদ্য প্রকাশিত একটি বই। অমূল্য বইটি হাতে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে তার মূল্য মিটিয়ে দিতাম মাম। এভাবেই 'সুপর্ণরেখা হইতে মধুরাশী'র এক-একটি খণ্ড আমার হাতে আসে। আমার শরীরে মেঘ-ভাঙা বৃষ্টির আশাদ পেতাম।

একবার একটি ছোটো টেপ রেকর্ডার কিনেছিলাম। যোগেশচন্দ্র পুরাকৃত্তি ভবনের চিত্তরঞ্জন বাবুকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘরে যাই। মূলত চিত্তবাবুই তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আমি মাঝেমধ্যে বলেছি। 'নাইরা' নামের একটি সিটল ম্যাগাজিনেও তাঁর শীর্ষ সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম। তারও আগে বিষ্ণুপুর থেকে প্রকাশিত 'ছন্দক' পত্রিকার বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরজিৎ দে ও রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গৃহীত সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার পড়ি। এখানে উনি রাত্ সংস্কৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, 'রাত্ সংস্কৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো বাঙালির আদি সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদি জন্মস্থান'। 'রাত্দের মহাবান' বইটির বিবরণকল্প জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'আমি কি বলব? তবে আমার বইটি Review-এ কলকাতার অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় দুগাল চৌধুরী বলেন, রাত্দের মহাবান বইটি হলো পশ্চিম রাত্ তথা বাকুড়ার একটি অন্তরঙ্গ মানস পরিচয়। বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ও নাথ যোগীদের প্রভাব বিচার করতে হলে রাত্দের সাংস্কৃতিক উপাদান আজ অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে। 'রাত্দের মহাবান' হলো 'রাজপথ' থেকে ক্রমে 'লোকপথে' প্রবেশ করা। এই বইটিতে আছে বাংলা লিপির বিবরণ।' সাক্ষাৎকারটি সংক্ষিপ্ত হলেও বেশ মূল্যবান।

এর পর ১৯৯১-এ আমরা বিষ্ণুপুর থেকে যখন 'বিড়াই' পত্রিকাটি বের করি তার প্রথম সংখ্যাতেই তিনি 'বিড়াই নদীর নামকরণ সম্বন্ধে দু-চার কথা' নামে একটি গদ্য লেখেন। লেখাটি ছিল এক মূল্যবান সংযোজন।

মাণিকবাবুর মৃত্যুর (২১.৩.১৯৯৪) পর তাঁকে নিয়ে 'বিড়াই'-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় যার শীর্ষনাম ছিল 'প্রসঙ্গ : মাণিকলাল সিংহ'। এই সংখ্যার তাঁকে নিয়ে গদ্য লেখেন চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন চ্যাটার্জী, সুব্রত পণ্ডিত, প্রদীপ কুমার ঘোষ, হরিপ্রসন্ন মিশ্র।

চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তের
অগ্রস্থিত রচনা সংগ্রহ



সম্পাদনা
অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তের
অগ্রস্থিত রচনা সংগ্রহ

সম্পাদনা : অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

- ৭ - বাঁকুড়া ও রবীন্দ্রনাথ
- ১৫ - আচার্য যোগেশচন্দ্র প্রসঙ্গে
- ২১ - শ্রদ্ধাঞ্জলি : ড. মানিকলাল সিংহ
- ২৬ - প্রসঙ্গ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
১. বসন্তরঞ্জন রায় ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
 ২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
 ৩. চর্যাপদের আলোকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বাকুড়া ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ বাকুড়ায় এসেছিলেন ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে । বাকুড়ায় তখনকার জেলাশাসক এস.কে. হালদার মশারির 'হিলহাউসে'র বাসভবনে কাটিয়েছিলেন দু-একটা দিন । বাকুড়াবাসীর আন্তরিক আমন্ত্রণেই তাঁর এই বাকুড়ায় আগমন ।

তখন রবীন্দ্রজীবনের সারাহুকাল । রবি তখন অক্সফোর্ডের প্রতীক্ষায়; পূর্ববীর হৃদে রবির নিঃসঙ্গের মহাশয় তখন আভাসিত । কিন্তু যাবার আগে, সেই পড়ন্ত বেলায় রবিরশি যে বাকুড়াবাসীর হৃদয়াকাশকে কতখানি অনুরঞ্জিত করেছিল তার স্মৃতি আজও সমুজ্বল । বাকুড়ার মানুষ, বোধহয় বাকুড়ার মাটিও শ্রদ্ধায় অনুরাগে রবীন্দ্রসঙ্গের এই পুণ্যলগ্নের স্মৃতি আজও ধরে রেখেছে । এই সেদিন, জেলাশাসক মহাশয়ের আহ্বানে তাঁর 'হিল হাউসে'র প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র জন্মদিবসে বাকুড়ার মানুষ সমবেত হয়ে ১৯৪০ সালের, রবীন্দ্রসঙ্গে অতিবাহিত দিনগুলির ঘেরপ আবেগাপ্ত স্মৃতিচারণা করলেন তাতে রবীন্দ্রস্পর্শের গভীরতা সহজেই পরিস্ফুট হলো । সুদীর্ঘকালের ব্যবধানের রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের দুর্লভ উজ্জ্বলতা আজও অনেকের হৃদয়ে অপ্রাণ । এখন যারা বৃদ্ধ তখন তাঁরা ছিলেন কিশোর বা যুবক; রবীন্দ্রদর্শনে ধন্য এমনি একাধিক বয়স্ক মানুষের স্মৃতিচারণায় তাঁদের যৌবনকালের সতেজ আশা-অকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা রবীন্দ্র-স্মৃতির আন্তরিক পরিবেশন সেদিন খুব উপভোগ্য হয়েছিল ।

আমি তখন দশম শ্রেণির ছাত্র; তখনকার দিনের মঞ্চস্থলের দশম শ্রেণির ছাত্র, বয়সে যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে অবোধ বালক মাত্র । একান্ত আকস্মিকভাবে বাকুড়ায় এসে রবীন্দ্রনাথের দর্শন লাভ মাত্র করেছিলাম । দর্শনের পুণ্যলাভে আপ্ত হলেও ক্ষণকালের এই দর্শনে কোনরূপ স্পর্শন সন্দেহ হয় নি । কিন্তু এই সফিক্ত দর্শনের পুণ্যফলও আমি সপৌরবে আজও বয়ে বেড়াচ্ছি ।

আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ জীবনের অপরাহ্ন বেলায় বাকুড়ায় এসেছিলেন; কিন্তু অশক্ত অক্ষম অবস্থায় এই আগমন এবং ক্ষণিকের আতিথ্যই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাকুড়ার সম্পর্কের একমাত্র নিরিখ নয় । বালককালেই রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিলেন বিষ্ণুপুরের এক সঙ্গীতগণী - যদুভট্ট । রবীন্দ্রনাথের কথাতেই এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে :

"বালককালে যদুভট্টকে জানতাম । তিনি গুজরাতজাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়ো । তাঁকে গাইয়ে বলে কর্ণা করলে খাটো করা হয় । তাঁর ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সঙ্গীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত । তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোনো হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না । সন্দেহত তাঁর চেয়ে বড়ো গুজরাত তখন হিন্দুস্থানে অনেক ছিল অর্থাৎ তাঁদের গানের সংগ্রহ আরো বেশি ছিল, তাঁদের কসরতও ছিল বহু সাধনা-সাধা, কিন্তু যদুভট্টের মতো সঙ্গীতজ্ঞবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছে কিনা সন্দেহ । ...অবশ্য এ কথাটি অধীকার



শঙ্করানন্দ

শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ

(১৯১৭ - ২০১৮)



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রম

বাকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭২২১০১

ফোন : (০৩১৪২) ২৪১০০১

E-mail : ramkrishnamission.org



বিষ্ণুপুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষ্ণুপুর নানা সময়ে তিন মনীষীর পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছে। এঁদের স্মৃতিকথায় বিচ্ছিন্নভাবে বিষ্ণুপুরের সে-সব কথা লেখা আছে। এখানে সে-সব কথা এক জায়গায় করার প্রয়াস আছে। আর এসব কথা যত আলোচনা করা যায় মনের গুচিতা তত বাড়ে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা :

স্বামী সারদানন্দের লেখা থেকে জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাগিনেয় হুদয়রামের কনিষ্ঠ ভাই রাজারামের সঙ্গে গ্রামের এক ব্যক্তির বিষয় কর্ম নিয়ে বচসা উপস্থিত হয়। রাজারাম হাতের কাছে একটা ধাঁকা পেয়ে তাই দিয়ে সেই ব্যক্তির মাথায় আঘাত করে। ওই ব্যক্তি রাজারামের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজু করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সামনে সমস্ত ঘটনাটি ঘটে। তাঁকে সভাবাদী বলে জানা থাকায় ওই ব্যক্তি তাঁকেই এ-ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে নির্বাচিত করে। ফলে সাক্ষ্য দেবার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বিষ্ণুপুরে আসতে হয়।

পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব রাজারামকে ওই রকম ক্রোধান্বিত হওয়ার জন্যে ভৎসনা করেছিলেন। বিষ্ণুপুরে এসে আবারও বলেন, 'ওকে (অর্থাৎ বাদীকে) টাকাকড়ি দিয়ে যেমন করে পারিস মোকদ্দমা মিটিয়ে নে; নয়তো তোর ভাল হবে না; আমি তো আর মিথ্যা বলতে পারবো না। জিজ্ঞাসা করলেই যা জানি ও দেখেছি সব কথা বলে দেব।' রাজারাম ভয় পেয়ে মামলা আপসে মিটিয়ে নেয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই অবসরে বিষ্ণুপুর শহরটি দেখতে যান। পরে শিহড়ে ফিরে যান।

অন্যসূত্রে জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামে সমন জারি হওয়ায় তাঁকে বিষ্ণুপুর কোর্টে হাজিরা দিতে হয়। অবশ্য তাঁকে কাঠগড়ায় ধাঁড়াতে হয়নি। কারণ, তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান আইনজীবী ঈশ্বরচন্দ্র সরকার। তিনি কিনা

পারিশ্রমিকে মামলা লাড়েন এবং এই মামলার সম্মানজনক নিষ্পত্তি হয়।*

এই সময়ের কথা শ্রবণ করে পরবর্তীকালে ঠাকুর বলেন, "আমি একবার বিষ্ণুপুর গিচ্ছিলুম। রাজার বেশ সব ঠাকুরবাড়ি আছে। সেখানে ভগবতীর মূর্তি আছে, নাম মৃন্ময়ী। ঠাকুরবাড়ির কাছে বড় দীঘি। কৃষ্ণবীধ। লালবীধ। আচ্ছা, দীঘিতে আবাঠার (মাথা ঘষার) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি? আমি তো জানতুম না যে, মেয়েবা মৃন্ময়ী দর্শনের সময় আবাঠা তাকে দেয়। আর দীঘির কাছে আমার ভাবসমাধি হল, তখন বিগ্রহ দেখি নাই। আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃন্ময়ীদর্শন হয় কোমর পর্যন্ত।"

এরপর ঠাকুর মৃন্ময়ীদর্শনে যান। ভাবসমাধি অবস্থায় তিনি মৃন্ময়ী যে রূপ দেখেন বর্তমান মূর্তিটির সঙ্গে তার অমিল আছে। পরবর্তীকালে অনুসন্ধানে জানা যায় নতুন মূর্তিটি পুরনো মূর্তিটির মতো হয়নি। পুরনো মূর্তিটির মুখ এক ব্রাহ্মণ সযত্নে রক্ষা করে চলেন নিজের ঘরে রেখে। ওই মুখটি যুক্ত করে দেবী সর্বমঙ্গলার প্রতিষ্ঠা হয়।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী কথা :

জয়রামবাটিতে মুখোপাধ্যায় বংশের বসতিস্থাপনের অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ১০৭৬ বঙ্গাব্দের ১২ বৈশাখ বিষ্ণুপুরের জৈনিক রাজা (সম্ভবত কৃষ্ণমল্ল) জয়রামবাটি গ্রামস্থ খেলারাম মুখোপাধ্যায়কে ধর্মঠাকুরের সেবাপূজা করার জন্যে কিছু ব্রহ্মোত্তর ও সেবোত্তর ভূমি দান করেন।

এই মুখোপাধ্যায় বংশের সন্তান শ্রীমা ১২৬০ বঙ্গাব্দের ৮ পৌষ (২২ ডিসেম্বর, ১৮৫৩), বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা-সপ্তমী তিথিতে সন্ধ্যার পরে জন্মগ্রহণ করেন ধর্মপ্রাণ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও দেবীপ্রতিম ভাগ্যবতী শ্যামাসুন্দরীদেবীর প্রথম সন্তানরূপে।

উপরোক্ত তথ্য থেকে আমরা বুঝতে পারি বিষ্ণুপুরের

লেখক পরিচিতি : বিষ্ণুপুর রামেন্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

শঙ্করানাদ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাস্রম, বাঁকুড়া

শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ

(১৯১৭ - ২০১৮)



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাস্রম

বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭২২১০১

দূরভাষ : (০৩২৪২) ২৫১২৫৪

ই-মেল : bankura@rkmm.org

সূচিপত্র

আপন জীবন পূর্ণ করে আপন আলো জ্বেলোছ

১। শতবর্ষের প্রেক্ষাপটে বঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ : স্বরূপে মননে	স্বামী অলোকানন্দ	৩
২। বঁকুড়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাস	সৌমেন রক্ষিত	৯
৩। বঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা	জয়দীপ মুখোপাধ্যায়	১৭
৪। স্বামী মহেশ্বরানন্দ : একটি দিব্য সান্নিধ্য	দুর্গাশঙ্কর মল্লিক	২৩
৫। শতবর্ষে ডাক্তার মহারাজ, ফিরে দেখা	ডাঃ সিদ্ধার্থ গুপ্ত	২৮
৬। ডাক্তার মহারাজ	ডাঃ চৈতন্যময় মণ্ডল	৩০
৭। স্মৃতির আলোকে	ডাঃ লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	৩৫
৮। A brief History of Ramakrishna Math & Ramakrishna Mission, Bankura	Swami Vivekatmananda	৩৭
৯। শ্রীরামকৃষ্ণ-নতি		৪০

ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে

১০। সারদামণি দেবী	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৪৩
১১। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য-পরিচয়		৫৩
১২। শ্রীশ্রীমায়ের লীলাসংবরণ কথা	বিত্ততিভূষণ ঘোষ	৫৬
১৩। শ্রীশ্রীমায়ের বঁকুড়া জেলার ক'জন সন্ন্যাসিশিষ্য	স্বামী রামানন্দ	৫৯
১৪। মানভূম-মানসে রামকৃষ্ণ-ভাবধারা	শ্রীনিবাস মিশ্র	৬৫
১৫। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে মন্ত্রভূমের তিন বিশিষ্ট ভক্ত	নিতাই নাগ	৭৪
১৬। বঁকুড়া জেলায় শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকজন সন্ন্যাসী মন্ত্রশিষ্য	লীলাময় মুখোপাধ্যায়	৮৩
১৭। বঁকুড়ার প্রণমা স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ	রবীন্দ্রমোহন চৌধুরী	৯৯
১৮। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর 'কালোমানিক' —বিত্ততিভূষণ ঘোষ	বিশ্বজিৎ ঘোষ	১০৭
১৯। কোতুলপুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদা মা	লক্ষ্মীকান্ত পাল	১১২
২০। বিষ্ণুপুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ	অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৬

ভারত-প্রতিমা
ভগিনী নিবেদিতা



সম্পাদনা

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত-প্রতিমা ভগিনী নিবেদিতা

সম্পাদনা

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়



BHARAT-PRATIMA VOGINI NIVEDITA

Editor :

Anjan Bandyopadhyay

Tamal Bandyopadhyay

প্রথম প্রকাশ :

ডিসেম্বর, ২০১৯

গ্রন্থকর্তা : অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : শ্রীমহাসেব

ISBN : 978-819417-587-2

'সাঁঝবাতি'-র পক্ষে আশিস কুমার বানার্জী কর্তৃক
মশিয়াড়া, বাঁকুড়া, ৭২২১২১ থেকে প্রকাশিত এবং
বানী আর্ট প্রেস, ৫০এ, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

sanjhatiprakashan@gmail.com

৯৭৪৯৪২৭৫২৩, ৭৩৬৫৮২০০৮৫

১২০.০০

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া বইয়ের কোনো অংশেরই
কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক,
ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন কোটোকপি, টেপ বা পুনরুৎপাদনের সুযোগ
সংবলিত তথ্য-সম্বল করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না
বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা অন্য কোনো তথ্য সংরক্ষণের
যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি
ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

সূচিপত্র

- ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষাজীবনার কয়েকটি দিক/স্বামী সুপর্ণানন্দ ১৩
- ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চায় নিবেদিতার অবদান/স্বামী শিবপ্রদানন্দ ২২
- নিবেদিতা : 'গুরুবান্ধবী'/স্বামী একচিন্তানন্দ ২৯
- কার্যনিকে নিবেদিতার উচিত শিক্ষা/শক্তিপ্রসাদ মিশ্র ৩৫
- নিবেদিতার স্বদেশভাবনা/সন্দীপন সেন ৪০
- দুই নিবেদিতা/অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬
- নিবেদিতা : বলিষ্ঠ, আগ্রহ ভাষ্যের সঙ্কানে/ডঃ নরেশ্বরপ্রসন্ন মালস ৫২
- নিবেদিতা : ভারতবর্ষের 'পবিত্র' রাজনীতি-চিন্তক/অর্ণব অট্টাচার্য ৫৭
- সাহিত্য ও শিল্প সমালোচক নিবেদিতা/শঙ্খ অধিকারী ৬১
- ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষাজীবনা/সুরেন্দ্র আচার্য্য ৬৫
- নিবেদিতার চোখে বিবেকানন্দের মাতৃশক্তি ভাবনা/অজকানন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭
- নিবেদিতা : অনন্তের শাস্ত্রী মারী/তমল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯
- নিবেদিতা : জীবনপঞ্জি ৭৫

দুই নিবেদিতা

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা : বন্ধুত্বের মন্দনকথা

মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল বা জগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১) ভারতে আসেন ২৮ জানুয়ারি ১৮৯৮ তারিখে। তখন তাঁর বয়স ৩১ বছর। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয় ১৮৯৮ নাগাদ। সে সময় কবির বয়স ৩৬ বছর। এ-সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেয়েকে ইংরেজি শেখাবার জন্য নিবেদিতাকে অনুরোধ করেন। নিবেদিতা বলেন, বাইরে থেকে কোনো একটা শিক্ষা গিনিয় দিয়ে লাভ কি? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে তাকে জাগিয়ে তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। যীশু নিয়মের বিদেশি শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভালো বোধ হয় না। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে বলেন, ‘আচ্ছা’ বেশ আপনার প্রণালীমতেই কাজ করবেন, আমি কোনো প্রকার ফরমান করতে চাই না। কবির একথা শুনে তাঁর মন ক্ষণকালের জন্য অনুকূল হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই নিবেদিতা বলেন, না আমার এ কাজ নয়। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল কোনো একটি পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষ্যকে তিনি অবজ্ঞা করে পরিহার করলেন। তবে সেই সঙ্গে এও তিনি লিখেছেন, তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থেকে শিক্ষা সেবেন স্বাগতবাজারের একটি বিশেষ গমির কাছে—সেজন্য তিনি আত্মনিবেদন করেন। শিক্ষা সেবেন শুধু তা নয় শিক্ষা জাগিয়ে তুলবেন। এমন ভাবনাকে পাঠ করতে পারেন একজন যথার্থ বন্ধু। ১৮৯৯-এর ১৬ জুন এক পত্রে নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, ‘You should be my friend too’। পরবর্তী ইতিহাসে এই দুই বন্ধুর পাশাপাশি চলার। তাতে মতান্তর ছিল কিন্তু মনান্তর ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু অচার্যে জগদীশচন্দ্র বসুর আশ্রয়ে নিবেদিতা ১৯০০র নভেম্বরের মধ্যে তিনটি রবীন্দ্রগ্রন্থ অনুবাদ করেন। — ‘কবুলিওয়ালার’, ‘ছুটি’, ‘দেবোপাওনা’। এগুলির মধ্যে একমাত্র কবুলিওয়ালার অনুবাদটি পাওয়া গেছে। এই অনুবাচি রামানন্দ - সম্পাদিত The Modern Review পত্রিকার (Vol. XI, No-1) ১৯১২-র জানুয়ারি সংখ্যায় (পৃ. ৪০-৫৬) প্রকাশিত হয় নিবেদিতার মৃত্যুর (১৩.১০.১৯১১) পর। পত্রটির সঙ্গে মন্দলাল বসু অঙ্কিত কবুলিওয়ালার একটি ছবিও মুদ্রিত হয়। এই গল্পটিই রবীন্দ্রগ্রন্থের

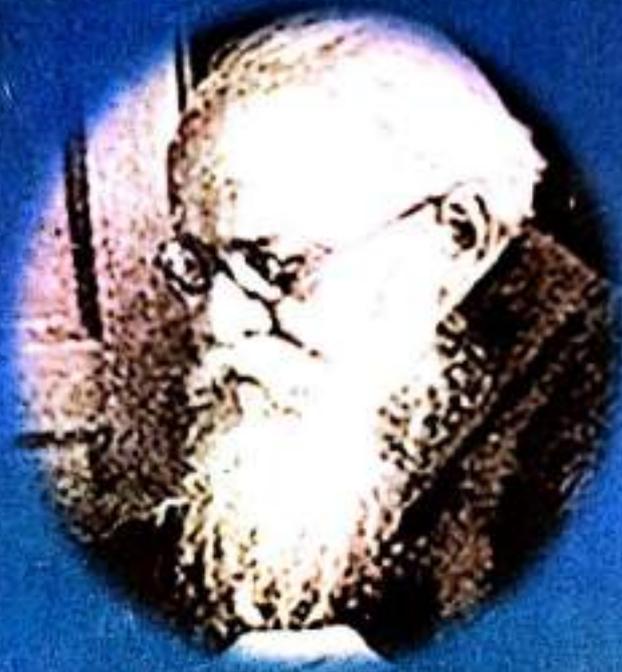
**PROF. BINAPANI GHOSH
MAHAPATRA**

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :
জন্মসার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা
(Ramananda Chattopadhyay :
Janmasardhasatabarsikite Fire Dekha)

সম্পাদক : অধ্যাপক অঞ্জন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(Editor : Professor Anjan Kr. Bandhyapadhyay)



রামানন্দ কলেজ
(Ramananda College)



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :
জন্ম সার্থ শতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

অধ্যাপক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়



প্রকাশনায় - রামানন্দ কলেজ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :
জন্মসার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা
(Ramananda Chattopadhyay :
Janmasardhasatabarsikite Fire Dekha)

সম্পাদক : অধ্যাপক অঞ্জন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(Editor : Professor Anjan Kr. Bandhyapadhyay)



রামানন্দ কলেজ
(Ramananda College)

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : জন্মসার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :
জন্মসার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

Ramananda Chattopadhyay :
Janmasardhasatabarsikite Fire Dekha

(গবেষণাপত্রের সংকলন / Anthology of Research Papers)

প্রকাশনায় : রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ
(Published by Ramananda College, Bishnupur, Bankura, West Bengal)

প্রকাশকাল : নভেম্বর, ২০১৭ (1st edition : November, 2017)

প্রকাশক : অধ্যক্ষ, রামানন্দ কলেজ (Principal, Ramananda College)

ISBN : 978-81-933848-1-7

গ্রন্থস্বত্ব : রামানন্দ কলেজ (Copyright : Ramananda College)
P. O: Bishnupur, Dist. Bankura, W.B., 722122
Ph. No. 03244-252059, E-mail : principalramanda@gmail.com
website : www.ramandacollege.org.

সম্পাদক : অধ্যাপক অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(Editor : Professor Anjan Kr. Bandhyapadhyay)

মুদ্রক : শ্রীমা প্রেস (Printed by : Srima Press)
বাসস্ট্যান্ড ও তিলবাড়ী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ফোন নং - ৯৪৩৪৬৫০৭৭৯
(Busstand & Tilbari, Bishnupur, Bankura)
(Ph. No. -9434650779)
email - srimapress.bsp@gmail.com

Funded by : University Grants Commission & Ramananda College

দাম : তিনশত টাকা (Rupees three hundred only)

সূচিপত্র

দেশপ্রেমের আলোকে রামানন্দ <i>Ramananda, Rabindranath & Thompson : A Difficult Triangle</i>	শ্যামল সঁতরা ও আরনা মুখোপাধ্যায় Dr. Goutam Buddha Sural	১ ৭
শিক্ষানুরাগী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কর্মজীবন : এলাহাবাদ পর্ব	ডঃ প্রকাশকুমার মাইতি	১৯
রামানন্দের বাঁকুড়া সংযোগ	ডঃ শেখর ভৌমিক	২৩
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সাংবাদিকতা	প্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১
বাণ্যবিধবাবিবাহ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২
অন্য রামানন্দ : তাঁর চিন্তাচেনার দিগ্‌দর্শন	ডঃ কমলা দাস	৪৬
<u>বাঁকুড়া ও রামানন্দ</u>	<u>বীণাপাণি ঘোষ মহাপাত্র</u>	<u>৫০</u>
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে রামানন্দের ভাবনায় ভারতবর্ষ :		
ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়	বিষ্ণুপদ মালিক	৫৭
বাঁকুড়া ভাবনায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	মৃগালকান্তি ধঁক	৬৩
সাংবাদিকতার আলোকে		
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	ডঃ গৌরবরণ দে	৭৫
প্রবাসী'র প্রেক্ষিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র	ডঃ সোমা ভট্টাচার্য	৭৮
বাঁকুড়ার কৃষিচিত্র ও রামানন্দ :		
প্রসঙ্গ 'প্রবাসী'	রঞ্জন কুমার মন্ডল	৮৬
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : রাজনৈতিক চিন্তা	অরুণাভ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৩
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : তাঁর উদারবাদী		
ভাবনার সূত্র - একটি পর্যালোচনা	তাপসী দে	৯৮
জাতীয়তাবাদী ও সমাজ সংস্কারক		
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	অনুপকুমার মন্ডল	১০৪
বৃন্তের বাইরে রামানন্দ :		
প্রাণ চিঠিপত্রের আলোকে	আবীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৮
রামানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ :		
পারম্পরিক সম্পর্ক	নাফিসা আরফা	১১৫

বাঁকুড়া ও রামানন্দ বীণাপাণি ঘোষ মহাপাত্র

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এমন একটি নাম যিনি তাঁর অঞ্চল, জেলা, রাজ্য, দেশ হাফিয়া পরিচয় লাভ করেছিলেন বিশ্বের বৃহৎ পরিধিতে। কিন্তু রামানন্দ একজন বিশেষ সাংবাদিক ও সম্পাদক হয়েও নিজের জন্মভূমির প্রতি প্রবল টান অনুভব করেছেন আমৃত্যু। বাঁকুড়া যেমন তাঁকে তার আপন বৈশিষ্ট্য দিয়ে মমতা দিয়ে গড়েছে, জেলার পরিচালিত করেছে আজীবন, তিনিও তেমনি বাঁকুড়াকে তাঁর ভালোবাসা, তাঁর নতন দিয়ে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন, কলুষমুক্ত, অভাবমুক্ত, লালিত্যযুক্ত, শ্রীযুক্ত করতে আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। আঘাত পেয়েছেন কখনো, তবু সরে যাননি। বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে গন্ধেশ্বরী নদীর তীরবর্তী পাঠকপাড়ায় রামানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ প্রধান এই পল্লিতে পাঠকপাড়ার জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদ পাঠক অষ্টাদশশতাব্দী পুরাণাদি পাঠ করার জন্য কলকাতার নিকটবর্তী চাণক থেকে নদীয়ার পদ্মার্চ-এর বংশজাত সর্বানন্দকে সভাপণ্ডিত করে নিয়ে আসেন। তাঁর পুত্র রামলোচন হলেন রামানন্দের পিতামহ। অধ্যাপক বংশ। রামলোচনও পিতৃবন্ধু কৃষ্ণপ্রসাদ পাঠকের চৌর বর্ধমান ব্রহ্মচর্য টোল থেকে বিদ্যা শিক্ষা করে টোলের পণ্ডিত হন। তাঁর দুই পুত্র গঙ্গানারায়ণ ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। বাঁকুড়ায় তাঁদের টোল বা চতুষ্পাঠীর বিশেষ সুনাম ছিল। এরূপ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বংশের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, আচরণ ও নিষ্ঠাবর্তী ধর্মপরায়ণা মায়ের সান্নিধ্য সত্ত্বেও বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের আচার্য কেদারনাথ কুলভি, বাঁকুড়া জেলা স্কুলের গণিতের যিনি শিক্ষক ছিলেন সেই মাস্টারমশাইয়ের প্রভাব রামানন্দকে অন্যভাবে ভাবতে শিখিয়েছিল। তিনি জাত-পাত বিভেদ, অস্পৃশ্যতা পৌত্তলিকতার অন্ধকারে প্রকৃত সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান করেছেন আজীবন। বাল্যকাল থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের মতোই নির্ভীক ছিলেন তিনি। হুজুর সহপাঠীর পিঠ চুলকে দিয়ে শান্তি ভোগ করলেও অস্পৃশ্যতাকে মেনে নেননি। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যার-তার বাড়িতে খেতেন। সকলের সঙ্গে মিশতেন, বড়োদের শাসন চোখ-রাঙানিকে ভয় পেতেন না।

বাঁকুড়ার সঙ্গে রামানন্দের ছিল নাড়ীর টান। এত বিখ্যাত বিখ্যাত মনীষীদের সান্নিধ্য লাভ করেছে জীবনে, এত বিচিত্র স্থানে ভ্রমণ করেছেন ও বাস করেছেন তবু বাঁকুড়ার মতো স্নেহের অভাব অনুভব করেছেন সর্বদাই। ১৮৯৫ সালের মে মাসের সংখ্যার 'দাসী' পত্রিকার ২৬৭-২৭১ পৃষ্ঠায় তাঁর জন্মভূমির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ চমৎকার ধরা

DR. CHANDAN BANGAL

মৌকিক

সমাজ

মৌক

রাজনীতি

LOUKIK SAMAJ LOK RAJNITI
Folk Society : Folk Politics
Edited by Eyasin Khan
Published by Education Forum, Kolkata 700009 West Bengal
ISBN 978-93-82600-23-7
₹ 350.00

© সম্পাদক

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৬

প্রচ্ছদ : কমলেশ নন্দ

এডুকেশন ফোরাম-এর পক্ষে ৭৩ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট (দ্বিতল), কলকাতা ৯ থেকে
আজিজুল হক -কর্তৃক প্রকাশিত।

বর্ণ সংস্থাপন : কবিতিকা, রাণামাটি মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর ৭২১১০২

মুদ্রক : এ পি প্রিন্টার্স ৮/১ গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন কলকাতা ৬৪

মূল্য : ৩৫০ টাকা

অমিয়ভূষণের গড়শ্রীখণ্ড উপন্যাসে লোকায়ত সমাজ সালেহা খাতুন	
লোকায়ত জীবনচর্যার দীপ্তিতে 'নীল ময়ূরের যৌবন' সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী	২৫১
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : লোক জীবন ও লোক রাজনীতির স্পষ্ট প্রতিবিম্ব লিপিকা পণ্ডা	২৬৬
সরোজকুমার রায়চৌধুরীর উপন্যাসে লোকসাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত মধুসূদন কামিল্যা	২৭৫
গাজন ও চড়ক উৎসব নারায়ণ সামাট	২৯২
সাঁওতালি কবিতার সোনালিরেখা বিপ্লব মার্জী	৩১৬
আদিবাসী সম্প্রদায় ও মারাংবুরু চন্দন বাঙ্গাল	৩২৬
তুসুগান : চিত্রকল্পের খোঁজে তুলসীদাস মাইতি	৩৩৫
ইঁদপূজা প্রদীপ কর	৩৪৩
শিয়াল-শকুনি পর্ব মাণিকলাল সিংহ	৩৫১
লেখক পরিচিতি	৩৫৫
	৩৬৬

আদিবাসী সম্প্রদায় ও মারাংবুরু

চন্দন বাঙ্গাল

বনচারী মানুষ, সভ্যতার আদিকাল থেকে বনকেই তাঁদের জীবনের উৎস এবং নিয়ন্ত্রক হিসেবে পূজো করে আসছেন। এর পিছনে নিহিত হয়ে আছে তাঁদের বিশ্বাস আর চাওয়া পাওয়ার সরল সমীকরণ। অরণ্যের মৌলিক উপাদানটির কাছে কখনো এককভাবে কখনো সম্মিলিত ভাবে প্রার্থনা করে গেছেন তাঁদের শূন্যতার পরিপূরণের। যা চেয়েছেন কখনো-সখনো তার হুবুহু প্রাপ্তি ঘটেছে। অনেক সময় আবার ব্যর্থ হতেও হয়েছে। এই প্রাপ্তি থেকেই বনচারী মানুষদের ভেতরে নির্মিত হয়েছে বিশ্বাস, গড়ে উঠেছে অনন্য অরণ্য নির্ভরশীলতা। তাঁরা কল্পনা করেছেন শক্তি— বহু রূপেন সংস্থিত। আর শক্তির উপর এলোপাথাড়ি বিশ্বাস থেকেই জন্ম নিয়েছেন নানান দেবদেবী।

আমরা যাঁদের আদিবাসী অভিধায় চিহ্নিত করে আসছি, তা আসলে ঔপনিবেশিক শাসন যন্ত্রের ফসল। ইংরেজরা আমাদের দেশে শুধু শাসন করেননি, তাঁদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সামনে উন্মুক্ত করেছিল পশ্চিমি দুনিয়া। এই দুনিয়া যেমন জ্ঞানের, তেমনি সংস্কারেরও। কিছু ভারতীয় যাঁরা ইংরেজদের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠছিলেন তাঁরা দীক্ষিত হলেন পশ্চিমি সংস্কারে। শিক্ষায় দীক্ষায় চালচলনে এঁরাই হয়ে উঠলেন সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়। আবহমান ভারতীয় সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণ্য অব্রাহ্মণ্যের তকমার বাইরেও স্পষ্টত দুটি শাখায় বিভাজিত হল— মার্জিত ও অমার্জিত সম্প্রদায়। মার্জিত সম্প্রদায়ের মানুষের অবজ্ঞা তাচ্ছিল্যে তাঁরা হয়ে উঠলেন সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। এই বিভাজন, এর আগেও ছিল, সেখানে বিভাজনের ভিত্তি ছিল ধর্ম এবং শ্রম। ঔপনিবেশিক কালপর্বে এর সঙ্গে যুক্ত হল রুচি, ঘৃণা। উভয় ক্ষেত্রেই প্রকট ছিল ক্ষমতা এবং শোষণ। আগে এঁরা ছিলেন সীমায়িত, ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের বাইরের সম্প্রদায়। এখন হয়ে উঠলেন সমাজের অন্তর্গত হয়েও একটি বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়। মার্জিত বা সভ্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে এঁদের হাঁটাচলা। তবুও অমার্জিত সম্প্রদায়ের জীবন যাপন সংস্কার প্রভৃতি এক হয়েও আলাদা। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, এসবের পিছনে রয়েছে এঁদের ঐতিহ্যপ্ৰীতি, পাশাপাশি এঁদের



আধুনিক বাংলা কবিতা
বৈচিত্র্যের সাত পাঁচ

চন্দন বাঙ্গাল

Adhunik Bangla Kobita: Boichitryer sat-panch
[Modern Bengali Poetry: Pros and Cons of it]
A Book on History of Modern Bengali Poetry By:
Chandan Bangal

Composed During: 2011-2013

Edition: First

Published on: August 2018

Cover Image: Siddhartha Das

Cover Design: Soumen Rakshit

Copyright @ Rik Maity

All rights Reserved

ISBN: 978-93-5311-845-7

Imprint: Yeeshop

Typesetting: Subantamoy Dakua

Printed From: M T Pvt. Ltd.

Price: Rs. 350.00

কথামুখ ৯

লেখকের কথা ১৩

আধুনিকতার ধারণা ১৭

আধুনিকতার জন্ম ২৯

বাংলাকবিতায় আধুনিকতার বৈচিত্র্য ৩৩



১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩-তম ডিসেম্বর ইংরেজি ভাষায় জনৈক বনকোঠী নামের পুস্তক প্রসঙ্গে চন্দন বাঙ্গালের জন্ম। বাঙালী-নেপালীভাষী বাঙ্গাল, যা আস্তুর বাঙ্গাল। চন্দন বনমনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকি স্নাতক, রথায়ত্নভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর। সংস্কৃতি বিষয়াদি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যয়নকালে বাংলা কবিতা বিষয়ে গবেষণার গঠন শেষ করেছেন তিনি।

স্বাক্ষর করে। শুরুর দশকের বাংলা কবিতার পরিচয়ই তাঁর নাম চন্দন বাঙ্গাল। কবিতা ছাড়াও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তিনি গভীর আগ্রহী। এই সৃষ্টি-বিষয়ে তাঁর একাধিক গুণিত কাজের প্রকাশনাও, কবিতা, সাহিত্যিক, মাসিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মধ্যে একইসাথে লোকসংস্কৃতি বিষয়কগুলি অর্চনাই বাংলায় বিদগ্ধ সমাজের সম্ভবত হয়েছে।

১৯. বাংলা কবিতা প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ সংখ্যা চারটি। কবিতার তাঁর সংস্কৃতিক প্রকাশিত হয়েছে নব্বয় দশকের একাদশপ্রকার। তাঁর চন্দন নামের প্রথমটির কবিতা সংকলন-“অন্তর্ভুক্ত চন্দন-ইন্দ্রী”। তাঁর পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে চন্দন বাঙ্গালের দুই বাঙ্গালীমার প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর কবিতা ও সাহিত্য বিষয়ক মননশীল মাসিক পত্র “সিদ্ধান্ত” (১৯৯৮-১৯৯৯)।

চন্দন বাঙ্গাল কবিতা: বৈচিত্র্যের সাত-পাঁচ চন্দন বাঙ্গালের
সংগ্রহ সংস্করণ।

Adhunik Bangla Kabita: Boichitreyer Sat Panch
A Collection of Historical Essays by
Chandan Bangal

Yeeshop
Rs. 350.00

ISBN: 978-93-5311-845-7

সাহিত্য, সংস্কৃতির ঐতিহ্য:
মন ও মনন

মন
ও
মনন

ড. চন্দন বাঙ্গাল

ভূমিকা: অধ্যাপক দীপক কুমার রায়

Sahityo, Sangskritir Oitihyo: Mon o Monon
A Collection of Essays
By Dr. Chandan Bangal

Edition: 1
Volume: 1

First Published on: December, 2018

Typesetting: Yeeshop
Cover Image: Sri Mahadeb
Cover Design: Rajdeep Puri

Published by: Yeeshop
Imprint: Yeeshop
Printed by: MTI Pvt. Ltd.

Copyright @ Neha Maity & Rick Maity
All rights reserved

ISBN: 978-81-939822-4-2

Price: 250.00 Only

DR. KAMALA DAS

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষা শৈলী

বৈচিত্র্য ও বিবর্তন

কমলা দাস

BINKIMCHANDER UPANYASER BHASASAILI : BOICHTRO O BIBARTAN,
The Language, Diversity and Evolution of Bakimchandra's Novels by Dr. Kamala
Das, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2
Ramanath Majumder Street, Kolkata-700009, November 2019, Rs. 250.00

© লেখক

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ
পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ২০১৯

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাসুলী

বর্ণ সংস্থাপন
প্রিন্টম্যান্স
ইছাপুর

মুদ্রক
স্টার লাইন
কলকাতা : ৭০০ ০০৬

ISBN 978-93-88988-35-3

মূল্য : দুশো পঞ্চাশ টাকা



OCR 2020-02-1...



কমলা দাসের জন্ম ১৯৬২ সালের ২১ শে মে শিল্পনগরী আসানসোলে। আসানসোল গার্লস কলেজ থেকে বাংলা অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করেন ও গোল্ড মেডেল পান। কর্মজীবন শুরু করেন কলকাতার দেশবন্ধু কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে। বর্তমানে রামানন্দ কলেজে (বিষ্ণুপুর) অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত। লেখার মাধ্যমে মনের মুক্তি, আত্মার শান্তি—একথা বিশ্বাস করেন লেখিকা। সাহিত্য বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ নানা গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : জন্ম শতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা', 'রবীন্দ্রনাথ : স্মৃতি ও সঙ্গ', 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের আকার প্রকার ও ভিন্নতা', 'মানবাধিকার : নানা প্রসঙ্গ', 'প্রসঙ্গ : বঙ্কিমচন্দ্র', 'বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া : ঐতিহ্যের ধারা' ইত্যাদি। বাঁকুড়া জেলার আঞ্চলিক ভাষায় লেখা একাধিক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে 'নাব্যবোত' পত্রিকায়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্কিমচন্দ্র তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্যচর্চা কেন্দ্রে আয়োজিত সেমিনারে বক্তা হিসাবে আহূত হন। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ স্টাডিস এর সদস্য তিনি। এছাড়া রামানন্দ কলেজ ও স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন। বর্তমানে গবেষণার্থী একাধিক লেখার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।



বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের
ভাষাশৈলী : বৈচিত্র্য ও বিবর্তন

ড. কমলা দাস



বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	
উপন্যাস শিল্প নির্মাণে ভাষার গুরুত্ব	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষা : অন্ত্যপর্ব (দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃগালিনী— ঐতিহাসিক ও রোমাঞ্চ রস প্রধান উপন্যাস)	২০
ক. সাধারণ আলোচনা	
খ. অনুপূঙ্ক ভাববিচার 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)	
গ. কপালকুণ্ডলা-সংস্করণভেদে পাঠভেদ বিচার	
তৃতীয় অধ্যায়	
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষা : মধ্যপর্ব ('বিষবৃক্ষ' থেকে 'রাজসিংহ' সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস)	৭৮
ক. সাধারণ আলোচনা	
খ. 'ইন্দিরা'—নারীর আত্মকথন হিসাবে ভাববিচার	
গ. 'রঞ্জনী'—বিভিন্ন চরিত্রের আত্মকথন হিসাবে ভাববিচার	
ঘ. 'রাজসিংহ'—প্রথম ও চতুর্থ সংস্করণের পাঠভেদ বিচার	
চতুর্থ অধ্যায়	
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষা : অন্ত্যপর্ব (আনন্দমঠ থেকে সীতারাম - তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস)	১২৬
ক. সাধারণ আলোচনা	
খ. 'সীতারাম'—অনুপূঙ্ক ভাববিচার	
গ. 'আনন্দমঠ'—সংস্করণভেদে পাঠভেদ বিচার	
পঞ্চম অধ্যায়	
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষা ও চিত্রকল্প	১১৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	
প্রাক - বঙ্কিমচন্দ্র যুগের উপন্যাসের ভাষার প্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার আধুনিকতা	২২২
সপ্তম অধ্যায়	
উপসংহার : বঙ্কিমচন্দ্র-পরবর্তী পর্যায়ের বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবাদর্শের গুরুত্ব	২৩২
গ্রন্থপঞ্জী	২৫০

প্রথম অধ্যায়

উপন্যাস শিল্প নির্মাণে ভাষার গুরুত্ব

উপন্যাস বাকশিল্প। শব্দ ও বাক্য সহযোগে ভাষাশিল্পীকে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় ও অনুভূতি পাঠকগোচর করতে হয়। অতএব ভাষা উপন্যাস শিল্পের প্রধানতম উপকরণ। উপন্যাস শিল্পের অভিব্যক্তির মাধ্যম হল ভাষা। কাজেই উপন্যাসে ভাষার গুরুত্ব কতখানি এ প্রশ্নটিই বোধহয় কিছুটা অবাস্তব। উপন্যাস ও তার ভাষার আলোচনা অবিচ্ছেদ্যই বলা যেতে পারে। ভাষা-মাধ্যম ছাড়া সাহিত্যশিল্পের নির্মাণ সম্ভব নয়। উপন্যাসের কাহিনী গঠনে ভাষার এই অপরিহার্যতার প্রাসঙ্গিক সূত্রেই উপন্যাস-আলোচনায় ভাষার আলোচনাও আবশ্যিক হয়ে পড়ে। উপন্যাসের অস্তিত্বের সঙ্গে ভাষার অঙ্গাদী সম্বন্ধ। এ কারণে ভাষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটির পৃথক আলোচনা প্রয়োজন।

অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস্' আলোচনা প্রসঙ্গে শিশির কুমার দাশ ভাষাকে শিল্পের বহিরঙ্গ উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন- "ট্র্যাজিডি'র তিনটি বহিরঙ্গ : ভাষা, সঙ্গীত ও দৃশ্য; তিনটি অন্তরঙ্গ : কাহিনী, চরিত্র ও অভিপ্রায়।"^১ এই মন্তব্য আপাতভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও ভাষার গুরুত্বের দিকটি বোধহয় এতে বোঝা যায় না। ভাষা কখনই সঙ্গীত ও দৃশ্যের মতো বহিরঙ্গ নয়। সাধারণভাবে বিষয় (content) এবং রীতিকে (form) যথাক্রমে শিল্পের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উপাদান বলা হয়। কিন্তু ভাষা কখনই উপন্যাসের ভাবপ্রকাশের যান্ত্রিক বাহন নয়। বিষয়ের সঙ্গে ভাষা অঙ্গাদী সম্পর্কে যুক্ত। বিষয়ের পরিবর্তনে ভাষারও পরিবর্তন হয়। বিষয় নিরপেক্ষ ভাষা সং সাহিত্যের জন্ম দিতে পারে না। এক জন বিদ্বন্ধ সমালোচকের মতে-

"...উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও ভাষার মধ্যে পার্থক্য অকল্পনীয়। যোগাযোগ উপন্যাসের ভাষা আর কুমুর ব্যক্তিত্বের তথা তার অভিজ্ঞতার ভাষার মধ্যে সাধারণ পাঠক কোনো ভেদ কল্পনা করতে পারবেন না।...উপন্যাসের ভাষা উপন্যাস নিরপেক্ষ কোনো ব্যাপার নয়, ছাপা ও বাঁধাইয়ের মতো পৃথক উচ্চারণে উপন্যাসের ভাষার প্রতি সমালোচকের কর্তব্য শেষ হয় না।"^২

ভাব ও ভাষাকে একসূত্রে বাঁধার প্রচেষ্টা তাই মহৎ শিল্পে লক্ষ্যগোচর হয়। ভাষাকে সর্বদা বিষয়-সাপেক্ষ হতে হয় - নচেৎ ভাবের অপমৃত্যু ঘটে।

উপন্যাসের নিমিত্তিতে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। সৃষ্টিকে শিল্পোত্তীর্ণ করে তোলার জন্য চাই উপযুক্ত ভাষার তাৎপর্যপূর্ণ সহযোগ ও ভাবানুযায়ী ভাষার সহাবস্থান।

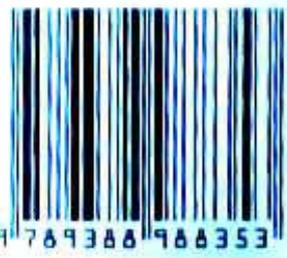
"উপন্যাসিকের জীবনবিষয়ক যত কিছু বক্তব্য- সামাজিক, পারিবারিক বা রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে একান্ত বস্তুগত রূপ, কিংবা জীবনের তীব্র দ্বন্দ্বময় নাট্যস্বরূপ অথবা তার নিহিত সূক্ষ্ম গভীর কাব্যময় সৌন্দর্য, সব কিছুই সার্থক প্রকাশ নির্ভর করে প্রাণবন্ত ভাষাবিন্যাসের উপর।"^৩

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষা শৈলী

বৈচিত্র্য ও বিবর্তন

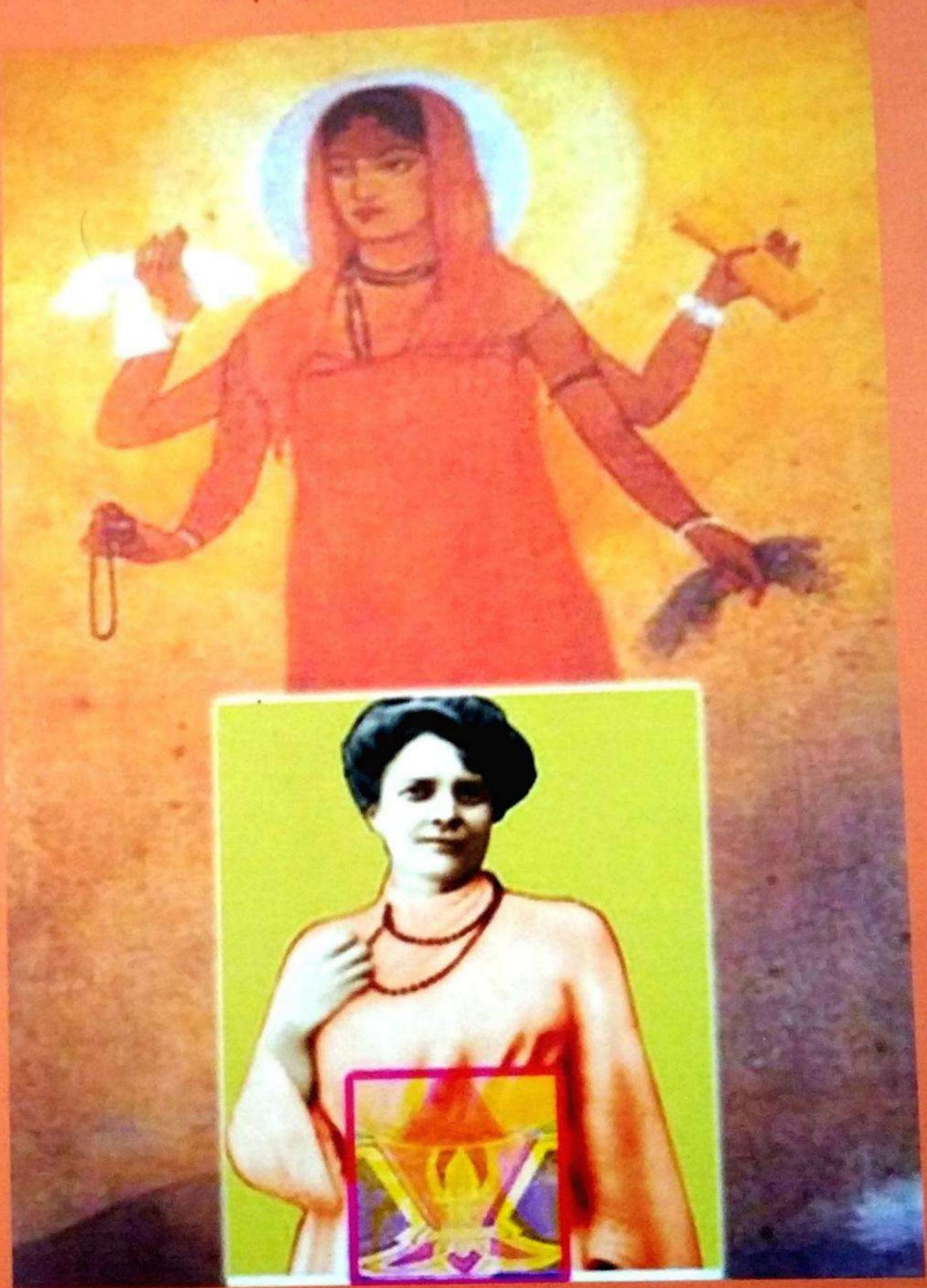


বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ



MR. TAMAL KUMAR BANERJEE

ভারত-প্রতিমা
ভগিনী নিবেদিতা



সম্পাদনা
অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচনাকথা-২

স্বামী শিবপ্রদানন্দজী একটি গানে লিখেছেন—“আত্মত্যাগের রক্তে লেখা ভালোবাসার এক নাম নিবেদিতা”। নিবেদিতার জন্ম-সার্থশতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে। তবু তাঁকে সামনে রেখে অনুধ্যান, এগিয়ে চলার আকাঙ্ক্ষা চিন্তায় মননে। সেই মহান আদর্শের বিভিন্ন দিককে এই সংকলন গ্রন্থে বিভিন্ন প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছেন। ত্যাগী সন্ন্যাসীবৃন্দ ধ্যান চিন্তনের সাহায্যে নিবেদিত-ভাবের বিবিধ বিষয় আলোচনা করেছেন। তাঁদের নতজানু প্রণাম নিবেদন করি। বেশ কয়েকজন অধ্যাপক গবেষকও তাঁদের গবেষণামূলক চিন্তাকে এই গ্রন্থের মধ্যে তুলে ধরেছেন। যা ভারত-প্রতিমা নিবেদিতার বিশিষ্ট দিকগুলিকে নতুনভাবে উন্মোচিত করতে সাহায্য করেছে। তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। নিবেদিতা অধ্যাপক শক্তিপ্রসাদ মিশ্র তাঁর মননশীল চিন্তার সাহায্যে সর্বদাই আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁকে প্রণাম জানাই। আমার আরেক শিক্ষক শ্রীস্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় পরোক্ষ প্রেরণা সঞ্চার করেছেন। ওই দুজনকেই আমার বিনম্র প্রণাম জানাই।

স্বামী শিবপ্রদানন্দজীর প্রেরণা, উৎসাহ ও আশীর্বাদ এই সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে পরম পাওয়া। আমার প্রিয় শিক্ষক শিবপ্রদানন্দজীকে নতজানু প্রণাম নিবেদন করি। শ্রীমতী অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রফ দেখার কাজে সাহায্য করেছেন। তাঁকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। আমার পিতা শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহ আশীর্বাদও এই বইটিকে নির্মাণ করতে সাহায্য করেছে। শ্রীমতী সুমনা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি লেখা প্রতিলিপি করে দিয়েছেন। তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। খ্যাতিমান শিল্পী শ্রীমহাদেব তাঁর ভাবনা দিয়ে এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ তৈরি করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। প্রকাশক কবি দয়াময় বন্দ্যোপাধ্যায় আন্তরিকভাবে এই গ্রন্থকে সামগ্রিক প্রকাশের ক্ষেত্রে যেভাবে সাহায্য করেছেন, তা দুর্লভ। ‘সাঁঝবাতি’-র সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। বইটি পড়ে যদি পাঠক খুশি হন তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। পরিশেষে বলি, যে ত্রয়ীর আদর্শকে সামনে রেখে নিবেদিতা এগিয়ে গিয়েছিলেন, ভারতকে আপন করে ভালোবেসেছিলেন সেই পূণ্যত্রয়ীর চরণে প্রণাম জানাই।

জুন, ২০১৯

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

- ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষাভাবনার কয়েকটি দিক/স্বামী সুপর্ণানন্দ ১৩
- ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চায় নিবেদিতার অবদান/স্বামী শিবপ্রদানন্দ ২২
- নিবেদিতা : 'গুরুরূপিনী'/স্বামী একচিন্তানন্দ ২৯
- কার্জনকে নিবেদিতার উচিত শিক্ষা/শক্তিপ্রসাদ মিশ্র ৩৫
- নিবেদিতার স্বদেশভাবনা/সন্দীপন সেন ৪০
- দুই নিবেদিতা/অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬
- নিবেদিতা : বলিষ্ঠ, জাগ্রত ভারতের সঙ্কানে/ডঃ নরেন্দ্ররঞ্জন মালস ৫২
- নিবেদিতা : ভারতবর্ষের 'পবিত্র' রাজনীতি-চিন্তক/অর্পণ ভট্টাচার্য ৫৭
- সাহিত্য ও শিল্প সমালোচক নিবেদিতা/শঙ্খা অধিকারী ৬১
- ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষাভাবনা/সুব্রত আচার্য ৬৫
- নিবেদিতার চোখে বিবেকানন্দের মাতৃশক্তি ভাবনা/অলকানন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭
- নিবেদিতা : অনন্তের শাস্তী যাত্রী/তমাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯
- নিবেদিতা : জীবনপঞ্জি ৭৫

নিবেদিতা : অনন্তের শাস্বতী যাত্রী

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতের পুরাণকথায় আত্মত্যাগী দধীচির কথা কম-বেশি আমরা সকলেই জানি। দৈত্য-বৃত্রাসুর দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে স্বর্গরাজ্য ছিনিয়ে নেয়। এই অসুরকে বধ করার জন্য দধীচি তাঁর প্রাণের বিনিময়েও চেয়েছিলেন দেবতারা যাতে ফিরে পায় তাঁদের স্বর্গরাজ্য। সাধক মুনি দধীচির আত্মত্যাগের বিনিময়ে তৈরি হয় বজ্র। সেই মহাবজ্রের সাহায্যেই নিহত হয় অত্যাচারী বৃত্রাসুর। নিবেদিতা যখন ভারতবর্ষে এলেন তখন ভারতবর্ষ পরাধীন। বিদেশী শাসকের হৃদয়হীন শাসনে বিপর্যস্ত। তার সঙ্গে অপুষ্টি, দারিদ্র্য, মহামারী বৃত্রাসুরের মতোই প্রাচীন ভারতকে স্বর্গীয় সমৃদ্ধি থেকে বিচ্যুত করেছে। নিবেদিতার আগমন তখন ভারতবর্ষের মাটিতে কতটা প্রয়োজন ছিল তা সমকালীন সমস্যার দিকে তাকালেই বোঝা যায়, আর নিবেদিতা নিজেকেই নৈবেদ্য করে ভারতমাতার চরণে আত্মোৎসর্গ করলেন।

ইউরোপে থাকার সময়েই স্বামী বিবেকানন্দের কাছে শুনেছিলেন ‘সংগ্রামই জীবন। জীবনের অভ্রান্ত লক্ষ্য আত্মবিকাশ, আত্মপ্রসার।’ ভারতবর্ষে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গিয়েছিল সেই সংগ্রাম; সাধনা। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের পরিবেশ ইউরোপের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দ্বিতীয়তঃ, একজন সাদা চামড়ার ইংরেজি শিক্ষিতা নারীকে ভারতবর্ষীয় সমাজ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না একেবারেই। তা সত্ত্বেও নিবেদিতা এগিয়ে গেলেন ভারতবর্ষের মানুষের কাছে। বাগবাজারের ১৭নং বোসপাড়া লেনের বাড়ি থেকেই শুরু হয় আত্মোৎসর্গের মহাসাধনা। কলকাতায় পা রাখবার কয়েকমাসের মধ্যেই নিবেদিতা লক্ষ করেন ভয়াবহ প্লেগকে, মানুষ তখন আতঙ্কে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। আর এক বিদেশিনী গুরুর নির্দেশে ভারতবর্ষকে ভালোবেসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মানুষের সেবায়। যুবসমাজকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার রাস্তায়, গলিতে আবর্জনা পরিষ্কার করতে লাগলেন নিজের স্বাস্থ্য, এবং স্বাচ্ছন্দ্যের কথা না ভেবে তিনি যেভাবে আর্ত মানুষের সেবায় নিজেকে নিবেদন করেছিলেন তা আমাদের আজও হতবাক করে।

“বস্তুতঃ তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। এ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন Our People তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারো কণ্ঠে তেমনি তো লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই তাহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয়ত সময় দিই, অর্থ দিই, এমনকী জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই- তাহাতে তেমন অত্যন্ত সত্য নিকট করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।”

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



SANJHBATI PRAKASHAN
Moshiara, Bankura 722121
West Bengal, India
sanjhatiprakashan@gmail.com

ISBN 9788194175872



9 788194 175872

₹ 120

DR. RABECA GHANTA

DARK SEPTATE ENDOPHYTIC FUNGI- A UNIQUE ROOT ENDOSYMBIONT

Sikha Dutta, Avishek Sarkar and Rebeca Ghanta

Dept. of Botany, UGC- CAS, The Univ. of Burdwan,
Burdwan -713104, W.B.

E-mail: sikha.bu.academia@gmail.com | sikha_bu_bot@yahoo.com

ABSTRACT

In addition to arbuscular mycorrhizal fungi (AM), a different type of root colonizing fungi, called dark septate endophytic fungi (DSE / DSF) have also been reported within the roots of different vascular plants (Cooper, 1976; Berch and Kendrick, 1982; Jumpponen and Trappe, 1998). Jumpponen (2001) has defined the DSE as conidial or sterile fungi that colonize the living plant roots without causing any apparent harmful effects on the host roots. Dark septate endophytic fungi are a heterogeneous group of conidial or sterile fungi mostly belonging to Ascomycetes and are characterized by darkly-pigmented and septate hyphae. Most of the DSE fungi produce intracellular multi-celled melanized structures called microsclerotia. In contrast to the sufficient knowledge about the AM fungi, very little is known about the DSE fungi. Despite their ubiquity in terrestrial ecosystems, the role of DSE in plant nutrient acquisition and plant community assemblage is mostly unknown. DSE are found worldwide and they often coexist with different mycorrhizal fungi (Muthukumar and Muburaja, 2016).

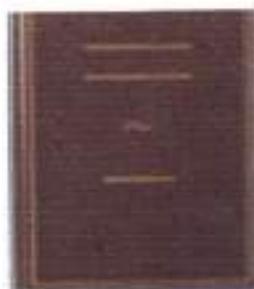
Some strains of DSE may be involved in host plant nutrient acquisition and it has been proposed by Jumpponen and Trappe (1998) that there may be a mutualistic mycorrhiza-like relationship which is not host specific. DSE are commonly associated with the roots of herbaceous and woody plants of different ecological habitats.

They have many positive effects on host plant's growth, development, resistance and stress tolerance, they can improve crop yield due to


[Sign in](#)
Books
[Add to my library](#)
[Write review](#)

[GET PRINT BOOK](#)

No eBook available

[Rediff Books](#)
[Flipkart](#)
[Infibeam](#)
[Find in a library](#)
[All sellers >](#)


Today and Tomorrow's Printers and Publishers, 2018 - 604 pages

☆☆☆☆

0 Reviews

Contributed articles presented at the National Conference on "Plant Systematics and Biotechnology: Challenges and Opportunities" held

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.


[Shop for Books on Google Play](#)

Browse the world's largest eBookstore and start reading today on the web, tablet, phone, or e-reader.

[Go to Google Play Now >](#)
[My library](#)
[My History](#)
[Books on Google Play](#)

Bibliographic information

Title	Plant Systematics and Biotechnology: Challenges and Opportunities
Editors	H. K. Chourasia (Associate professor of botany), Dhananjay Pd. Mishra
Publisher	Today and Tomorrow's Printers and Publishers, 2018
ISBN	8170196086, 9788170196082
Length	604 pages



Export Citation	BIBTeX	EndNote
-----------------	------------------------	-------------------------

Plant Systematics & Biotechnology : Challenges & Opportunities



**Plant Systematics & Biotechnology :
Challenges & Opportunities**

Editors
H. K. Chourasia
D. P. Mishra



Editors
H. K. Chourasia
D. P. Mishra



DR. SAUBASHYA SUR

BOOK OF ABSTRACTS

International Research Conference on Recent Trends in Life Sciences

28- 29 November 2019

Hosted and Organised by
Department of Botany
Sidho Kanho Birsha University (SKBU)
Purulia, West Bengal



In Association with:
**International Academy of
Science and Research (IASR)**
Kolkata



Venue: Sidho Kanho Birsha University (SKBU)
Purulia, West Bengal

BOOK OF ABSTRACTS

**International Research
Conference on Recent Trends
in Life Sciences**

Venue: Sidho Kanho Birsha University (SKBU)
Purulia, West Bengal

28-29 November 2019

ISBN: 978-81-943155-0-6

Hosted by:

Department of Botany, Sidho Kanho Birsha University (SKBU)
Purulia, West Bengal, India

In Association with:

International Academy of Science and Research, Kolkata
West Bengal, India

First Edition: November 2019

Copyright: International Academy of Science and Research, Kolkata

ISBN: 978-81-943155-0-6

Price: INR 100

DISCLAIMER

The authors are solely responsible for the contents of the abstracts and papers compiled in this book. The publisher or editors do not take any responsibility for the same in any manner. Errors, if any, are purely unintentional and readers are requested to communicate such errors to the editors or publisher to avoid discrepancies in future.

Published By:

International Academy of Science and Research
42, Station Road, Kolkata, West Bengal

Composed and setting by:

Binary Banyan
Uttarayan, Sodepur, Kolkata- 700110

Computational Characterization of a TLR6 SNP (rs5743810) Protecting Elderly Individuals Against Coronary Artery Disease

Saubashya Sur^{1,2}, Lutz Hamann² and Ralf R Schumann²

¹*PG Department of Botany, Ramananda College, Bishnupur, West Bengal*

²*Institute for Microbiology and Hygiene, Charité University Medical Center, Berlin, Germany*

Abstract: Age-related disease like atherosclerosis is elicited by the pro-inflammatory status in elderly individuals. It is an inflammatory disease predisposed by life-style and genetic host factors, and stimulated by oxLDL or microbial ligands. A number of single nucleotide polymorphisms (SNPs) of the TLR system have been linked to atherosclerosis. We analysed the association of the TLR6 SNP (rs5743810) Pro249Ser with atherogenesis. Computational analysis of the leucine rich region (LRR) of TLR6 housing the SNP revealed variation in free energy, flexibility, surface topography, clefts, cavities, nests, functional pockets between the wild type and mutant variants. Conformational changes in the mutant variant were buttressed by flexibility studies. The LRR region of the TLR6 structure and functionality were influenced by mutation. However, MutPred and FoldX results pointed out that the mutant variant was not deleterious, didn't lead to loss of helix or affect chaperone binding. The computational results were reinforced by clinical and statistical analysis, that the less functional Ser genotype had a significantly higher degree of presence in healthy elderly groups. This outcome indicated that genotyping of patients at risk for coronary artery disease may improve the risk stratification and potentially enhanced prophylactic treatment in high-risk populations. It also specified that this SNP could be a novel genetic marker for wellness during aging.

Keywords: Coronary artery disease, TLR6, SNPs, Innate immunity

DR. SHYAMAL KANTI MALLICK

INTRODUCTION

Forest is defined as a natural plant community with predominance of phanerophytes. Of all the ecosystems, the forest is the most complex and self pertaining, having the greatest diversity in gene pool in terms of flora and fauna. Human civilisation has its genesis amidst the forest and it is the forest which has nurtured and nourished the human beings from time to time. In providing food, fodder, fibre, fire wood and many other essential commodities, the forest plays an important role in shaping our economy. Hence, forest is considered as the cradle for the entire civilisation. A clear relationship between climate, soil, man and forest was explained by Murthy (1978). According to him, existing forest cover of a region is the net resultant of interaction between climate, soil and man.

The emerging critical role that forest plays for the health and stability of the Earth's environment is being increasingly realised by world community. There have been global debates on the ecological, biotic, economic and socio-cultural role of forest ecosystem. The ecological significance of forest lies in maintaining a stable and predicatable climate (Bray, 1971; Murthy, 1978; Grainger, 1980). The climate changes over a particular zone and time is believed to be due to forest transformation and alteration (Amundson and Wright, 1979). The forest and global climatic interdependence is severally evidenced from Warren (1941, 1942 and 1974 a, b); Howard (1964); Gausson, *et al* (1972); Baumgartner (1977); Kin-Che (1978); Olembo (1978) and Meher-Homji (1980, 1988, 1991, 1994); Over-Peck *et al* (1990); Cohen and Pastor (1991) and Liverman and O'Brien (1991). Richards (1977)

and Brown (1993) have well reported the importance of forest ecosystem in connection with global environmental impact.

Long term climatic changes due to tropical forest denudation have been reported by Grainger (1980) with adequate examples from India. As per the analysis of Meher-Homji (1968), deforestation is responsible for the diminishing trend of rainfall and annual number of rainy days in Indian subcontinent. Mishra and Dash (1984) from their observations on desertification around Hirkud Dam Reservoir of Orissa had co-related decrease in rainfall, number of rainy days and morning relative humidity with the loss of forest cover.

Forest habitat supports a wide array of plants, animals and microorganisms and provides the richest genetic diversity (Raven, 1988; Myers, 1990). Forest of a region is valued for air, water and soil and forest floor acts as a catchment for soil and water conservation (Strahler, 1975). Biomass based economy has been an age old mode of dependence on forest for food, fodder, fibre, fuel, timber, oil seeds, drugs, medicines and other essential commodities. Thus, to a great extent, forests help to shape rural economy.

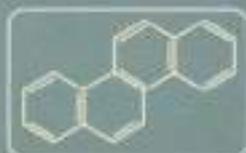
In spite of such ecological, biotic and economic significance, forests are being degraded and destroyed at an alarming rate. Extreme demographic pressure, accelerated industrial development, extensive mining activity, over-spreading urban sprawls, forest conversion to alternative land uses and other anthropogenic impacts guarantee that a considerable portion of earth's land does not bear a natural vegetation. As per a report more than half of the surface of the planet has been significantly altered by human activities (Hannah and Bowels, 1995).

To meet the demands and expectations of people, forests are exploited at the cost of their health. With the unlimited hopes and aspirations of individuals, the land and forest are finite. Thus, unabated forest exploitation is leading to a change in Earth's bio-physico-chemical system, destruction and alteration of habitat, disruption of ecosystem process causing extinction of plant and animal species and narrowing of gene pool (Harvey and Pimentel, 1996). Wilson (1992) reported that five mass extinction have occurred due to natural calamities in the past and the sixth major extinction which is happening to-day is man made. The present day global environmental crisis has been a challenge before the "World Commission of Forest and Sustainable Development". Considering the above fact the year, 1985 was declared as the "International Year of Forest", (FAO). Rio Earth Summit, 1992 held at Brazil addressed the world community on this critical issue. An Allied Commission was formed in Geneva where a non-government groups of citizens from forested countries of different parts of the globe shared their concern on the problems and prospects of sustainable management of forests in the global level (Woodwell, 1997).

On global basis, forests occupy a geographical area of about 4000 million hectares. Around 70% of the total global forest is in the tropics and it has been reported that potential natural vegetation in the tropics is mainly forest (Fosberg, 1961). Due to highest biodiversity (Myers, 1988), tropical forest contributes around 80% of world's total requirements of forest resources (Ambasht, 1988). In recent years tropical forests have received unprecedented ecological attention because these forests are facing degradation very fast (Jain, 1991; Schulze and Moony, 1993; Laurance *et al* 1997). As per the estimation of Sharma (1996), the annual reduction of tropical forest is 11.5 million hectares. If this trend continues, 5 to 10% of tropical species may face extinction in the next 30 years (Sharma, 1996). Each year

DR. AJAY KUMAR MANNA

ORGANIC MOLECULAR SPECTROSCOPY



Ajay Kumar Manna

ABOUT THE BOOK

Today molecular spectroscopies have become the prime tools for determination of molecular structures, analysis of drugs, cell biology, etc. Both quantitative and qualitative analyses of the samples are possible with spectroscopic studies in its different modes of operations.

This knowledge-based volume is specially designed for the students studying B. Sc. (Hons.) and M. Sc. in Chemistry/Chemical Sciences. It is written as per the syllabi of Indian Universities. Moreover, the book will be helpful to the students studying Biochemistry and Pharmacy at the college and university levels.

The book contains nine chapters— **Chapter-1:** Interaction of Radiation with Matters & Absorption Spectrum, **Chapter-2:** Ultraviolet and Visible (UV-VIS) Spectroscopy, **Chapter-3:** Infrared (IR) Spectroscopy, **Chapter-4:** Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy, **Chapter-5:** ^{13}C -NMR Spectroscopy, **Chapter-6:** Two Dimensional (2D) NMR-Spectroscopy, **Chapter-7:** Electron Spin Resonance (ESR) Spectroscopy, **Chapter-8:** Mass Spectrometry and **Chapter-9:** Joint Applications of Spectroscopic Methods for Elucidation of Molecular Structures. To the end of each chapter problems and solutions have been added to develop the skills of the students to solve the problems of University Examinations at the levels of B. Sc., M. Sc., as well as the competitive Examinations like— JAM, GATE & CSIR.

ABOUT THE AUTHOR

Dr Ajay Kumar Mann, Associate Professor in the Department of Chemistry, Ramananda College, Bishnupur, Bankura, West Bengal, obtained his B. Sc. (Chemistry Hons.) degree from Vidyasagar University and M. Sc. degree from Indian Institute Technology, Kharagpur. He also obtained M. Tech. and PhD degrees from IIT, KGP. He has published several research papers in National and International Journals of high reputation. He has also participated in various national and international Conferences and Symposia in India. He has authored a book 'Text Book of Organic Chemistry'.

Dr Mann has been teaching Chemistry at Ramananda College (formerly under The University of Burdwan now under Bankura University), for over sixteen years. He is also a Guest Teacher in the Post Graduate Department of Chemistry, Midnapore College (Autonomous), Midnapore, W. B.

ISBN 978-93-86296-92-2

Since



1960

BOOKS AND ALLIED (P) Ltd.

No. 1-E(1) 'SHUSHAM PLAZA' (1st Floor)

83/1, Beliaghata Main Road, Kolkata 700010

Tel : (033)6535-3844, (033)6548-5530

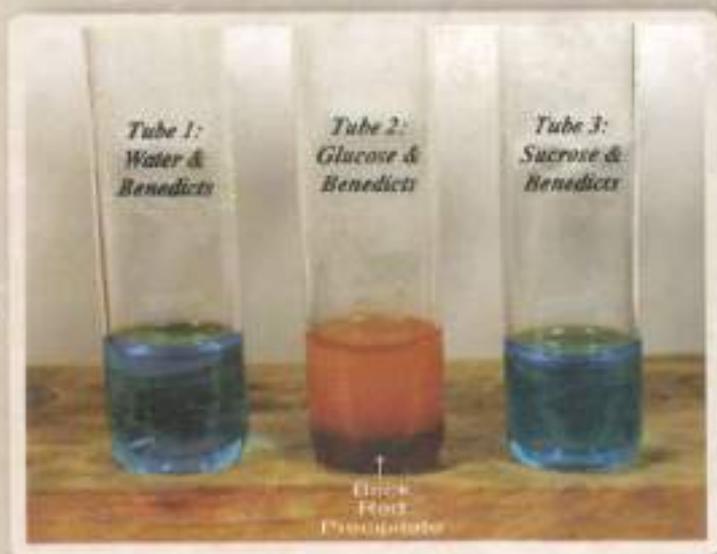
e-mail : booksandallied1960@gmail.com, booksrktng@gmail.com



9 789384 294922

PRACTICAL ORGANIC CHEMISTRY

A. K. Manna



Practical Organic Chemistry is especially designed for the students of B.Sc. (Hons./Major) in Chemistry/Chemical Sciences. It is written as per the CBCS syllabus newly implemented in Indian Universities. Moreover, the book will also be helpful to the students of Biochemistry and Pharmacy at the college and university levels.

Laboratory work is an essential part of courses in chemistry in higher education. The development of science of chemistry is the result of an interaction between experiment and theory. This interaction is reflected in the programme subject chemistry, in which the planning and implementation of experiments play a key role. It enhances the skills of students as they are the future chemists of research centres as well as production industries.

The essential features of this practical book are— (1) in each chapter, Chemical Reactions involving the Tests performed in the laboratory are described; (2) at the end of each chapter, Sample Viva-Voice Questions have been added to improve the thinking power of the students.

CONTENTS : **Chapter-1:** Determination of Physical Constants of Organic Compounds, **Chapter-2:** Methods of Separation and Purification of Organic compounds, **Chapter-3:** Identification of Pure Organic Compounds, **Chapter-4:** Methods of Preparation of Organic Compounds, **Chapter-5:** Qualitative Analysis of Single Solid Organic Compounds, **Chapter-6:** Organic Quantitative Analysis, **Chapter-7:** Chromatographic Separation of Organic Compounds, **Chapter-8:** Analysis of Infrared Spectra (IR) of Organic Compounds, **Chapter-9:** Analysis of ^1H -Nuclear Magnetic Resonance ($^1\text{H-NMR}$) Spectra of Organic Compounds, **Chapter-10:** Green Chemistry.

Dr. Ajay Kumar Manna, Associate Professor in the Department of Chemistry, Ramananda College, Bishnupur, Bankura, West Bengal, obtained his B.Sc. (Chemistry Hons.) degree from Vidyasagar University and M.Sc. degree from Indian Institute Technology, Kharagpur. He also obtained M.Tech. and Ph.D. degrees from IIT, KGP.

He has published several research papers in National and International Journals of high reputation. He has also participated in various National and International Conferences and Symposia in India. He has authored two books: '*Text Book of Organic Chemistry*' and '*Organic Molecular Spectroscopy*'.

Dr. Manna has been teaching Chemistry at Ramananda College (formerly under The University of Burdwan now under Bankura University), for over eighteen years. He is also a Guest Teacher in the Post Graduate Department of Chemistry, Midnapore College (Autonomous), Midnapore, W. Bengal.

Since



1960

BOOKS AND ALLIED (P) Ltd.

No. 1-E(1) 'SHUBHAM PLAZA' (1st Floor)

83/1, Beliaghata Main Road, Kolkata 700010

Tel : 8961053844, 8274085530

e-mail : booksandallied1960@gmail.com, booksmktng@gmail.com



9 789384 294120

DR. APU MANNA

FINANCIAL INCLUSION AND INCLUSIVE GROWTH



Editors

Samir Ghosh • Tarak Nath Sahu

**DEPARTMENT OF COMMERCE WITH
FARM MANAGEMENT**

VIDYASAGAR UNIVERSITY

Financial Inclusion and Women Empowerment : Indian Scenario with Special Reference to West Bengal Asim Kumar Roy	134-142
Financial Inclusion and Women Empowerment : Case Study on Some Government Projects in India Samir Ghosh, Jaba Rani Patta	143-157
Women Entrepreneurship in India Debasish Biswas, Subhajit Pahari	158-169
A Case Study on Effectiveness of Self-Help Groups (SHGs) on Women Financial Empowerment in Context of Daspur Block of Paschim Medinipur District Apu Manna, Krishna Dayal Pandey	170-184
Issues and Challenges of Women Entrepreneurship with Special Reference to North 24 Parganas District in West Bengal Rajat Ghosh	185-198
Women Empowerment—Microfinance through SHGs : A Study in Purba Medinipur District Amit Pusti, Arup Kumar Sarkar	199-213
Confluence of Women Empowerment in Financial Inclusion Tamal Chatterjee	214-219
Stretching the Arms for Financial Inclusion : A Comparative Study of Axis and Yes Bank Srabani Dey	220-228
Financial Inclusion and Role of Regional Rural Banks : Case Study on Bangiya Gamin Vikas Bank Samir Ghosh, Sangita Ghosh, Nirmal Chakraborty	229-236
Microfinance as a Tool of Empowerment of Women over Generations Sneha Pandey, Sharmistha Banerjee	237-246
Role of Digital Banking in India's Financial Inclusion : An Empirical Study Mithun Nandy, Brajaballav Pal	247-263

A Case Study on Effectiveness of Self-Help Groups (SHGs) on Women Financial Empowerment in Context of Daspur Block of Paschim Medinipur District

APU MANNA*

KRISHNA DAYAL PANDEY**

Abstract

The concepts like financial inclusion and financial empowerment have become a catchphrase now and have no doubt attracted high global attention. Financial inclusion mostly in a simple way refers to the process of ensuring access to timely, adequate credit and financial services especially to the vulnerable groups such as weaker sections and low income groups at an affordable cost. Self help groups (SHGs), micro credit, micro insurance etc are really becoming few important tools and facets of financial inclusion for any country and especially for India. SHGs are highly considered and believed to be an important tool for women financial empowerment through financial inclusion. However, SHGs are not only bringing financial stability and growth but also facilitating and empowering women in many other dimensions of their social life. Self Help Groups (SHGs) works with the objective organising the rural poor through social mobilization, providing training and capacity building and provision of income generating assets. The SHGs have given a new lease of life to the women in their villages for their socio-economic empowerment which leads to sustainable development. The SHGs approach will also help them to interact in group meetings and collective decision making and enable them in identification and prioritization of their needs and resources. So, it is an important tool for women financial empowerment.

This study is carried out with the objective of examining the effectiveness of SHGs in women financial empowerment taking Daspur block of Paschim Medinipur as the geographical region of study. The study found that, the numbers of SHGs (present number of SHGs 1198) are gradually increases over the year but all SHGs are not equally effective, so far as women financial inclusion taken into consideration. Some groups of them are already stopped in their starting phase (28 SHGs). Reasons behind such conditions are

* Research Scholar, Dept. of Commerce with Farm Management, Vidyasagar University

** Research Scholar, Department of Business Administration, Vidyasagar University

FINANCIAL INCLUSION IN THE PURSUIT OF POVERTY REDUCTION AND GROWTH



Edited By
Jayanta Kumar Nandi
Tarak Nath Sahu



Department of Commerce
Ghatal Rabindra Satabarsiki Mahavidyalaya

Contents

- Financial Inclusion : Taking Banking Services to the Common Man** 13-21
Jaydeb Sarkhel
- Financial Constraints in the Development of SMEs in Kingdom of Saudi Arabia—
An Empirical Evaluation** 22-36
Nawab Ali Khan
Suhalia Parveen
- Social Exclusion : An Antithesis to Social Inclusion in the Perspective of Social Security Measures in Indian Economy** 37-46
Amit Roy
- National Urban Livelihoods Mission (NULM) : A Critical Review with Respect to West Bengal** 47-66
Soumita Mukherjee
- Recent Social Security Initiatives in India : A Look In** 67-82
Samyabrata Das
Asim Kumar Roy
- Initiatives of the Government in Inclusive Growth Programmes** 83-99
Ashimava Praharaj
- Financial Inclusion And Business Correspondent Model In India : An Overview** 100-113
Krishna Dayal Pandey
Apu Manna
- Self Help Group—A New Look Poverty Alleviation Programme** 114-132
Abdul Motin

Financial Inclusion and Business Correspondent Model In India : An Overviews

KRISHNA DAYAL PANDEY*
APU MANNA**

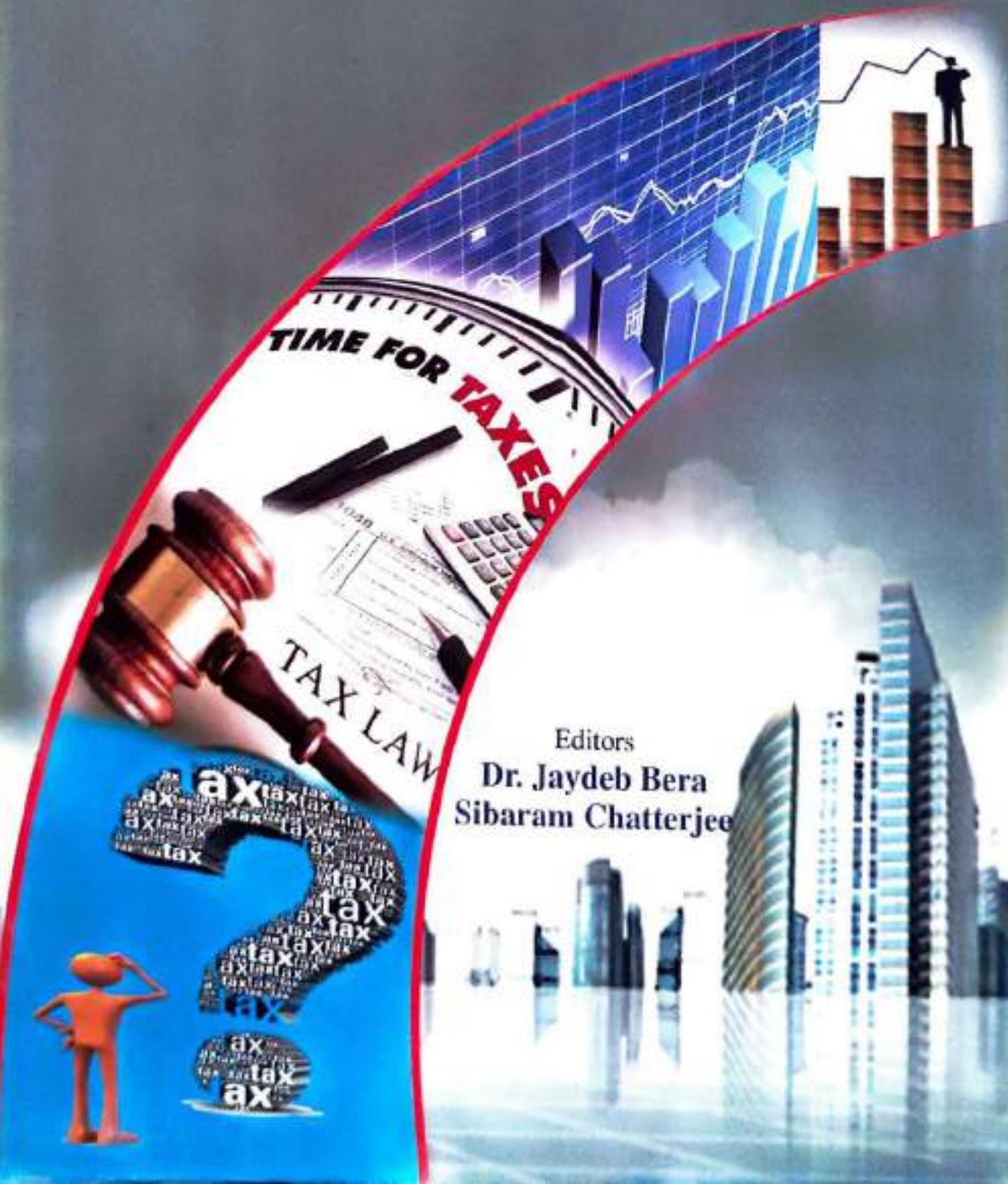
Abstract

There is no denying of the fact that our government (Central/State) of past and present times, Reserve Bank of India (RBI) and thereby all commercial and regional rural banks have made great efforts (for example, Swabhimaan - the financial inclusion campaign in 2011, opening up of no frill accounts, and most recently financial inclusion through Prime Minister Jan-DhanYojana etc.) towards attaining highest possible level of financial inclusion recognising the need of this for inclusive financial growth of the nation. Now, a sizeable section of the economy especially the educationally and socially weaker and low income groups are still seen not to be well included and remains outside the ambit of this system. However, such efforts have not been ended up and continuously been made to have cent percent financial inclusion in future. A number of mechanisms have been continuously introduced and adopted like use of Information and Communication Technology (ICT) resulting into facilities like mobile banking, internet banking etc., formation of SHGs, and importantly introduction of Business Correspondent (BC) model in 2006. Each and every mechanism adopted by govt. or RBI has made a significant contribution towards the goal of financial inclusion in India. However to be more specific, in this present theoretical paper we have especially focussed on various aspects of BC model and tried to provide a possible detailed picture

*Research Scholar, Department of Business Administration, Vidyasagar University, E-mail : krishna.9800@gmail.com, Mob: 8116880873

**Research Scholar, Dept. of Commerce with Farm Management, Vidyasagar University, Email : apumanna57@gmail.com, Mob : 9002111157

TAX REFORMS IN INDIA : ISSUES AND CHALLENGES



TIME FOR TAXES

TAX LAW

Editors
Dr. Jaydeb Bera
Sibaram Chatterjee

Impact and Consequences of the GST in India: An Outlook <i>Dr. Tarun Mandal</i>	133
Reverse Charge under Service Tax: Service Recipients Obligations under Reverse Charge Mechanism <i>CMA Jharna Dutta</i> <i>Wendrila Biswas</i>	144
The New Goods and Service Tax in India – The Prospects and the Constraints <i>Dr. Kajalbaran Jana</i>	154
Goods and Service Tax (GST): A Step towards Simplification of Indirect Taxes <i>Apu Manna</i> <i>Nanda Dulal Hazra</i>	165
Introduction of Goods and Service Tax in India for Replacement of Existing Indirect Tax System: Advantage for Indian Economy: A Preview <i>Sandip Kumar Santra</i>	180
India's Fiscal Sector Reform: Pros and Cons of Recent Indirect Tax Reform <i>Dr. Selim Chisti</i>	187
Domestic Water Tax and Social Crime in Naya Village, Paschim Medinipur, W.B. : A Remote Sensing and GIS Approach <i>Mr. Dipak Kumar Maity</i> <i>Prof. N.K. Baghmar</i>	205
Goods and Service Tax as a Tool of Tax Reform <i>Arabinda Mridha</i>	211
Tax Administration Reforms in India: A Look in <i>Dr. Subhasis Chakravarty</i>	217
Goods and Service Tax: The New Buzzword in the Indian Tax Reforms Process <i>Dr. Amit Basak</i>	223
Power to Survey: A Critical Appraisal of Section 133 A of the Income Tax Act, 1961 <i>Dr. Surya Narayan Ray</i>	231
An Evaluation of Personal Tax Structure in India <i>Swapan Kumar Barman</i>	237

GOODS AND SERVICE TAX (GST): A STEP TOWARDS SIMPLIFICATION OF INDIRECT TAXES

Apu Manna*
Nanda Dulal Hazra**

Abstract

Introduction of Goods and Services Tax (GST) in Indian economy is the most significance and major reforms in Indian indirect tax system. Presently Indian indirect tax system suffers from complexity and cascading effect i.e. imposition of tax on tax. This cascading effect discourages the businessman and it also results in increase in price of the commodity to the ultimate consumers'. In this situation Former Honourable Finance Minister of India Mr.P.Chidambaram, proposes to implement a consumption based single comprehensive tax on goods and services consumed in Indian economy by placing 115th constitutional Amendment Bill in the Lok Sabha on 22nd March, 2011. This Consumption based /destination based Comprehensive single tax on goods and service consumed is popularly known as GST.GST council proposes to implement Dual GST system following Canadian model of GST. The GST to be levied by the centre would be called Central GST (CGST) and that to be levied by the State would be called State GST (SGST). To monitor the interstate trade of goods and services and to ensure that the ultimate SGST is gone to the consumer state Integrated Goods and Service Tax (IGST) will be introduced. But, it is not another tax along with the SGST and CGST. It is just a mechanism to monitor Interstate trade of goods and services. With the introduction of GST a large number of central taxes and state taxes will be replaced by GST (CST, VAT, Central Excise, Service tax, Entry tax etc.). GST has several benefits such as abolition of multiple taxes, simplification of indirect taxes, lowering administrative cost of the Govt.cost, reduction of effective tax rates etc. In this situation our paper attempts to study the proposed structure of the GST, Impact on state revenue of IGST and probable advantages and disadvantages of proposed GST in Indian economy.

Key words: GST, SGST, CGST, IGST.

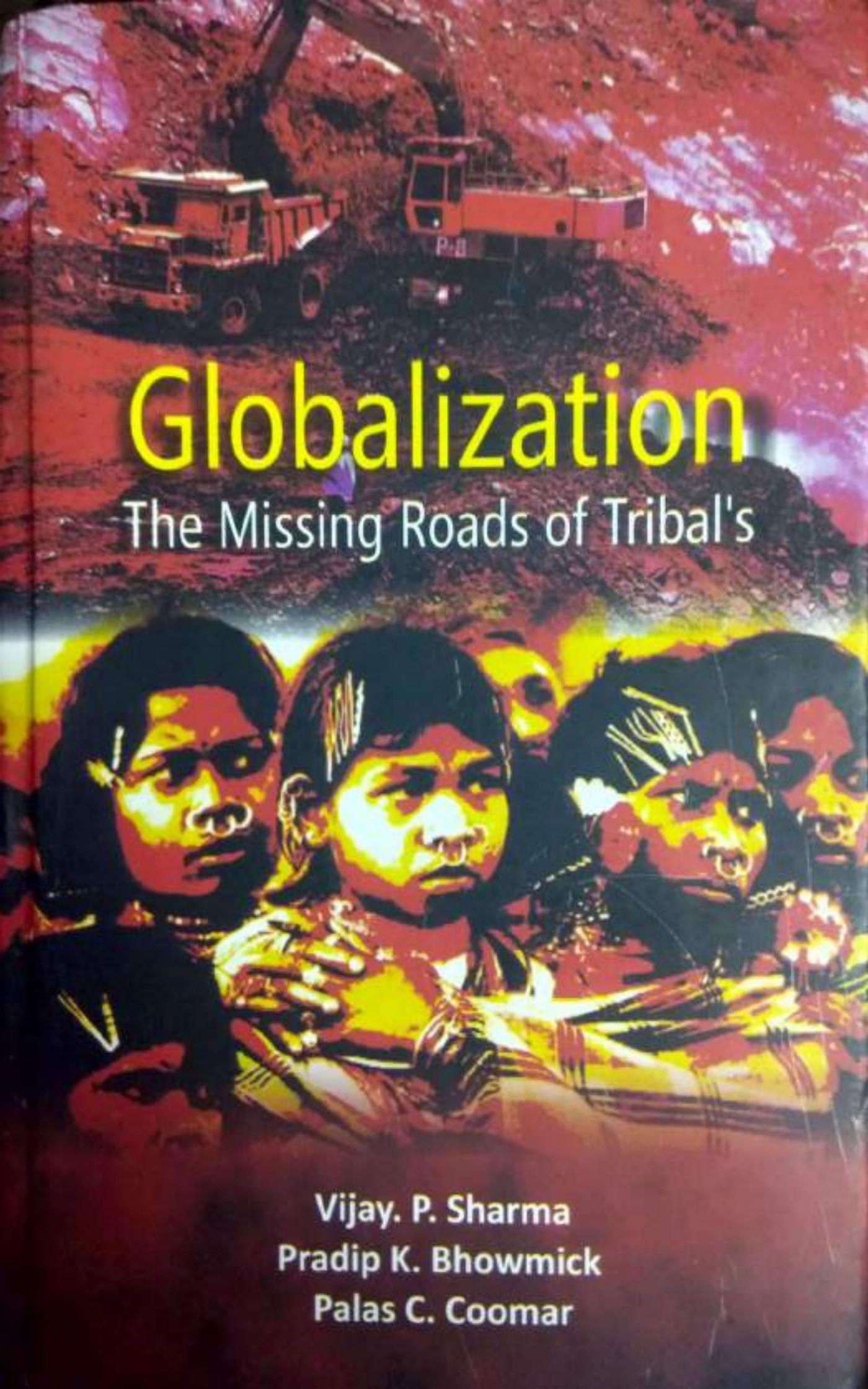
*Research Scholar, Department of Commerce, Vidyasagar University.

E-mail-apumanna57@gmail.com

**Assistant Professor, Department of Commerce, Tamralipta Mahavidyalaya.

E-mail-nanda.hazra@rediffmail.com

**DR. SWARUP KUMAR
JANA**



Globalization

The Missing Roads of Tribal's

Vijay. P. Sharma
Pradip K. Bhowmick
Palas C. Coomar

Globalisation: The Missing Roads of Tribal

Spark from Bidisa – Vol. X

Edited by:

Vijay P. Sharma

Pradip K. Bhowmick

Palash Chandra Coomar



Contents

<i>Contributors</i>	9
<i>Preface</i>	11
1. Globalisation and Inclusive Development: Status of Tribal Communities in Odisha	19
<i>Nilakantha Panigrahi</i>	
2. Globalising Perspectives of Tribal Life: A Sociological Understanding	43
<i>Sayan Dutta and Dr. Kaushik Chattopadhyay</i>	
3. Effects of Globalisation on the Ethnomedicinal Practices of Lepchas in the Darjeeling Himalaya	49
<i>Suman Kalyan Samanta</i>	
4. Modernisation Blooms New Fragnance in Santal Culture	59
<i>Sujit Kumar Paul and Anindita Gupta</i>	
5. Challenges of Resettlement of Displaced Tribal Population: A Study of Kaptai Dam	77
<i>Dr. K. M. Rezaul Karim, Dr. Selina Ahmed</i>	
6. The Continuing Conflict: Critical Transition to Peace in the Post-Conflict Chittagong Hill Tracts of Bangladesh	87
<i>Ala Uddin</i>	
7. The Impact of Globalisation on Industrialisation process in Tribal areas with special reference to Mising tribe of Dhemaji district in Assam	109
<i>Juganando Medok and Mantu Hazarika</i>	
8. Impact of Globalisation on Tribal Life and Culture	115
<i>Swapn Kumar Kolay</i>	

20. Search for Theoretical Model to Measure Displacement: Anthropological Reflections	283
<i>Ch. Nyam Kumar</i>	
21. Significance of Traditional Community Festivals of the Santal in Maintenance of Ecological Balance to reduce effect of Global warming	299
<i>Sudip Bhui and Pradip Kumar Mandal</i>	
22. Rites of Passage among the Totos of Bengal, India: Tradition and Transformation	309
<i>Md. Intekhab Hossain and Syed Abul Hafiz Moinuddin</i>	
23. Socio-economic Transformation of Tribals: A Study on the Impact of Outside Intervention Among Santals	319
<i>Dr Sujit Kumar Paul and Anindya Mitra</i>	
24. Living of the Baiga in the forest villages of the Baiga Chak: An anthropological insight on Forest Policy and Baiga rights over the forest resources	327
<i>Ashok Pandey</i>	
25. Ethno- medical practices among the Lodhas of Keshiary block of Paschim Medinipur district: Issues and Challenges	333
<i>Arup Bera</i>	
✓ 26. Development of Tribal Economy and Role of Adivasi Women: A Case Study	343
<i>Swarup Kumar Jana</i>	
27. Tribal Migrant Settlers of Jharkhand in Hassimara of North Bengal: Impact of Tea Industry	353
<i>Shailendra Prasad Sinha</i>	
28. Impact of Globalisation on Tribal Communities in Jharkhand ...	359
<i>Prabhat K. Singh</i>	
<i>Recommendations</i>	375
<i>Index</i>	379

Development of Tribal Economy and Role of Adivasi Women: A Case Study

Swarup Kumar Jana

Introduction

In the traditional societies which lack market system, the business of everyday living is usually carried on gender division of labour. The division of labour is mainly between herding and agriculture. In all other tasks concerned with life in the village, such as crafts, house building, watermills and work on boundary walls, there is division between men's work and women's work. However, the boundaries are not so clearly marked, as there is overlapping and deviations from the rule. There are as well cases where the rule is inflexible and times when change is possible. Major portion of agriculture is done by women who do weeding, hoeing, planting, harvesting and thrashing except ploughing (which are done by men) in the fields adjacent to houses or far off fields. The other activities of women include looking after the house, children and cattle. Food processing and cooking is women's job. It is the women who with the assistance of children are largely responsible for the cattle, water fuel and fodder. This permits them considerable time away from home and the village. When they are away from home, they are free to talk to whomsoever they please, male or female, of any caste or creed. As a consequence, communication among women and between men and women is as high as it is among men. Tribal women are very strong and courageous in the handling of environmental imperatives as can be demonstrated in the trekking and work pattern under the severe limitations of the harsh environment. Several studies dealing with pastoral societies indicate that the position of women in such societies is not very high because the actual care of the livestock and handling of economic affairs is entirely a male domain. Though women do not directly help in handling of livestock, they do look after their husbands during migrations. They cook for them and carry loads.

The sources of subsistence and livelihood are varied so far the Indian tribals are concerned. Starting from the pure and simple parasitic habit of the

Impact of Foreign Direct Investment on Indian Economy



Edited by
Dr. Chittaranjan Das

Impact of Foreign Direct Investment on Indian Economy

Edited by

Dr. Chittaranjan Das

VIVEKANANDA SATAVARSHIKI MAHAVIDYALAYA
Manikpara Paschim Medinipur
West Bengal

October - 2015

C O N T E N T

Impact of Foreign Direct Investment on Growth of Indian Economy	Sachinandan Sau	1
A Revisit to the Rationale behind Foreign Direct Investment (FDI) in Indian Economy	Dr. K. C. Paul	47
FDI in India and Its Impact on Macro Economic Indicators	Dr. Pinaki Das & Bibek Paria	59
Flow of foreign Direct Investments and its Impact on Indian Economic Development	Dr. Tarak Nath Sahu	81
Foreign Direct Investment and its Impact on Indian Economy: An Appraisal	Prof. Abhijit Das & Dr. Chittaranjan Das	97
FDI & Indian Computer Industry	Dr. Swarup Kr. Jana & Dr. Abhash Kumar Basu	111
Impact of FDI on Indian Economy: In the Light of Financial Mathematics	Mohammad Ali Khan & Rajesh Kumar Guin	129
Changing Scenario of FDI in Indian Agriculture and Economy: An Overview	Anupam Roy	135
Foreign Direct Investment (FDI) in Indian Pharmaceutical Industries: An Overview	Mithun Nandy & Dr. Brajaballav Pal	145
Inflow of Foreign Direct Investment (FDI) in India and its Impact	Dr. Chittaranjan Das & Tamaghana Mondal	159
Impact of FDI & Strategic Policy in India	Dr. Prafulla Kumar Das	167
The Impact of Foreign Direct Investment in Indian Agriculture Sector - An Analysis	Jagannath Patra	177
Impact of Foreign Direct Investment on Indian Economy.	Asit Kumar Jana & Madhumita Jana (Pal)	184

FDI & Indian Computer Industry

Dr. Swarup K. Jana *
Dr. Abhash Kumar Basu *

Introduction

The developing country like India needs funds or investments which will provide support to make innovations and technological development. Invest in India is an initiative to market, India as an investment destination all over the globe, to provide a networking platform to the Indian businesses at a global level and to provide information to the international investors about investment opportunities in India. It is the policy of the Government of India to attract and promote productive Foreign Direct Investment (FDI) from non residents in activities which significantly contribute to industrialization and socio economic development. The investments are also helpful to support grooving business sectors of the country. Foreign Direct Investment (FDI) is the kind of investment which provides supports of funds to various sectors of India such as Service, Telecommunication, Power, Automobile, Petroleum and Natural gas, Construction activities, chemicals, and others too. FDI is the foreign investments which has potential for making a contribution to the development through the transfer of financial resources, technology and innovative and improved management techniques along with raising productivity. This paper will examine the role of FDI for Economic Development of India. The Purpose of this paper is, "to find out that The FDI inflow coming in India has any role for economic development in India or not". This paper puts forward the case for allowing FDI in developing countries.

Now it has become a point of argument whether FDI inflow doing right on the turn expected because several quarters are having some

* Assistant Professor in Commerce, Ramananda College, Bishnupur,
Dist-Bankura, WB-722122

* Assistant Professor in Commerce, Raghunathpur College, Raghunathpur,
Farulia, abhashbasu@gmail.com

Impact of Foreign Direct Investment on Indian Economy



Edited by
Dr. Chittaranjan Das

Impact of Foreign Direct Investment on Indian Economy

Edited by

Dr. Chittaranjan Das

VIVEKANANDA SATAVARSHIKI MAHAVIDYALAYA
Manikpara Paschim Medinipur
West Bengal

October - 2015

FDI and Its Impact on Employment in Indian Agriculture Sector	Mr. Manas Bhowmik Dr. Swarup Kr. Jana	191
Foreign Direct Investment: An Alternative Source of Financing for the Development of Tourism Sector in West Bengal	Dr. Jaydeb Bera	202
Indian Life Insurance Industry in Post Liberalisation Period: An Assessment	Dr. Chitta Ranjan Pal	215
Trends In Foreign Direct Investment Inflows Into India: A Study From April, 2000 to January, 2014	Dr. Sudipta Ghosh	229
Recent Trends of Foreign Direct Inflows in India	Sukhen Kali, Subrata Jana Dr. Rabindranath De Dalal	238
FDI in Retail Sector of India: An Overview	Swapan Kumar Barman	245
General Impact of FDI in India- A brief analysis	Dr. Subhabrata Chakrabarti	251
Future of FDI in Indian Insurance Sector	Dr. Anupam Parua	265
Impact of Foreign Direct Investment on Indian Economy	Mr. Pradip Maity Saswata Choudhury	275
FDI in India: Study on Pre and Post Independence Banking	Saswata Choudhury	280

FDI and Its Impact on Employment in Indian Agriculture Sector

Mr. Manas Bhowmik[‡]
Dr. Swarup Kr. Jana*

Introduction

International production producing goods and services in countries that is controlled and managed by firms headquartered far away is largely driven by Foreign Direct Investment (FDI) flows. Over 500,000 foreign affiliates established by 60,000 parent companies across the world employed about 35 million people in 1998 (World Investment Report, 1999). Foreign affiliate sales are estimated to obtain reached \$11.4 trillion through the same timeframe. Summarizing global FDI activity shows that the worthiness of foreign affiliate sales is approximately one third of global gross domestic product (GDP) and twice those of exports of products and services. The triad countries (European, Japan, plus the United States) taken into account 77 percent from the global FDI outflows and 53 percent in the global FDI inflows in 1995. This concentration of FDI flows within western world continued through 1998, whenever they landed 84 percent of outflows and 66 percent of inflows.

Developing countries share of inflows (outflows) fell from 32 percent to 25 percent between 1995 and 1998 largely due to East Asian financial crisis. Nevertheless, the developing countries' share of global (inward) FDI stock is constantly within the remain across the 30 percent level (World Investment Report, 1999). On the three broad sectors - primary, manufacturing and services- FDI inside primary sectors has fallen, which can be a in services has risen for both developing and civilized world from the 1990s (World Investment Report, 1999). Regarding developing

[‡] Govt. Approved Part Time Teacher, Department of Commerce, Vivekananda Satavarshiki Mahavidyalaya, Manikpara, Paschim Medinipur, West Bengal

*Assistant Professor in Commerce, Ramananda College, Bishnupur, Dist-Bankura, WB-722122

MR. SUBRATA ACHARYYA

উনিশ শতকের সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি

বিনোদ সরকার
দীপককুমার বান্দোপাধ্যায়



“ঈশ্বর, কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ, কি
জড়, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি
করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে
সৃষ্টি কর্তা বলে। ঈশ্বরকে কেহ
দেখিতে পায় না। কিন্তু তিনি সর্বদা
সর্বত্র বিদ্যমান আছেন, আমরা যাহা
বরি, তিনি তাহা দেখিতে পান;
আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা
জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম
দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহার
ও রক্ষা কর্তা।”

শ্রী মনোমোহন

ISBN: 81-8638-83-1



সূচীপত্র

● উনিশ শতকের উদ্বুদ্ধ		
সম্রাটুমার মস	: উনিশ শতকে রামমোহনেন্দ্র শিখড়িত্তা	১৩
ড. হামেনকুমার সর্	: অকল্পিত অসামান্য একটি উদ্বুদ্ধ	১৬
তুয়ার কথিত পট্রে	: উনিশ শতাব্দীতে উদ্বুদ্ধের বিদ্যালয়সমূহের	
	শিক্ষণবিধা ও সমাজচিন্তা	১৬
ডায়েরী সের	: উনিশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে বহিঃদেশের	
	ঐতিহাসিক উদ্বুদ্ধের ও নবী	৩৬
ড. সৌমেন বায়	: নবীর জন্মস্থান ও বিবেকসম্বন্ধ	৪৮
ড. মলীশ পড়া	: উনিশ শতকের উদ্বুদ্ধেরে 'দিনামহি'র	
	ভাষনীয় নিবেদিত	৪১
● উনিশ শতকের সাহিত্য-সংস্কৃতি		
বিবেক সরঞ্জাম	: উনিশ শতক : একটি অসম্পূর্ণ চিত্রিত্ব	৬১
পার্বী বাহা	: উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে পুরুষ-প্রসঙ্গ	৭৪
বকুল সর্	: উনিশ শতকের স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলন ও	
	বাঙ্গা সাহিত্য	৮৪
যোগে খরতীন	: উনিশ শতকের বাংলায় গ্রন্থসমূহের ইতিহাস	৯৬
মানসী হালধর	: অধুনিক বাংলা মহাকাব্য	১০১
সুপ্রভ কাশ্য	: উনিশ শতকে শিক্ষার বিতর্কন	১০৬
● উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কার		
এবং রাজনীতি		
ড. অরিন্দম বায়	: বহনভুক্তিবাদ	১১৪
ড. মীলককুমার সেনাপাণ্ডে	: ভারতীয় গণতন্ত্রের সার, সম্পদ ও	
	সমস্যা : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	১২৩
ইরাদী সর্	: উনিশ শতকে বাংলার সমাজে গণিত শ্রেণীর	
	পড়া : একটি সামাজিক সেক্ষিতে আলোচনা	১৪১
ড. শুভাশিস চক্রবর্তী	: ঐক্য পরিধারে মাতীনের সেবার পরিচ্ছদ ও	
	এর সামাজিক অর্থনৈতিকতা	১৪৬
বিবাহ স্তম্ভ	: উনিশ শতকের দ্বিতীয়র্থে বর্ধিত হিন্দু-	
	জাতিসংগঠন ও বাঙালির ইতিহাসসম্বন্ধে	
	বিবেচনার সেক্ষিতে	১৪৮
অসংকুল মণ্ডল	: উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ	
	সমস্যা ও সর্	১৬৬

ISBN 81-8638-83-1

উনিশ শতকে শিক্ষার বিবর্তন

সুব্রত আচার্য্য

অত্রিথি অধ্যাপক, রামাই পণ্ডিত কলেজ

নেতৃত্ব গ্রহণ করে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রাচীন সভ্যতার বৃহৎ প্রাণাবেগে সম্বলের সৃষ্টি হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে মোগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। আর এইখান থেকেই শুরু হয় এক নতুন যুগের। তিশনারীদের আগমনের সাথে সাথে এক মিশ্র শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা হয়। ব্রিটিশ বর্ম প্রচারক উদ্দেশ্যে এসেছে ইংরেজী ভাষার প্রচলন শুরু হয়। তবে ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী ভাষার সংকীর্ণতার কলে বর্মোত্তরিতদের শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বহিবেল অনুবাদ হয়। সেই সময়ে সরকারের ত্রিতৈষী হিসাবে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজীর সাথে বাংলা ভাষায় ইংরেজ ও ভারতবাসীকে পারস্পরী করে তোলা। এই সময়ে সংস্কৃতি, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বাংলা গদ্যের অস্বাভাবিকতা ও বিশৃঙ্খল অবস্থার যুগে এই কলেজ নিজস্ব অধিনায়নের গুণে বাংলা গদ্যে এক নিয়ম নিষ্ঠ গতি সঞ্চার করেছে। এইসময় কথিত ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত সুস্পষ্ট রূপরেখা এবং কাঠামো বাস্তবায়িত করা, বিভিন্ন ভাষায় অঙ্কিত রচনার ব্যবস্থা ছিল খুবই উদ্বেগজনক। এই ভাবেই কয়েকটি বছর অতিক্রম হওয়ার পর ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সনদ আইন পুনর্নির্ধারণের সময় সর্বপ্রথম কোম্পানীর শাসনাবধীন অঞ্চলে ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের ব্যয়িত আছে তা স্বীকার করে নেওয়া হয়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সনদ আইনের ৪৩নং ধারাটি শিক্ষা বিষয়ক ধারা নামে পরিচিত। এই ধারায় বলা হয় - ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলে সাহিত্য চর্চা ও বিদ্যা চর্চায় মধ্যমে উৎসাহ দানের জন্য ইন্ডিয়ান কোম্পানী বছরে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করবে। সনদ আইনের এই শিক্ষাধারাকে ভারতে সরকারী ভাবে শিক্ষা বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ বলা হয়।

DR. NARENDRA RANJAN MALAS



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :
জন্ম সার্থ শতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

সম্পাদক

অধ্যাপক অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



প্রকাশনায় - রামানন্দ কলেজ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :
জন্মসার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা
(Ramananda Chattopadhyay :
Janmasardhasatabarsikite Fire Dekha)

সম্পাদক : অধ্যাপক অঞ্জন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(Editor : Professor Anjan Kr. Bandhyapadhyay)



রামানন্দ কলেজ
(Ramananda College)

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : জন্মসার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :

জন্মসার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

Ramananda Chattopadhyay :

Janmasardhasatabarsikite Fire Dekha

(গবেষণাপত্রের সংকলন / Anthology of Research Papers)

প্রকাশনায়া : রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ

(Published by Ramananda College, Bishnupur, Bankura, West Bengal)

প্রকাশকাল : নভেম্বর, ২০১৭ (1st edition : November, 2017)

প্রকাশক : অধ্যক্ষ, রামানন্দ কলেজ (Principal, Ramananda College)

ISBN : 978-81-933848-1-7

গ্রন্থস্বত্ব : রামানন্দ কলেজ (Copyright : Ramananda College)

P.O: Bishnupur, Dist. Bankura, W.B., 722122

Ph. No. 03244-252059, E-mail : principalramanda@gmail.com

website : www.ramandacollege.org.

সম্পাদক : অধ্যাপক অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(Editor : Professor Anjan Kr. Bandhyapadhyay)

মুদ্রক : শ্রীমা প্রেস (Printed by : Srīma Press)

বাসস্ট্যান্ড ও তিলবাড়ী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ফোন নং - ৯৪৩৪৬৫০৭৭৯

(Busstand & Tilbari, Bishnupur, Bankura)

(Ph. No. -9434650779)

email - srīmapress.bsp@gmail.com

Funded by : University Grants Commission & Ramananda College

দাম : তিনশত টাকা (Rupees three hundred only)

সূচিপত্র

দেশপ্রেমের আলোকে রামানন্দ <i>Ramananda, Rabindranath & Thompson : A Difficult Triangle</i>	শ্যামল সাঁতরা ও আরনা মুখোপাধ্যায়	১
শিকানুরাগী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কর্মজীবন : এলাহাবাদ পর্ব	ডঃ প্রকাশকুমার মাইতি	১৬
রামানন্দের বাঁকুড়া সংযোগ	ডঃ শেখর ভৌমিক	২৩
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সাংবাদিকতা	প্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১
বাল্যবিধববিবাহ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২
অন্য রামানন্দ : তাঁর চিত্রাচেনার দিগ্‌দর্শন	ডঃ কমলা দাস	৪৬
বাঁকুড়া ও রামানন্দ	বীণাপাণি ঘোষ মহাপাত্র	৫০
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে রামানন্দের জীবনায় ভারতবর্ষ :		
ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়	বিশ্বুপদ মালিক	৫৭
বাঁকুড়া জীবনায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	মৃগালকান্তি ধাঁক	৬৩
সাংবাদিকতার আলোকে		
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	ডঃ গৌরবরণ দে	৭৫
প্রবাসী'র প্রেক্ষিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র	ডঃ সোমা ভট্টাচার্য	৭৮
বাঁকুড়ায় কৃষিচিত্র ও রামানন্দ :		
গ্রন্থ 'প্রবাসী'	রঞ্জন কুমার মণ্ডল	৮৬
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : রাজনৈতিক চিন্তা	অরুণাভ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৩
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : তাঁর উদারবাদী জীবনায় সূত্র - একটি পর্যালোচনা	তাপসী দে	৯৮
জাতীয়তাবাদী ও সমাজ সংস্কারক		
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	অনুশকুমার মণ্ডল	১০৪
বৃজের বাইরে রামানন্দ :		
প্রাচ্য চিঠিপত্রের আলোকে	অবীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৮
রামানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ :		
পারস্পরিক সম্পর্ক	নাফিসা আরফা	১১৫

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : জন্মসার্বশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

প্রবাসী : রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ :		
মতান্তরে ও মৈত্রীতে	ডঃ বিধান মুখোপাধ্যায়	১২১
সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :		
ফিরে দেখা	তরুণকান্তি মন্ডল	১২৯
রামানন্দ: সমাজ সংস্কারে রামমোহনের		
অনুরাগী ও অনুসারী	সোনালী কাইতি	১৩২
দেশপ্রেমী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	নমিতা মুখার্জী	১৩৬
রামানন্দের নারী-অধিকার সম্পর্কিত ভাবনা	অনামিকা সেন	১৪১
সংবাদিকতায় অঙ্গণী পুরুষ	অপরাজিতা পান	১৪৩
স্বদেশ সেবায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	ভাপন কুমার নন্দী	১৪৫
<i>Shadows on the Screen :</i>		
<i>Poetic Voices in The Modern Review</i>	Dr. Narendra Ranjan Malas	১৪৭
Ramananda Chattopadhyay		
as a modernizer	Ajit Debnath	১৫৭
Reviewing Ramananda as an		
Amateurish Patron of Indian		
art of Painting	Sharda Ghosh	১৬১
লেখক পরিচিতি		১৭০

Shadows on the Screen : Poetic Voices in The Modern Review

Dr. Narendra Ranjan Malas

The journey of *The Modern Review* started in 1907 and Ramananda Chatterjee, its founder, published it as the editor till 1943, the year of his death. It was founded with the intention to establish an all-India forum, particularly, for exchanging views on different issues, publishing scholarly articles by the best minds, addressing the larger intellectual audience across the country and the world. Ramananda Chatterjee's endeavour was to make it a vital mouthpiece of the nationalist intelligentsia. Margery Sabin writes that Ramananda Chatterjee "*sustained in his own voice and sponsored in the voices of his contributors fundamental and continuing questions about India's past, present, and future: What constitute the authentic Indian past? What foreign influences in the present should India welcome or shun? What directions for the future would allow India to become "modern" without betraying its own identity?*" (qtd. in Guha)¹. In view of Jadunath Sarkar, the outlook of *The Modern Review* has, "*from the first, been all-Indian, and even cosmopolitan.*"²

India is a multi-lingual and multi-cultural country. Hence a major part of the educated Indians could not access the profound thoughts of great thinkers belonging to different provinces and linguistic communities. Ramananda Chatterjee realized that 'Art' is one medium that can unite India and 'English' is the language that can integrate different parts of the country. Sri Chatterjee chose English as a medium to ignite Indian national spirit and to bring together the best thinkers, writers, historians, politicians as well as little recognised penmen. Ramchandra Guha notes, "As a vehicle for bilinguals from all parts of the subcontinent, the monthly *Modern Review* appeared, naturally, in English."³ Ramananda's purpose was to effectively use English in his mission of nation building and at the same time employ the tongue of the foreign rulers against them in the colonial India.

ভারত-প্রতিমা
ভগিনী নিবেদিতা



সম্পাদনা

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত-প্রতিমা ভগিনী নিবেদিতা

সম্পাদনা

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়



সূচিপত্র

ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষাভাবনার কয়েকটি নিত/স্বামী সুপর্ণানন্দ	১৩
ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চায় নিবেদিতার অবদান/স্বামী শিবপ্রসাদনন্দ	২২
নিবেদিতা : 'গুরুবর্ষপীঠা'/স্বামী একচিঞ্জানন্দ	২৪
কার্জনকে নিবেদিতার উচিত শিক্ষা/শক্তিপ্রসাদ মিশ্র	৩৫
নিবেদিতার স্বদেশভাবনা/সদ্বীপন সেন	৪০
দুই নিবেদিতা/অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৬
নিবেদিতা : বলিষ্ঠ, ভাগ্যত ভারতের সম্মানে/ডঃ নরেন্দ্ররঞ্জন মালস	৫২
নিবেদিতা : ভাগ্যতবর্ষের 'পবিত্র' রাজনীতি-চিন্তক/অর্ণব ভট্টাচার্য	৫৭
সাহিত্য ও শিল্প সমালোচক নিবেদিতা/শঙ্খ অধিকারী	৬১
ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষাভাবনা/সুরত আচার্য	৬৫
নিবেদিতার চোখে বিবেকানন্দের মাতৃশক্তি ভাবনা/অলকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৭
নিবেদিতা : অনন্তের শাস্তী যাত্রী/তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৯
নিবেদিতা : জীবনপঞ্জি	৭৫

নিবেদিতা : বলিষ্ঠ, জাগ্রত ভারতের সন্ধানে

ডঃ নরেন্দ্রপ্রজ্ঞন মল্লিক

স্বামী বিবেকানন্দের 'সিংহী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লোকমাতা', মা সারদার 'খুঁকি', আর গুরুভাইসের 'ভগিনী নিবেদিতা' (মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল) এক পাশ্চাত্য রমণী হয়েও অনেকের থেকে বেশি ভারতীয়। তাঁর জীবনের ভারতবর্ষ অধ্যায় শুধু তাঁর কাছে নয়, আমাদের সকলের কাছেই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে তাঁর সমগ্র কর্মজীবন এক গভীর অনুসন্ধান—বলিষ্ঠ, পুরুষ-বিক্রম, জাগ্রত ভারতের মুক্তি-পথের সন্ধান। ইউরোপীয় জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, বিধা, বন্ধন ত্যাগ করে মনেপ্রাণে ভারতীয় হয়ে ভারতবাসীর সেবা এবং সকল ভারতবাসীকে এদেশের ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি সম্বন্ধে জাগ্রত করতে তিনি আজীবন ক্রান্তিহীনভাবে চেষ্টা করে গেছেন।

ভারতের মুক্তিসন্ধানী এই মহীয়সী নারীর যাত্রাপথ কিন্তু মসৃণ ছিল না। বাইরের ও ভেতরের তীব্র ঘনু, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ঘনু, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঘনু, আনুগত্যের ঘনু, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার ঘনু, ধর্মের ঘনু, আত্মাধিক চেতনা ও রাজনৈতিক ভাবনার ঘনু, রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবধারা ও ভারতের জাতীয়তাবাদের ঘনু—তাঁর যাত্রাপথে মাঝে মাঝেই সৃষ্টি করেছে গভীর সম্বটের। কিন্তু তাঁর প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও অনুপ্রেরণায় সকল ঘনুের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছেন, পেয়েছেন সংকট থেকে উত্তরণের পথ, আর সেখানে মুক্তির আলো।

ধর্ম ও বিশ্ব সম্পর্কে সোদুল্যমান, ব্যক্তিগত জীবনে বড়ই একাকী মার্গারেট খ্রিস্টধর্মের উপাসনার বিশ্বাস হারিয়ে যখন গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন, জীবন যখন দিশাহীন, ঠিক সেই সময় শীতের বিকেলে এক বিবাকান্তি, সৌম্যদর্শন, গৈরিক পরিচ্ছন্ন ও কোমরবদ্ধ পরিহিত বলিষ্ঠ, সুপুঙ্খ ভারতীয় মহাসীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর কণ্ঠে সুদূর প্রাচ্যের সুব, সংস্কৃত শ্লোক আর 'শিব' 'শিব' ধ্বনি মহামুগ্ধ করল মার্গারেটকে। হতাশা থেকে মুক্তি পেলেন মার্গারেট, অনাদিকে প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, প্রাণশক্তিভর তরুণ, উদারচেতা এই নারীর মাথা স্বামীজী খুঁজ পেলেন প্রকৃত সিংহীকে যাকে প্রয়োজন পরাধীন ভারতবর্ষের। বিবেকানন্দের কয়েকটি ভাষণ শুনে মার্গারেট নতুন উদ্যম পেলেন, পেলেন প্রেরণা—“I had recognised the heroic fibre of the man, and desired to make myself the servant of his love for his own people.”¹ স্বামীজী ইংল্যান্ড ছাড়ার পূর্বে মার্গারেট তাঁকে 'গুরু' বলে সম্বোধন করলেন। মার্গারেট যখন তাঁর

PROF. AJIT DEBNATH



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :
জন্ম সার্থ শতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

সম্পাদক

অধ্যাপক অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



প্রকাশনায় - রামানন্দ কলেজ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :
জন্মসার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা
(Ramananda Chattopadhyay :
Janmasardhasatabarsikite Fire Dekha)

সম্পাদক : অধ্যাপক অঞ্জন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(Editor : Professor Anjan Kr. Bandhyapadhyay)



রামানন্দ কলেজ
(Ramananda College)

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : জন্মসার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :

জন্মসার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

Ramananda Chattopadhyay :

Janmasardhasatabarsikite Fire Dekha

(গবেষণাপত্রের সংকলন / Anthology of Research Papers)

প্রকাশনায় : রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ

(Published by Ramananda College, Bishnupur, Bankura, West Bengal)

প্রকাশকাল : নভেম্বর, ২০১৭ (1st edition : November, 2017)

প্রকাশক : অধ্যক্ষ, রামানন্দ কলেজ (Principal, Ramananda College)

ISBN : 978-81-933848-1-7

গ্রন্থস্বত্ব : রামানন্দ কলেজ (Copyright : Ramananda College)

P. O: Bishnupur, Dist. Bankura, W.B., 722122

Ph. No. 03244-252059, E-mail : principalramanda@gmail.com

website : www.ramandacollege.org.

সম্পাদক : অধ্যাপক অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(Editor : Professor Anjan Kr. Bandhyapadhyay)

মুদ্রক : শ্রীমা প্রেস (Printed by : Srima Press)

বাসস্ট্যান্ড ও তিলবাড়ী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ফোন নং - ৯৪৩৪৬৫০৭৭৯

(Busstand & Tilbari, Bishnupur, Bankura)

(Ph. No. -9434650779)

email - srimapress.bsp@gmail.com

Funded by : University Grants Commission & Ramananda College

দাম : তিনশত টাকা (Rupees three hundred only)

Ramananda Chattopadhyay as a modernizer

Ajit Debnath

Ramananda Chattopadhyay was born in Bankura in 1865. His father is Srinath Chattopadhyay and mother is Harasundaridevi. He was born in a poor family. But he was meritorious and industrious in his study. He was a vociferous reader. Simplicity was his aspect of life. He was also deeply influenced by Lord Sri Ramakrishna and Sarada Devi. Gradually, he grew the sense of patriotism in him. He passed B.A. in 1888 and M.A. in 1890. The natural surroundings of Bankura had a deep impact of the mind of Ramananda Chattopadhyay. He had an innovative and curious mind coupled with immense vigour and vitality. He continued his studies with scholarships. In the early stage of his life he got associated with Brahma religion. His studies involved different kind of books and his had a scientific and modern sense of mind.

Ramananda Chattopadhyay was a famous and outstanding journalist. His "Modern Review" was world famous. He was also the editor of Prabasi and Dasi. He also wrote various articles in many journals. Journalism was his cup of tea. It was his mouthpiece. Through journalism he expressed his feelings and attitude about the society. Nimaisadhan Basu opined that Ramananda Chattopadhyay knew how to enrich the quality of journalism. Through journalism he expressed his modern sense of view concerning society, men and country. He believed that it was his duty to make the countrymen conscious of various kinds of maladies of society. The country was under the British rule and it gave Ramananda Chattopadhyay immense pain. He gave a clarion call to the country to know the ugly nature of the British and stood united against the British rule. He believed that only strong nationalism of the countrymen could oust the British from the soil of India. He was dead against all sorts of religious bigotry. Ramananda Chattopadhyay believed that Indian nationalism was strong enough to root out the British from India. He made the countrymen conscious about the richness of the country through his writings.

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

ফিরে দেখা

সম্পাদনা

ড. আশীষ কুমার দাস

ড. ত্রিদিব মণ্ডল

শুভজিৎ ঘোষ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ফিরে দেখা

সম্পাদনা

ডঃ আশীষ কুমার দাস

ডঃ ত্রিদিব মণ্ডল

শুভজিৎ ঘোষ

লাকী পাবলিশার্স

৫০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০ ০০৯

Bangadesher Muktijudha : Fire Dekha
Edited by : Ashis Kumar Das, Tridib Mandal, Subhajit Ghosh

প্রকাশিকা : শ্রীমতী আর. আর. সাহা
লাকী পাবলিশার্স, ৫০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৮৪২২৭৯

গ্রন্থস্বত্ব : সম্পাদকত্রয়

© All rights reserved. No part of the publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photo copying, recording or otherwise without the prior written permission of the Author and publisher. Any breach will entail legal action and prosecution without further notice. All disputes are subject to Kolkata jurisdiction only.

প্রথম প্রকাশ : ১১ মার্চ, আগস্ট, ২০১৯

ISBN : 978-81-922615-1-5

প্রচ্ছদ : ঋতদীপ রায়

বর্ণসংস্থাপন : অ্যালফাবেট
আগরপাড়া, কলকাতা-৭০০ ১১০

মুদ্রণ : চৌধুরী অফসেট
১৫, ওয়ার্ড ইন্সটিটিউশন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্য : ২০০.০০

সূচিপত্র

- উত্তর ঔপনিবেশিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য :
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ—ডঃ সুভাষ চন্দ্র সেন ১৩
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত—অরুণ মিত্র ৩৪
- ভারতে শরণার্থী আগমনের প্রেক্ষাপট ও প্রতিক্রিয়া : প্রসঙ্গ ১৯৭১-র মুক্তিযুদ্ধ
—পলাশ মণ্ডল ৪২
- নদীয়া জেলার উদ্বাস্তু সমস্যা : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আলোকে একটি
ঐতিহাসিক পর্যালোচনা—তন্ময় দে ৫০
- উদ্বাস্তু সমস্যার প্রভাব, আর্থ-সামাজিক-শিক্ষাক্ষেত্রে : দেশভাগ ও বাংলাদেশের
মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে—ড. সমরেশ মণ্ডল ৬২
- মুক্তিবুদ্ধি থেকে মুক্তিযুদ্ধ—সুজিত রাজবংশী ৬৮
- একাত্তরের বীভৎস যৌন নির্যাতনের দিনগুলি—পার্শ্ব কর্মকার ৭৬
- একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের নির্যাতিতা নারী : ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়
—ড. দোয়েল দে ৮৮
- একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন—স্বদেশ জানা ৯৯
- মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) দেশীয় জনমত গঠনে পশ্চিমবঙ্গের সংগঠনগুলির ভূমিকা
—ড. পূর্বালী বসু ১০৭
- ফিরে দেখা : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহলের
সংহতি ও সমর্থন—সপ্তর্ষি মণ্ডল ১১৮

স্বাধীন বাংলাদেশ স্বীকৃতিতে—বেসরকারি ভারতীয়দের উদ্যোগকে ফিরে দেখা
—মেঘমিত্রা দে ১৩৭

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতিধারায় ভারত—মাধব কুণ্ডু ১৪৭

মুক্তিযুদ্ধ—বিশ্ব প্রেক্ষাপটে—ড. রূপশ্রী চট্টোপাধ্যায় ১৫৩

হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
—ড. দীপংকর বিশ্বাস ১৫৯

সাহিত্যের দর্পণে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন : প্রসঙ্গ এপার, ওপার বাংলার দুটি
উপন্যাস—সুশান্ত মণ্ডল ১৭৪

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস : বাংলাদেশের সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের স্বরূপসন্ধানে—
ড. তপন কুমার বাল্লা ১৮১

বাঙালীর নাট্যসাহিত্য, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ—ড. দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ১৯৩

শিল্পের অন্দরে স্বাধীনতার রাজপথ—সিলভিয়া নাজনীন ২০৪

The Socio-Cultural Aspects of the Bangladesh Liberation
War of 1971—Ajit Debnath 211

A Far Cry From Bangladesh : Birangona In Liberation War
—Ikbāl Ansary 217

In Search of the Historicity of a Memory through Matir Moina
and Children of War—Dr. Adity Roy 225

Narrativizing the 'Nine Months to Freedom' : A Study of
Mrityunjay Devrat's The Children of War—Srijani Chowdhury 235

Migration as an Impediment to Nation Building in India :
Evaluating Indo-Bangladesh Relation—Indrani Bose 242

লেখক পরিচিতি

ড. সুভাষচন্দ্র সে : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (শরৎ সেমিনারী কলেজ) ও প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক।
বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও প্রবন্ধকার। বর্তমানে অতিথি অধ্যাপক হিসাবে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

অরুণ মিত্র : তরুণ গবেষক, বিরাটি মৃগালীনি দত্ত কলেজের অতিথি অধ্যাপক। বর্তমানে
অতিথি অধ্যাপক হিসাবে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত।

পলাশ মণ্ডল : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সৃজনশীল, তরুণ পিএইচ.
ডি. গবেষক। বেশ কিছু গবেষণামূলী প্রবন্ধের প্রণেতা।

তন্ময় দে : এম. ফিল. গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, অতিথি অধ্যাপক সুধীররঞ্জন
লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়, মাঝদিয়া।

ড. সমরেশ মণ্ডল : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তরুণ পিএইচ. ডি.
গবেষক। অতিথি অধ্যাপক কবি কুন্তিবাস বি. এড. কলেজ। বেশ কিছু গবেষণামূলী প্রবন্ধের
প্রণেতা।

সুজিত রাজবংশী : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তরুণ পিএইচ. ডি. গবেষক।
বেশ কিছু গবেষণামূলী প্রবন্ধের প্রণেতা।

পার্থ কর্মকার : বিশিষ্ট ইতিহাস অনুরাগী। বর্তমানে আচার্য সুকুমার সেন মহাবিদ্যালয়ের
ইতিহাস বিভাগের অতিথি অধ্যাপক।

ড. দোয়েল দে : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের পিএইচ. ডি. গবেষক।
সহকারী শিক্ষিকা কল্যাণগড় সংস্কৃতিক সংঘ বালিকা বিদ্যালয়। বর্তমানে রাজা রামমোহন
রায় মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপিকা।

স্বদেশ জানা : বিশিষ্ট ইতিহাস অনুরাগী। বেশ কিছু গবেষণামূলী প্রবন্ধের প্রণেতা।
বর্তমানে তারকেশ্বর ডিগ্রী কলেজের ইতিহাস বিভাগের অতিথি অধ্যাপক।

ড. পূর্বালী বসু : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অতিথি অধ্যাপিকা।

সপ্তর্ষি মণ্ডল : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. গবেষক। অতিথি অধ্যাপক
গৌরমোহন শচীন মণ্ডল মহাবিদ্যালয়, বীরেশ্বরপুর।

মেঘমিত্রা দে : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল গবেষিকা ও বিশিষ্ট ইতিহাস
অনুরাগী।

মাধব কুণ্ডু : বিশিষ্ট ইতিহাস অনুরাগী। বেশ কিছু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের প্রণেতা। বর্তমানে সোনামুখী কলেজের ইতিহাস বিভাগের অতিথি অধ্যাপক।

ড. রূপশ্রী চট্টোপাধ্যায় : বিশিষ্ট ইতিহাস অনুরাগী। গলসী মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা। জাতীয় সেবা প্রকল্পে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের পুরস্কার প্রাপক।

ড. দীপঙ্কর ভট্টাচার্য : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক (বাগনান কলেজ) ও গবেষক। বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থেতা। বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অতিথি অধ্যাপক।

সুশান্ত মণ্ডল : বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ পিএইচ. ডি. গবেষক। বেশ কিছু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের প্রণেতা।

ড. তপনকুমার বাল্লা : বর্তমানে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। বেশ কিছু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের ও গ্রন্থের প্রণেতা।

ড. দীপঙ্কর বিশ্বাস : বর্তমানে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। বেশ কিছু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের ও গ্রন্থের প্রণেতা।

সিলভিয়া নাজনীন : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের পিএইচ. ডি. গবেষক। বেশ কিছু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের প্রণেতা।

অর্জিত দেবনাথ : বিশিষ্ট ইতিহাস অনুরাগী। বর্তমানে বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়ার রামানন্দ কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং বেশ কিছু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের প্রণেতা।

ইকবাল আনসারী : আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. গবেষক। বর্তমানে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক। বেশ কিছু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের ও গ্রন্থের প্রণেতা।

ড. অদिति রায় : বিশিষ্ট ইতিহাস অনুরাগী। গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের অধ্যাপিকা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের পিএইচ. ডি. গবেষক। বেশ কিছু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ ও গ্রন্থের প্রণেতা।

ইন্দ্রাণী বসু : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের পিএইচ. ডি. গবেষক। বর্তমানে পূর্ব বর্ধমানের শ্রী রাসবিহারী ঘোষ মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা। বেশ কিছু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের ও গ্রন্থের প্রণেতা।

শ্রীজনি চৌধুরী : বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. গবেষক।

The Socio-Cultural Aspects of the Bangladesh Liberation War of 1971

—Ajit Debnath

A nation, is a soul, A spiritual principle. Two things which are really one, constitute this soul, the spiritual principle. One is the past, the other is the present. One is the possession in common of a rich inheritance of memories. (Ernest Renan 1994, p. 16)

The War of 1971 lasted only for 14 days resulting in bringing an end to the rule of West Pakistan over East Pakistan (Bangladesh). The government and the people of Bangladesh proclaimed independence of March 26, 1971, and decided to observe December 16 every year as Independence Day.¹ The 1971 Liberation war of Bangladesh was viewed a separatist conflict launched in response to the Pakistani government's efforts to enslave the Bengali people socially, culturally, economically and politically.

Within nine months from the launching of this operation about 10 million people crossed into India who came at the rate of about 40,000 per day. As the Time Magazine noted, "Pakistan military crackdown took a terrible toll : perhaps 1,000,000 dead, 10 million refugees, untold thousands homeless, hungry and sick." The war between India and Pakistan on Bangladesh broke out the guerrillas had already liberated about one-fourth of the East Pakistan territory.²

The idea of "nation" is explicitly expressed in the definition of "nation" given by Johnson (1995, p. 188)—"a society that occupies a particular territory and includes a sense of common identity, history and destiny."³ The Bengalis in East Pakistan (including Muslims and Hindus) occupied a special territory, had a distinct language, a

certain way of life (Chakrabarty, 1974, p. 166) and a shared feeling of common history, identity and destiny.⁴ Therefore, they definitely constituted a nation. It would be useful to mention here that the Hindus in East Pakistan did not constitute a nation, because, they did not occupy a particular territory.

East Pakistan had remarkable and significant differences from West Pakistan which made the former imagine itself differently and also reform on a set of deferent identity markers. Language and dress code were two major day-to-day visible markers differences between the people from the two wings emerged over the issue of giving national language status to Bengali in 1952, which was granted in 1955. The dress code, especially of women—who, in a patriarchal society, are condenser to be the preservers of society's culture also played a pivotal role. In Bangladesh, women, even at present, wear sari and use flowers and teep (bindi), which makes them resemble closely the Hindu women in the Indian state of West Bengal. The saris are also popular among Pakistani women, but for a considerable period of its history, it was considered by the state authority as the dress of Hindu women. General Zia-ul-Haq's administration imposed restrictions on wearing it. During Liberation War, Bengali women, most explicitly through their clothing (saris) and adornments [flowers, teep (bindi)], became the icon of Bengali ethnicity, a vehicle for making cultural (and territorial) boundaries (Siddiqi, 1998, pp. 205-227).⁵

The 1971 Liberation War has had a diversified impact in Bangladesh. It had produced many benefactors and victims. The Urdu-speaking Bihari and Muslims are not treated as equal citizens. Khalid Hussain described the Urdu-speaking Biharis as the most disadvantaged group in Bangladesh because they are not recognized as citizens in the country they regard as their home. Narrating his own experience, he says, 'On completion of primary school, he and other students tried to enroll at the local high school but were refused. Their only option was a private school, which most could not afford' (Khalid Hussain, an Urdu-speaking Bihari, 2009).⁶ They are living in a situation where the nation they relate to—Pakistan has refused to accept them and the country of their current habitation—Bangladesh—calls them 'traitor' and has rendered them stranded.

The plight of the Bihari Muslims is that they are not refugees so that at least international law or bodies can extend their humanitarian assistance to them, yet, they are outside their country.

Bangladeshi national identity is anchored in a Bengali culture that surpasses international borders and includes the area of Bangladesh itself and West Bengal, India. Symbolically, Bangladeshi identity is centred on the 1971 struggle for independence from Pakistan. During that struggle, the Bangladeshi identity was connected to the Bengali mother tongue and the distinctiveness of a culture or way of life connected to the floodplains of the region. Since that time, national identity has become increasingly linked to Islamic symbols as opposed to the Hindu Bengali, a fact that serves to reinforce the difference between Hindu West Bengal and Islamic Bangladesh.⁷ A significant historical moment in terms of identity is the Bangladesh Liberation War of 1971. Many Bangladeshis evince the liberation struggle as a source of pride and a symbol of Bangladeshis' tendency to persevere in the face of difficulties. It is notable that the Bangladesh masses had struggled against an Islamic band of nationalism in 1971 to secure a Bengali cultural linguistic identity, but the subsequent military regimes gradually helped bring an Islamic identity into Bangladeshi politics.

In the early hours "Operation Genocide" had begun and troops had started ransacking homes of peaceful and unarmed civilians. First, they had given some attention to disarming, humiliating and killing men of the East Bengal Regiment, East Pakistan Rifles and East Pakistan Police.⁸ Dhaka University was a special target for the mass killings where in a single day, the army killed over 50 top professors and other senior teachers. The army demolished schools, colleges, mosques, temples, hostels and industrial areas.

India's multi-dimensional culture is acting as an embryo for all neighbouring countries, and each country possesses a well recognized share in India. Bangladesh, which lies on the extreme east side of India, has a greater share of Muslim population occupies a visible corner of South map and shares an amicable and decant history with India, is a land of great ethnic, religious, cultural and linguistic diversities. The Muslim population plus the friendly relation between the

two countries since the inception of Bangladesh, has therefore, cultivated a good understanding among the political leadership which gave fill it to both countries to forward their future plan.

Muhammad Ershed (1982-1990) assumed the office of President in December 1983. All efforts to Islamize education and culture by his government and despite people's stress on Islamic identity from time to time in post liberation period, the dominant force in the socio-cultural ethos of Bangladesh is still secular but this process of change in national ideology strained the relations between the two countries. There the Bengali language and culture and not Islam remain the unifying factor, which played a significant role during the liberation struggle of 1971. For example, in 1952, when Pakistan government decided to make Urdu the sole language of the two parts provides secondary status to Bengali, it was at that time that the students protested which resulted in massacre of students, demonstrators and youths in large numbers by the United Pakistan Police. It was since then that Shaheed Dibas (Martyrs Day) was celebrated on 21 February.

One of the agonies of human conditions has been uprooting of people from the original abode seeking shelter in foreign countries owing to war, violence, persecution, threats to their lives or property and environmental disaster etc. These people migrate to other countries when they are isolated and impoverished. In international relations refugees movements not only caused tension between states but also acted as a catalysed for cultural and ethnic disputes both within and among the countries of the region. The exodus of people from their homeland to other countries may be politically embarrassing. It also destabilizes the recipient States in several ways. Besides, accommodating large number of displaced people may cause a considerable financial burden to the country of asylum which is due course is sure to effect the economic development and political stability of the country concerned.⁹

Munsur Ali, a British film director of Bangladesh origin, making his debut film, *Shongram*, was an act of "self-exploration" and an attempt at seeking his own identity. The film depicts the story of the 1971 Bangladesh War or Independence. The film was to search the

roots and to find the identity. I realised what I needed to know was my own history; the history of my own people, where they come from," Munsur Ali said.

My parents always gave a little sigh before they spoke of their 'desh' (Country) and as a child I had an impression of a beautiful world of harmony. But because of 1971 there was this massive shift and change of mindset—if you are a Hindu you have to go to India. It broke up families and friendships. This is an aspect I wanted to explore—how an idyllic situation turned into a hellish one." Munsur Ali said. The single most important message of the film is the need to respect one's own identity and the identity of others.¹⁰

Ever since the Pakistan military forces started systematic massacre of the people of Bangladesh, streams of refugees started pouring into India from across the border. During the genocide of 1971 engineered by the Pakistani military forces in East Pakistan, almost ten million refugees fled from their dwelling places and sought asylum in India especially in the states of West Bengal and adjoining other states.¹¹

The War of 1971 remains, for a generation of West Bengalis, the tantalising possibility of some form of United Bengal. It was also an equalising moment when the Bengali Muslims asserted themselves as being steeped in the same culture, and used that culture as a weapon. The War of 1971 functioned as a space where West Bengal could imagine that the wounds of Partition would finally be healed, at least at a symbolic level.¹²

The Bangladesh Liberation War remains a debatable issue. It has many complex and contradictory matrix that need to be sort out by the historians. But the trajectory that shrouded that was should be interpreted in line with socio-cultural perspectives. The history of Bangladesh has been distinctively shaped by a set of primordial socio-cultural, linguistic and religious identities. The socio-cultural system around which modern civilization has grown up in Bengal is derived from a distinctive cultural and religious ideology. But the members of Bihari community are still facing discriminations. The Bengali identity, which is an exclusive one, over the years, has turned into an alien other. Attempts are made to connect a unique linguistic

on religious identity within Bangladesh have tended to ignore the multiple identities around issues of language, class and profession and this has occasionally served to incense confrontation and violence. The consolidation of democracy and the maintenance of a vibrant civil society is the best remedy for secular identity within Bangladeshi society. Bengali culture is mainly inclusive, tolerant and suffered on several occasions. People have struggled to maintain these basic values for fighting the war against Pakistan in 1971. India and Bangladesh have succeeded in maintaining cordial relations in various fields, but the migration issue is still persistent.

References

1. Chakrabarti, S.K.—*The Evolution of Politics in Bangladesh*. Associated Press; New Delhi : 1947-1978, p. 215.
2. Naik, J.A.—*India China and Bangladesh*, New Delhi : 1992, p. 7.
3. Johnson, A. G. *The Blackwell Dictionary of Sociology : A User's Guide to Sociological Language*, Cambridge: A : Blackwell, 1995.
4. Chakrabarty, S.—“*The emergence of a nation : from Pak patriotism to Bengali nationalism*” in K. Chaudhury, eds. *A Nation is Born*. Calcutta; Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti, 1947.
5. Siddiqi, Dina M. Tasleema Nasreen and other—*The contest over gender in Bangladesh*. In Herbert L. Bodman & Nayerh Tohidi (Eds), *Women in Muslim Societies : Diversity within unity*. Lynne Rienner Publisher; London. 1998, p. 205-227.
6. Hussain, Khalid—“An Urdu-speaking Bihari in Bangladesh,” (2009) Web 5th May 2018 from <http://www.un.org/en/letsfightracismhussain.shtml>.
7. <http://www.everyculture>. Web 6th May 2018.
8. Yatindra, Bhatnagar—*Bangladesh : Birth of a Nation*, Indian School Supply Depot, Publication Division, Delhi, 1971.
9. Weiner, Myron—“Rejected People and Unwanted Migrants in South Asia”, *Economic Political Weekly*, 21 August (1993), p. 3.
10. Chattopadhyay, Suhrid Sankar—“A War and Liberation”, *Frontline*, 25th December, 2015.
11. Lutha, P.N.—“Problems of Refugees from East Bengal”, *Economic Political Weekly*, 11th December (1975), p. 24.
12. Mohaiemen, Nueem—“Flying Blind : Waiting for a Real Reckoning on 1971”, *Economic Political Weekly*, 46 (2011), p. 47.

স্বামী বিবেকানন্দ

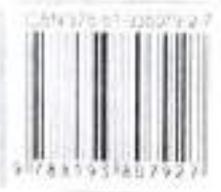
ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে ১৫০ বছর পেরিয়ে



সম্পাদনা : আনন্দময় ভট্টাচার্য

স্বামী বিবেকানন্দ : ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে ১৫০ বছর পেরিয়ে

সম্পাদনা : আনন্দময় ভট্টাচার্য



SWAMI VIVEKANANDA
BHARATBARSER PREKSHITE 150 BACHHAR PERIYE

A collection of essays in Bengali

Edited by ANANDAMAY BHATTACHARYAY

Published by Jaysree Prakasani, 3/1 Vidyasagar Street

Kolkata-700 009, Phone : 7449417211

jaysreeprakasani@gmail.com

₹ 300.00

ISBN : 978-81-938079-2-7

© রাইপুর বুক মহাবিদ্যালয়

জয়ন্তী প্রকাশন প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৮

প্রচ্ছদ : কল্পতরু

অক্ষরবিন্যাস :

সুবোধ প্রেস

৬, জলিমতলা লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের কোনও

মধ্যমের সাহায্যে কোনও রকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।

এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জয়ন্তী প্রকাশনীর পক্ষে ৩/১ বিদ্যাসাগর স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত

এবং দে'জ অফসেট ৩/২ মহেশ্বরতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৪৬ থেকে মুদ্রিত

বর্তমান ভারতকে

স্বামী বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তা ও আজকের ভারত :	
পত্রাবলীর নিরিখে—সৌমিত্র কুণ্ডু	১৫৬
কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত	
একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা—ঝুমুর বসু	১৬৮
স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা :	
একটি সংক্ষিপ্ত অনুধ্যান—এনাফী ভট্টাচার্য দত্ত	১৭৭
স্বামী বিবেকানন্দের ভারত ভাবনা—পার্থসারথি রজক	১৮৩
সাম্প্রদায়িকতার নিরিখে স্বামীজির সাম্যবাদ—সুখেন্দু নাথ	১৮৮
স্বামী বিবেকানন্দ : স্ত্রী-শিক্ষা—সোনালী ঘোষ	১৯৪
স্বামী বিবেকানন্দের মানবকেন্দ্রিক ধর্মবোধ-	
একটি দার্শনিক আলোচনা—অঞ্জন কর্মকার	২০০
Swami Vivekananda : His Influence As a	
True Karmayogi In Contemporary India—Joyita Banerjee	২০৮
The Relevance of Swami Vivekananda in	
Contemporary India—Ajit Debnath	২১৩
Spiritual Nationalism And Swami Vivekananda :	
A Reader's Reappraisal—Dipanjoy Mukherjee	২১৯
Relevance of Swami Vivekananda's thoughts in the	
present context of Women Empowerment—Sourovi Thakur	২২৫
Swami Vivekananda's Reply to the West : Nation and	
Nationalism in Lectures from Colombo to Almora	
—Dolon Ray	২৩৩
লেখক পরিচিতি	২৩৮

... ideal of *Karma-Yoga* amongst young generations and spread this *Yoga* as wide as possible so that we can live a peaceful, spiritual life which reflects Swamiji's principles and ideas to the fullest. In fact, if we can keep in mind the four '*Yogas*', particularly '*Karma-Yoga*' not in word but in deed also, we can make our motherland a better place to live in and there will be harmony all around us.

For his immense contribution to Indian nation, the great poet, Rabindranath Tagore once said to Romain Rolland,

"It you want to understand India, study Vivekananda, in him everything is positive, nothing is negative."

Again, in 'Discovery of India', Prime Minister Jawaharlal Nehru remarked,

"Rooted in the past, and full of pride in India's heritage, Vivekananda was yet modern in his approach to life's problems, and was a kind of bridge between the past of India and her present."

I would like to conclude my paper by quoting Swami Vivekananda,

"Work unto death-I am with you, and when I am gone, my spirit will work with you."

The Relevance of Swami Vivekananda in Contemporary India

Ajit Debnath

Introduction

Vivekananda was one of the greatest intellectuals and prominent figures in India in the early 20th century whose personality was almost unparalleled in its comprehensiveness and deep sensitiveness to the evils prevalent in the socio-economic, political and moral structure of the country. His philosophical bend of mind absorbed thought provoking philosophy of J. S. Mill, Spencer, Comte, Aristotle, Hegel and Plato and beautifully blended his mystic consciousness with the absolute of the monistic idealists. This religious consciousness helped him to root out those social practices that are barriers to the realization of spirituality in the lives of the deprived and the unprivileged. He accepted the spiritual and moral essence of Hinduism, which according to him, was the essence of all the great religions of mankind. Although he took to sanyas, but for him, sanyas was not to be seclusion from the intricacies of living and its responsibility towards society, but an instrument of cooperation, an institution to serve the nation.

Although Vivekananda had sound knowledge of the Vedantic texts and Western thought, he did not propound a new kind of philosophical system. But he tactfully aligned his spiritual outlook with modern and practical point of view. He purged Hinduism of dogmas and raised the banner of universal truth for the welfare of mankind. The concept of *seva*(service) is of utmost importance of his life. Vivekananda's stated objective was,

'to bring to the door of the nearest, the poorest, the noble ideas that the human race has developed both in and out of India, and let them think for themselves.'

Social regeneration was to be constituted primarily of a religious

awareness of the human as a reflection of God, as religion was the lifeblood of India, and for any movement to endure in the direction of social change in the country it would ideally need to ground itself on the plane of religion. His social movement was extremely progressive and against any kind of privileging ideas or positions of the society. He came down heavily on the notions of caste superiority. He also castigated the institutional and structural injustices that were perpetuated by the state. Therefore, he laid much emphasis on building up a sense of responsibility at both individual and collective levels for removing discrimination and injustices in the society. Mutually protective and inclusive social structure was his primordial objective.

Religion

Hinduism is nothing but a set of shared myths, beliefs and conception acceptable to all. The basic character of Hinduism is plurality, understanding, non-violence and tolerance. Vivekananda's concern was to create a religion that was rational, linear, masculine and non-erotic. But he was equally vocal and skeptical about self-assumed identities and questioned the authority of traditionally privileged individuals, icons and texts. He found the real essence of India's religion in the observance of love, service, sacrifice and renunciation which make people brave, courageous and pure. He linked a superior conception of God in Hinduism to a superior conception of brotherhood, tolerance, and social outcome. For Vivekananda,

"the Hindoo religion does not consist in strategies and attempts to believe a certain doctrine or dogma, but in the realizing, not in the believing, but in being and becoming."²

Vivekananda was realistic enough to realize the truth that religion was not for empty stomachs. He elevated commitment to the deprived, to the plane of religious duty. The performance of this duty is redemptive for the benefactor. This could be related to justice and dignity in matters of institutional aid to the dispossessed and the destitute. Thus, Swamiji in his compassion for the downtrodden said

"...but the crying evil in the East is not religion- they have religion enough- but it is bread that suffering millions of burning India cry out for with parched throat. They ask us for bread, but we give them stone. It is an insult to a starving man to teach him metaphysics."³

Vivekananda's philosophy of religion was universalism, humanism and spiritual idealism encompassing not a few sections of affluent people but the masses. He aspired for a universal religion, that is, "a religion that will be equally acceptable to all minds... [and] must be equally philosophic, equally emotional, equally mystical, and equally conducive to action."⁴ His religious stance was to uniquely serve the social good in a modernizing and globalizing the society.

Education

The main focus of this modern education is human resources development. Every individual has to become a source for the society. That is every educated person will be a useful member of the society. Dr. Ambedkar said, "An educated person without value, morality is more dangerous than a beast." According to Vivekananda,

"Education is not the amount of information that we put into your brain and runs riot there, undigested, all your life. We must have life building, man making, and character making assimilation of ideas. If you have assimilated five ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library."⁵

According to Vivekananda, our women, should be educated as to, make women strong, fearless, and conscious of their chastity and dignity. It has been said that so long as woman was regarded mainly as a vehicle for sex gratification and a cheap housekeeper combined, so long as it is thought that "the noblest thing any woman can do is to be a good wife and mother,"⁶ so long as women are not gladly and consciously recognized by men to be a part of the human race as well as bearers of it, that long will the ideal of the family leave much to be desired and the actual family remain a heavy sociological problem.⁶ Swami Vivekananda was a leader of epic proportions. He had extremely clear plans about human development. In his scheme for the upliftment of mankind, he had a very special place for the development of India. If humanity had to achieve progress, it was vital that India should develop and become vibrant. Without a vibrant India, mankind has no hope of even survival, let alone progress! Therefore, he worked out a detailed plan of how India could be developed. Again and again, we find him telling 'Women and the masses—these have to be developed first of all.' Repeatedly he said that development of women and the common people took precedence

over everything in India. In an era of consumerist western culture, women in particular soft targets and everything is product of today and hence marketable in the globalized market of capitalism. Hence, we must revert to Vivekananda, He says,

"The ideal women in India are the mother, the mother first, and the mother last. The word women calls up to the mind of the Hindu motherhood; the God is called mother."

Women should get proper education. He explained that both the teacher and the student are active participants in the teaching-learning process. The teacher should not consider the student as a mere physical being but as a living dynamic mind trying to manifest the light of the infinite soul. He should rouse the creativity within by igniting the mind. Constructive education caters to the inner development of human personality and develops a more conscious vision of social life. It also paves the way for developing a feeling of nationalism and international understanding. Vivekananda's philosophy of education is based on universal principles of morality, ethics, tolerance ideals of synthesis and harmony.

Society

The great Russian thinker and revolutionist Plekhanov says that a great man is great because

"he possesses qualities which make most capable of serving the great social needs of his time, needs which arise as a result of general and particular causes. A great man is precisely a beginner, because he sees further than others and desires things more strongly than others."

Society does not move itself. Social phenomenon is continually in the process of becoming. But it requires cognition to understand that phenomenal process. He who understands that process and can mould it is the epoch-maker. Thus, the role of the individual in history is an undisputed fact. We find that kind spirit and force in Vivekananda. Vivekananda vouched for a society in which the idea of peaceful co-existence, pluralism and respectable forms of beliefs could live side by side without any chaos and differences. Vivekananda was very much aware about the importance of believing in God, in one's life. So he, expressed,

"Social reform is not possible without spiritual reform."

Society is formed by individual human being. Hence, if these people believe in ultimate authority, they will feel accountable to that

authority and refrain from all evil deeds. His attitude will lead the society towards goodness, progress. This is known as good human character. Spirituality does not necessarily mean following any particular mode of God's appreciation. For him religion is the means by which social harmony, social growth, social regeneration and social upliftment is to be achieved. Therefore, religion is not only confined to the four walls of self-interest, it is rather a broad concept, an indicator of just and equal social structure and universal understanding. The main objective of Vivekananda is to cater to the basic needs and requirements of the society. To him religion was not the negation of reality. He wanted to live in society and performed his duty for the betterment of society. He retorted that increasing value of all individuals concomitantly increased the value of the welfare of the society. He reiterated that social injustices were so much linked to the impressive cultural heritage of the country. Therefore, to rectify these entrenched injustices, he prescribed a joint responsibility undertaken at both the individual and collective levels.

Vivekananda realizes that freedom is the watch word of spirituality. Without ethical and moral upliftment freedom can by no means be achieved. Vivekananda maintained that religious harmony was equally indispensable for the development of individual personality in the social and economic spheres. To him society was a social agent and it should not put any barrier to individual freedom. His realization is that freedom is the prerequisite condition to preserve the rights of individuals in the society. Without equality of rights liberty becomes meaningless. For him freedom is a natural phenomenon of all individuals. In his words,

"Liberty does not certainly mean the absence of obstacles in the path of misappropriation of wealth etc, by you and me, but it is our natural right to be allowed to use our own body intelligence or wealth according to our will, without doing any harm to others."¹⁰

Finally, Vivekananda was on a mission of his own. To purify and to modernize his countrymen's faith Vivekananda presented his liberal, human, yet scientific Hinduism as the path to peace, progress, and self-possession. Vivekananda's Hinduism was so universal, so accepting of contrary faiths, that it deserved unique respect. In a time of besiegement of parochialism, bigotry and sectarianism differences based on caste, creed and religious affiliations should be put aside and a common venture should be undertaken on the basis of unity and

mutual understanding and social good in order to achieve the goal and ideal of Vivekananda. In the present scenario we are beset by various problems, to overcome these pressing problems we should launch a collective venture to inculcate a collective social conscience, perception of pluralistic society, international cooperation and understanding in line with the ideals and philosophy of Vivekananda. In view of current debate we should need a search for spiritual solace which we can easily find in the philosophy of Vivekananda. Today the world realises that to bring peace there is no other ideology more proper than this. Therefore, Swami Vivekananda's messages are more relevant in present times than ever before.

References

1. Swami Vivekananda, *The Complete Works of Swami Vivekananda*, vol. v, 1947, p. 25.
2. Reported in the *Chicago Tribune*, September 21, 1893, 2; Vivekananda, "Impromptu Comments," in Seager, *Dawn of Religious Pluralism*, 336.
3. *The Chicago Addresses of Swami Vivekananda*, Advaita Ashram, Calcutta, 1989, p. 36.
4. Vivekananda : *The Yogas and Other Works*, ed. Swami Nikhilananda. (1953, Third Printing. New York. Ramakrishna-Vivekananda Centre, 1984), p. 394; "The Ideal of a Universal Religion" (New York, January 12, 1896).
5. The Future of India, Wikisource. Accessed 10 April 2018. and Swami Vivekananda quotes, 2012. jnanagni.com
6. Wolfe, A.B. *Proceedings of American Sociological Society*, vol. III, p. 60.
7. Hooda S K, Sarika. Views of Swami Vivekananda on Philosophy of Education in relevant to Modern Society, *International Journal of English Language, Literature and Humanities*. 2014; 2(2) : 127-33.
8. L. Sharkey and S. Meston: "Dialectical and Historical Materialism" 1995. p. 123.
9. *The Complete Works of Swami Vivekananda* 1926. 1984-87; vol. v, p. 74.
10. Swami Vivekananda, *The Complete Works of Swami Vivekananda*, vol. v, 1947, p. 145.

Spiritual Nationalism And Swami Vivekananda : A Reader's Reappraisal

Dipanjoy Mukherjee

Swami Vivekananda saved Hinduism and saved India. But for him, we would have lost our religion and would not have gained our freedom. We, therefore, owe everything to Swami Vivekananda. —Sri C. Rajagopalachari

Humanism which is the key word to define the ideal import of religion is the sincere sentiment of sympathetic feeling for mankind. All the seers and prophets were born in India to disseminate this divine message of love and humanism. Sacred was the year 1863 which witnessed the blessed birth of Narendranath Dutta who was subsequently rechristened as Swami Vivekananda at the advent of his spiritual journey of monkhood. Swami Vivekananda was the embodiment of Hinduism, the incarnation of spiritualism and the epitome of nationalism. A talented Hindu monk, a prolific thinker, a passionate patriot, a spiritual reformer, a brilliant orator, an inspired poet, a subtle intellect and a humble humanitarian- all these qualitative designations are combined to form the magnetic personality of Swami Vivekananda. His teachers were astonished at his sharpened intellect and his argumentative ability. He felt immense interest in reading philosophical theories of Immanuel Kant, Auguste Comte, Herbert Spencer and John Stuart Mill. He was a voracious reader as well as a skilled athlete. With the sudden demise of his father in 1884 he had to lead a life of harrowing hardship. He wandered in search of his true vocation. He wanted to dispel the doubts in his mind about the presence of God. He became the devoted disciple of Ramakrishna Paramhansa Dev to satisfy his religious thirst of knowing the existence of God. The death of his spiritual guru in 1886 resolved all the chaotic conflicts in his mind. He had an intuitive vision of a life of a monk to spread the divine

PROF. BISHNUPADA MALIK

Itihas Anusandhan - 30

Collection of Essays presented at the 31st Annual Conference
of Paschimbanga Itihas Samsad
held at Department of Ancient Indian History and Culture,
University of Calcutta

PEER-REVIEWED VOLUME

ISBN : 978-81-910874-7-5

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি, ২০১৬

কপিরাইট
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

প্রকাশক
সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ
১, উডবার্ন পার্ক
কলকাতা ৭০০ ০২০

বর্ণ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

ঔপনিবেশিক শাসনে বাঁকুড়া জেলায় মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার উন্মেষ ও প্রসার

বিষ্ণুপদ মালিক*

ঔপনিবেশিক ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দশক থেকে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত বাংলার মুসলমান শাসনে প্রচলিত ইসলামিক শিক্ষা ধারাবাহিকভাবে গড়ে উঠেছিল। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলিম শিশুদের শিক্ষার আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্ব ছিল 'বিসমিল্লাহ'। অর্থাৎ চার বছর চার মাস বয়সে মুসলিম বিদ্যার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার প্রথম পাঠগ্রহণ করত মসজিদে বা বিদ্যালয়ে।^১ W. W. Hunter ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে Report of Education Commission-এ প্রচলিত শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যে, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ছিল টোল। আর মুসলিমদের আরবি ও ফার্সি শিক্ষার জন্য ছিল মসজিদ এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য ছিল মাদ্রাসা। এই কমিশনে আরও বলা হয়েছে যে, বাংলার জনজীবনে পাঠশালা গড়ে সবই ছিল ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান।^২ মুসলমান শাসনে মূলত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোরানকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় অনুশাসনের দিকগুলিকে আরবিভাষায় শিক্ষার্থীকে শেখানো হত। বাংলার গ্রামগুলিতে মাদ্রাসা, মসজিদ ও মসজিদ তৈরি হয়েছিল স্থানীয় শাসক, উলেমা, সুফি, আমীর-ওমরাহ ও মুসলিম জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায়।

ব্রিটিশ শাসনের আগে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারত না। আসলে, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল মুসলমান সমাজে শিক্ষার্থীকে একেবারে গোঁড়া ধর্মান্বিত মুসলমানে পরিণত করা। লক্ষ্য ছিল নিজ নিজ ধর্ম ও ধর্ম অনুমোদিত সামাজিক কাঠামোর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য পরায়ণ হিসাবে গড়ে তোলা।^৩

বাংলার এই মুসলমান সমাজ আরবি ও ফার্সিকে কেন্দ্র করে ঐতিহ্যবাহী সমাজ ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে চেয়েছিল আর এই ভাষাতেই মধ্যযুগীয় রাজ আনুকুল্যে মুসলমানেরা জীবিকা ও রুচি হিসাবে সাহিত্যের উন্নতির জন্য কোন পরিপূরক অন্য ভাষাকে মেনে নিতে পারেনি। অন্যথায় ব্রিটিশ রাজানুগত্যের বিনিময়ে পাশ্চাত্য ধর্মের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে তারা গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। সুতরাং মুসলমানদের

* সরকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রামানন্দ কলেজ

Satabarshe Pratham Biswayuddha Itihas O Sahitya
Edited by Dr. Pradip Kuma Mondal, Prof. Asutosh Biswas

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১৬

গ্রন্থস্বত্ব : মানভূম মহাবিদ্যালয়

প্রকাশক সহায়তা : ব্যঞ্জনবর্গ

মুদ্রক : জয়শ্রী প্রেস

ISBN : 978-93-84729-36-3

মূল্য : ৩০০ টাকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে স্বদেশী শিক্ষা ও চেতনা - একটি প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা

বিষ্ণুপদ মালিক

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শতবর্ষের পরও যুদ্ধের পশ্চাৎপট নিয়ে যে বিতর্ক তা আজও শেষ হয়নি। পৃথিবীতে এখন বইছে যুদ্ধ পরবর্তী সমস্যার জের। আসলে যুদ্ধে কেউ জেতে না শুধু নিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট জন্ম দেয়। সৃষ্টিশীল মানুষের কাছে নৈরাশ্য নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধে ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশ মনে করেছিল যুদ্ধ খুব কম সময়ে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম রনাক্ষনে ছাড়াও ঔপনিবেশে ও এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দেশই নিজস্ব কারিগরী বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে কম সময়ে বিধ্বংস মারনাজ্ঞ তৈরি করে যুদ্ধে জয়ী হতে চেয়েছিল।^১ সমস্ত পুরুষকে এই যুদ্ধে যোগদান বাধ্যতামূলক করেছিল। ফলে দেশে উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধরে রাখার জন্য মহিলারা এগিয়ে আসে। দেশের বিপদে মহিলারা নিজেদেরকে সামিল করেছিল।^২ সুতরাং যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এই দেশগুলির মধ্যে যে জাতীয় চেতনার স্ফূরণ ঘটেছিল - তা এই প্রবন্ধটি দেখানোর হয়েছে মাত্র। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ শক্তির উপনিবেশ ভারতে এর প্রভাব পড়েছিল। মূলত; বাংলার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকারী নেতারা কিভাবে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল এবং তাৎক্ষণিকভাবে কারিগরী বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে অস্ত্রশস্ত্র এবং বোমা তৈরি করে ব্রিটিশ শক্তিকে পরাজিত করে যে, স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়েছিল - তার মাধ্যমে স্বদেশী চেতনার জাগরণ ঘটেছিল তা আলোচিত হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে ২৮শে জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনার মধ্য দিয়ে। চার বছর বাদে ১৯১৮-এর ১১ই নভেম্বর জার্মানি যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে সই করলে এই যুদ্ধ শেষ হয়। এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষ জিতেছিল। তাই সরকারিভাবে জার্মানি ও তার মিত্রদের যুদ্ধের জন্য দায়ি করা হল।^৩ যুদ্ধের পর ঐতিহাসিকরা যুদ্ধের কারণ খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কাজটা একেবারে সহজ ছিল না। গত শতাব্দী জুড়ে তা নিয়ে চলছে সমান বিতর্ক। যুদ্ধের ফল সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কিন্তু জার্মানবাসীর মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক যেমন এরিক ব্র্যান্ডেনবার্গ (১৯২৭), পিয়ের রেনুভাঁ (১৯২৫), হ্যারিবার্নস (১৯২৬) বার্নডট প্লিট (১৯৩০) বিশদে যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের লক্ষ ছিল যুদ্ধের জন্য দায়ি দেশগুলিকে খুঁজে বের করা।^৪

মানবাধিকার : স্বরূপ ও তার প্রতিষ্ঠা

মুখ্য সম্পাদক : ড. সেখ সিরাজুদ্দিন

সহযোগী সম্পাদক : ড. বিধান মুখোপাধ্যায়



দেশ প্রকাশন

অফিস : কক্সবাজারী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্লাট-৩০৩, ৪৬ বসন্তীতলা স্ট্রিট, রিবড়া, ঢাকা

MANABADHIKAR : SWARUP O TAR PRATISTHA
Edited by Shaikh Sirajuddin, Dr. Bidhan Mukhopadhyay
Published by Desh Prakashan, 65, Strand Road, Kolkata-700 006
Price : 150.00


Dr. Bidhan Mukherjee
H.O.D.
Bengali Deptt.
Saldiha College

প্রথম প্রকাশ : ২০১৬

প্রচ্ছদ : সুবোধ বারুই

ISBN : 978-93-81678-73-2


Principal

Saldiha College
Saldiha, Bankura

প্রকাশকের পক্ষে ৬৫, স্ট্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে
মতিউর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত, বর্নসংস্থাপনে সুবোধ প্রেস,

৬, ডালিমতলা লেন, কলকাতা-৬, পুবারুণ প্রেস,

১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ১৫০ টাকা

VIOLATION OF HUMAN RIGHTS OF WOMEN IN ANCIENT INDIA : A HISTORICAL PERSPECTIVE

Bisnupada Malik

In the last decades of the twentieth century there arose a burning issue within our society which is the popular dialogue between human rights violation-issues and developmental issues. We also know that "all human rights are universal, inviolable, interdependent and interrelated." But human rights of women were violated from the ancient to modern times in our society. So, I am intending to highlight in my paper that the social and economic position of women and the question of violation of human rights of women of our society from ancient time to present age are still existent. It is well known that in the ancient India there was no concept of "universal human rights." Ancient societies had elaborate systems of duties that are conceptions of justice, political legitimacy and human flourishing that sought to realize human dignity flowering or well-being entirely independent of human rights.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. Human rights embody the fundamental values of human civilization. Position of women throws considerable light on the cultural development of any society. Our Indian Hindu society is not an exception to it. In all patriarchal societies, of ancient time, sons occupied a better status than daughters. We can assign two reasons; firstly-social security and secondly, economic superiority. Social security depends on success in war; sons could be more useful as warriors than of daughters. Further, economically as well as either in agricultural works the son could be earn more than a daughter, its main causes were the inferior status of women as compared to that of men in all patriarchal societies in ancient India.¹

Aspects of Tribal Culture

Edited by
Goutam Buddha Sural



Published by
Santi Griha, Tribal Peace and Reconciliation Centre,
Diocese of Durgapur, CNI
&
National Council of Churches in India

Santi Griha, Tribal Peace and Reconciliation Centre,
Diocese of Durgapur, CNI

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, without written permission from the publisher.

© Publisher, 2015

Cover Design : Sri Mahadeb

ISBN : 978-93-82270-06-5

Composed by : Samir Kumar Goswami, Bankura
and Printed at A. T. Press, Bankura

Tribe as an 'Indigenous People' : A Socio-Historical Perspective

Bishnupada Malik
Asstt. Prof. in History
Ramananda College, Bishnupur.

The word 'Adivasis, is really a general term, which has no specific legal de jure connotation. The term 'scheduled tribe' has a fixed meaning because it enumerates the tribes. Otherwise, the tribal populations basically relate to two major characteristics- firstly, own language and secondly, own culture. We may identify them by these criteria. The term 'indigenous people' that expresses the idea same as 'native' was used during the colonial period. (Dr. B.R. Ambedkar)

Recently, the conflict has risen between the word 'Indigenous' and 'non- indigenous' people in our country. According to many scholars tribes are actually indigenous people of our country. But who are non - 'indigenous people'? Why are the tribes called 'indigenous people'? These types of questions come to the mind of the scholars' but the questions remain unanswered. This paper deals with the possible implications of the terms and the differences they express. It would also be attempt to answer the different questions mentioned above.

Indigenous people have been denoted as 'primitives' or 'uncivilized'. These terms were common during the European colonial expansion, but still continue in modern times. Some philosophers such as Thomas Hobbes considered indigenous people to be merely 'savages,' while others are purported to have considered them to be "noble savages."

After the World War I, many Europeans came to doubt the effectiveness of the ideas of civilized peoples. At the same time the anti colonial movements and new thoughts challenged the old ideas and argued that words such as 'uncivilized' and 'savages' were products and tools of colonialism. In the mid-20th century European attitudes began to shift and they started propagating

**Tribal Rebellion : Anti-Colonial Movement in
Jungle Mahal from 1767AD to 1832AD**

A Collection of Essays (Bengali & English)

Edited by

Anup Kumar Mandal

First Edition : June 2017

© P. R. M. S. Mahavidyalaya

Cover Design: Kamallesh Nanda

ISBN 978-93-85248-84-9

Published by Kamallesh Nanda on behalf of

Kabitika, Rangamati, Medinipur, Paschim Medinipur, 721102

& Printed by Santi Mudran, 32/3 Patuatola Lane, kolkata-9

Website: www.kabitika.com e-mail: kabitika10@gmail.com

Mob.: 98321 30048

Rs. 175.00

জঙ্গলমহলে ব্রিটিশ বিরোধী দলিত আন্দোলন ও রাণী শিরোমণী

বিষ্ণুপদ মালিক

বীকুড়াকে সদর দপ্তর করে ব্রিটিশ সরকার 1805 খ্রিঃ XVIII নং Regulation দ্বারা বাংলার দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্তে একটি আলাদা করে 'জঙ্গলমহল' নামে জেলা তৈরি করেন। এর মধ্যে বীরভূম, বর্ধমান এবং মেদিনীপুরের বেশ খানিকটা অংশ নিয়ে এই জেলাটি গঠিত হয়েছিল।^১ আসলে ব্রিটিশ সরকার ঘনজঙ্গলে পরিবৃত ও প্রচুর বনজ সম্পদ এবং তার সাথে ভূমিকেন্দ্রিক রাজস্ব ও কর আদায়ের জন্য অর্থনৈতিক লোভলালসা কিছুতেই সামলাতে পারছিলেন না। এই সময় সরকার এই অঞ্চলটিতে ক্রমাগত রাজস্বের হার বাড়িয়েছিলেন। এই বর্ধিত রাজস্বের হার বর্ধমান রাজার অধীন জমিদাররা সহজে মেনে নিতে পারেন নি। যেমন পঞ্চকোটের রাজা এটি সহজভাবে মেনে নেয় নি।^২ শুধু তাই নয় পঞ্চকোটের অধীন সমস্ত সামন্তরাজারা মেদিনীপুরের চাকলাকে কোনরূপ বর্ধিত রাজস্ব দিতে অস্বীকার করে। মেদিনীপুরের চাকলার অধীন কর্ণগড়ের রাজা এর মধ্যে ছিল অগ্রগণ্য।^৩ এই আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিলেন কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণী। এই আন্দোলন একদিকে ব্রিটিশ বিরোধী হলেও অভ্যন্তরে স্থানীয় ব্রিটিশদের অনুগত মহাজন ও দালালদের বিপক্ষে শোষণ ও অত্যাচারের ইঙ্গিত দিচ্ছিল। যেহেতু রাণী শিরোমণীর বংশকুল অনার্য ও নিম্নবর্ণের সেজন্য এই আন্দোলন নিচুচলার মানুষদের কাছে মুক্তির অন্য এক স্বাদের মাত্রা এই আন্দোলনে দেখা যায়। এই আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী দলিত আন্দোলনের অংশ ছিল কিনা তা এই প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

কর্ণগড় রাজ্যের পরিচয়

মেদিনীপুর শহরের উত্তরপূর্ব কোণে দশ কিলোমিটার দূরে ভাদুতলার পূর্বে একটি জায়গা

Anti-British Movement in
South West Bengal (1799-1857):

A New Phase of Indian Freedom Movement

Edited by

Nirmal Chandra Mudi

kabitika

କବିତ୍ତିକା

Anti-British Movement in South West Bengal (1799-1857):

A New Phase of Indian Freedom Movement

A Collection of essays (Bengali & English)

Edited by

Nirmal Chandra Mudi

First Edition : April 2017

© Kashipur Michael Madhusudan Mahavidyalaya

Cover Design: Kamalesh Nanda

ISBN 978-93-81554-68-5

Published by Kamalesh Nanda on behalf of
Kabitika, Rangamati, Medinipur, Paschim Medinipur, 721102
& Printed by D.D.& Co., 65, Sitaram Ghosh Street, kolkata-9

Website: www.kabitika.com e-mail: kabitika10@gmail.com

Mob.: 98321 30048

Rs. 200.00

\$ 10

দিকু ও নিম্নবর্ণের বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর সম্পর্ক : স্বাধীনতার এক অন্য ধারা

বিষ্ণুপদ মালিক

সাঁওতাল বিদ্রোহের একটি বিশেষ দিক ছিল সাঁওতালদের সাথে দিকু বা অ-সাঁওতালদের সম্পর্ক। সাঁওতাল সমাজের বাইরে যে সমস্ত নিচুজাতের মানুষ ছিল, যাদের আচার, ব্যবহার, ধর্ম ও স্বভাব তখনও উপজাতিদের মত ছিল।^১ বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের জেলাগুলিতে ছিল এত আদিবাসী অধ্যুষিত ও নিম্নবর্ণের প্রান্তিক উপজাতি গোষ্ঠীর বসবাস। সাঁওতালরা যখন পাহাড় থেকে সমতলে জীবিকার জন্য পাহাড়ের পাদদেশে সংলগ্ন গ্রামগুলিতে আসতে থাকে। তারপর তা সাঁওতাল বা দিকুদের সাথে তাদের পরিচিতি ঘটে। সাঁওতাল সমাজ এই দিকুদের প্রথম থেকেই সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে।^২ বিশেষ করে যে সমস্ত হিন্দুদের উচ্চবর্ণের মানুষ যারা ব্রিটিশ শাসনে মহাজনী, সুদখোর, জোতদার-হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল, এদের সঙ্গে সাঁওতাল সমাজের বিদ্বেষ, ঘৃণা, সন্দেহ ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে। কেননা এরা যেন-তেন ভাবে হিন্দুদের নিম্নবর্ণের উপজাতি গোষ্ঠী ও সাঁওতালদের ঠকিয়ে ধনসম্পত্তির প্রভূত অধিকারী হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেত। কিন্তু এর বাইরে সাঁওতালদের সাথে নিম্নবর্ণের বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সাঁওতালরা যখন বুঝতে পারে এই বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের সহযোগী তখন তাদের সাথে আপোষ করে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয়।^৩ যৌথভাবে ব্রিটিশ কর্মচারী, মহাজন ও জমিদার, জোতদার এবং সুদখোরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলে। নিম্নবর্ণের বৃত্তিজীবী মানুষেরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য একটা নিজস্ব pattern এ সাঁওতাল সমাজের বাইরে তারা গড়ে তুলেছিল।^৪ স্বাধীনতার জন্য কেমন এ ধারা ছিল তা এই প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। এদের কাছে স্বাধীনতার স্বপ্ন কেমন ছিল তা তারা কিভাবে গড়ে তুলেছিল সেটাই হলো আলোচনার বিষয়।

**Selected Essays on Urbanization, Urbanism
and Urbanity: Bankura, a Bengal District
in 19th & 20th Century**

Edited By

Ranjan Kumar Mandal



Damodar Group

*Selected Essays on Urbanization, Urbanism and Urbanity:
Bankura, a Bengal District in 19th and 20th Century*

Edited Volume

© Junbedia Folklore Welfare Society, Bankura

*The editor is no way responsible for the
views expressed by the authors in their
articles included in the volume.*

First Published : July 1, 2017

ISBN : 978-93-85775-08-6

Price : Rs. 100

Printed & Published by
Damodar Group
54/1, Kachari Road,
Burdwan-713101
West Bengal, India

CHAPTER-III

Transformation from Indigenous Education to Colonial Education in Bankura: Role of District Board

Bishnupada Malik

With the above object in view, as described in the title, this paper of study will deal with the different ways in which the Government attempted to extend its control over the pathasalas and analyze the significance of the various reforms introduced. Secondly, attempts of the transformation of primary education as carried on by the Municipal and District Board was created on the pattern of the Country Councils of England following the two introduced acts, i.e., the Municipal Act and Local Self-Government Act. Otherwise, the local self Government controlled the elementary education with their financial support and created separate educational administrative unit in Bengal District Bankura.

Bankura is a poor and backward district of Bengal. The Revenue surveyor in his report states that the general condition of the people as compared with that of adjoining districts to the East is one of the poverty. This is especially apparent in the jungle tracts.¹ Therefore, the district of Bankura was formerly known as 'Jungle Mahals' or 'West Burdwan'.² The south-east part of the district is low and flat. But to the north and west gradually rises and undulating rocks crop out and small knolls, covered with boulders and scribble jungle make their appearance and diversity breaks the monotony of the scene.³

The study area of present dimension of the district was attained in 1879, when the sub-division of Vishnupur (Bishnupur) was created. There were twenty two developed blocks covering the 19 police stations in the District.⁴ The present area of the district is 2,647

ঔপনিবেশিক বাংলায় কৃষক বিদ্রোহ

সম্পাদনা
সমর কান্তি চক্রবর্তী

রূপালী

Oupanibeshik Benglay Krisak Bidraho
Edited by : Samar Kanti Chakrabarty

প্রথম প্রকাশ : ২০১৮

© সম্পাদক

প্রকাশক

সূর্যেন্দু ভট্টাচার্য

রূপালী

সুভাষপল্লী, খলিসানী, চন্দননগর, ৭১২১৩৮

অফিস : ৩৩/১ এন. এস. রোড, কলকাতা-১

বিক্রয়কেন্দ্র : ২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

ফোন : ৯৪৩২০৬২৯২৮, ৮৪৭৯৯১২৩৬২

rupalipublication@gmail.com

ISBN : 978-93-81669-78-5

অক্ষর বিন্যাস

জি ডি আর কম্পিউটার সেন্টার

৬ডি, কৃষ্ণ রাম বোস স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০ ০০৪

মুদ্রক

গীতা প্রিন্টার্স

৫১এ, বামাপুকুর লেন

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ

দেবানীস সাহা

মূল্য : ৩০০ টাকা

ঔপনিবেশিক শাসনে দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় কৃষির শ্রেণি বিন্যাস একটি বিশ্লেষণ

বিষ্ণুপদ মালিক

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

মানব সমাজের ইতিহাসে ভূমির উপর অধিকার ও স্বত্বকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব তা শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস বলে বিবেচিত। এই শ্রেণি সংগ্রামের আলোকে জমিদারদের সাথে কৃষক গোষ্ঠীর যে পারস্পরিক সংঘাত তা শ্রেণি দ্বন্দ্বের ইতিহাস বলে মার্কসবাদী ঐতিহাসিক মনে করেন। ভারতীয় মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, যতদিন গেছে জমিদার ও কৃষক গোষ্ঠীর মাঝখানে পুঁজিবাদী ব্রিটিশ সরকারের তাঁবেদার হিসাবে মধ্যশ্রেণি বা মধ্যস্বত্ব ভোগীর উদ্ভব হয়েছে।^১

তবে প্রাক-ব্রিটিশ শাসন কাঠামোয় সামন্ততান্ত্রিক ও আধাসামন্ততান্ত্রিক শাসকেরা ভূমিকে কেন্দ্র করে সমাজে তাদের সর্বোচ্চ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু যতদিন গেছে উৎপাদনের মালিকানা স্বত্বকে ধরে রাখার জন্য নতুন নতুন শাসক শ্রেণির বিন্যাস ঘটেছে। আবার ব্রিটিশ শাসনে যখন কৃষিকে বাণিজ্যের রসির সাথে বেঁধে দেওয়া হল ফলে সারা দেশে পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে।^২ কৃষিকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ছাঁচে ঢেলে সাজানোর জন্য সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা অকাতরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে দেশীয় জমিদার ছাড়াও নতুন নতুন অর্থনৈতিক মধ্যশ্রেণি এই ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের সহযোগী হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলার এক মরিয়া প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।^৩ এই সুবাদে বাংলার গ্রাম্য সমাজে কৃষির উৎপাদন মুখিতা ঔপনিবেশিক সরকারের আদলে গড়ে উঠতে থাকে। ফলে সারা বাংলায় কৃষির শ্রেণি বিন্যাসে এক শ্রেণি কাঠামোর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।^৪ এর সাথে সমাজের নিম্নবর্ণের জনসাধারণ তাদের অবস্থান কৃষিকে কেন্দ্র করে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সারা বাংলায় কৃষি কেন্দ্রিক যে শ্রেণিচরিত্র তা বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠে। এই সময় বাংলায় দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশের জেলাগুলিতে এর প্রভাব কেমন ছিল। তা এই প্রবন্ধে আলোচিত হবে। বঙ্গতপস্কে,

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : জন্মসার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :
জন্মসার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

Ramananda Chattopadhyay :
Janmasardhasatabarsikite Fire Dekha

(গবেষণাপত্রের সংকলন / Anthology of Research Papers)

প্রকাশনায় : রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ
(Published by Ramananda College, Bishnupur, Bankura, West Bengal)

প্রকাশকাল : নভেম্বর, ২০১৭ (1st edition : November, 2017)

প্রকাশক : অধ্যক্ষ, রামানন্দ কলেজ (Principal, Ramananda College)

ISBN : 978-81-933848-1-7

গ্রন্থস্বত্ব : রামানন্দ কলেজ (Copyright : Ramananda College)
P. O: Bishnupur, Dist. Bankura, W.B., 722122
Ph. No. 03244-252059, E-mail : principalramanda@gmail.com
website : www.ramandacollege.org.

সম্পাদক : অধ্যাপক অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(Editor : Professor Anjan Kr. Bandhyapadhyay)

মুদ্রক : শ্রীমা প্রেস (Printed by : Srima Press)
বাসস্ট্যাণ্ড ও তিলবাড়ী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ফোন নং - ৯৪৩৪৬৫০৭৭৯
(Busstand & Tilbari, Bishnupur, Bankura)
(Ph. No. -9434650779)
email - srimapress.bsp@gmail.com

Funded by : University Grants Commission & Ramananda College

দাম : তিনশত টাকা (Rupees three hundred only)

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : জনসার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে রামানন্দের ভাবনায় ভারতবর্ষ : ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায় বিষ্ণুপদ মালিক

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বাঙালির জীবন ছিল পরিবর্তনের অভিমুখ। এই পরিবর্তন এসেছিল ইংরেজের সংস্পর্শে ও আংশিকভাবে ইংরাজি ভাষা জানার ফল হিসাবে। প্রথমদিকে এই পরিবর্তনটা প্রায় সম্পূর্ণরূপে শুধু আচার ব্যবহারে দেখা গিয়েছিল। ক্রমে এই পরিবর্তন মনোজগতে প্রবেশ করেছিল। সেটা ছিল ইংরেজি সাহিত্য পড়ার ফল। এই সাহিত্যচর্চা ও ইংরাজি ভাষা চর্চা শুরু হয় কলকাতায় ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হবার ফলে। এরপর ১৮৩৫ খ্রিঃ ব্রিটিশ সরকার ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন বলে স্বীকার করলে বাঙালির মনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব আরও বাড়তে থাকে। ১৮৫৭ খ্রিঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাঙালীর মনের নতুন রূপ সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে। এটা ছিল বাঙালির জীবনে 'রিনেসান্স' অথবা এই পরিবর্তনকে বাঙালির জীবনে 'মানসিক Revolution' বলা যেতে পারে।^১ এই পরিবর্তন কলকাতাকে কেন্দ্র করে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতা থেকে প্রায় একশো কিমি দূরে প্রান্তিক, সীমান্তবর্তী ও বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা বাঁকুড়াতে এর প্রভাব পড়ে। সুতরাং একদিকে ব্রিটিশ শাসনের জুকুটি, দান্তিকতা আর অন্যদিকে স্বদেশী হাওয়ার পরিমন্ডলে, অত্যন্ত মিষ্টবান দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে বাঁকুড়ার পাঠকপাড়ায় ১২৭২ বঙ্গাব্দে ১৬ই জ্যেষ্ঠ (ইং ১৮৬৫ খ্রীঃ, ২৮শে মে) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন।^২

রামানন্দ প্রথাগত দেশীয় বিদ্যাচর্চার উপর নির্ভর না করে ইংরাজি ভাষাকে আজীবন পাঠ্য করে ছাত্রজীবন থেকে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। শহরের পরিবেশ থেকে তাঁর উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দেশীয় সমাজ সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ এবং সমাজে বঞ্চিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের প্রতি গভীর সমব্যথী তাঁকে দৃঢ়-তেজস্বী হিসাবে গড়ে তোলে। তাঁর 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' -এর সম্পাদনার মধ্য দিয়ে প্রবাসী বাঙালির চিন্তাচেতনা ও গৌরবের ইতিহাস দেশের গভী ছাড়িয়ে বাইরে অগণিত মানুষের কাছে জায়গা করে নিয়েছিল। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে বিশ্বে একটি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত গড়ে উঠেছিল।^৩ ঠিক এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক যে সহযোগিতা তা আন্তর্জাতিকতায় পরিণত হয়। এই সুবাদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রোউইলসনের চতুর্দশ নীতির ১৪ নং ধারায় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য লীগ অফ নেশনস্ গঠনের কথা বলা হয়। League covenant -এ ভার্সাই সন্ধির প্রথম খন্ডে গৃহীত হলে তাতে League of Nations স্থাপিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল

PROF. MRINAL KANTI DHANK

ইতিহাস
অনুসন্ধান

৩০

ইতিহাস
অনুসন্ধান

৩০

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস অধ্যয়ন

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস অধ্যয়ন

Itihas Anusandhan - 30

*Collection of Essays presented at the 31st Annual Conference
of Paschimbanga Itihas Samsad
held at Department of Ancient Indian History and Culture,
University of Calcutta*

PEER-REVIEWED VOLUME

ISBN : 978-81-910874-7-5

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি, ২০১৬

কপিরাইট
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

প্রকাশক
সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ
১, উডবার্ন পার্ক
কলকাতা ৭০০ ০২০

বর্ষ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ
কাৰনিৰ্বাহী সমিতি : ২০১২-২০১৫

সভাপতি
কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়
সহ-সভাপতি
নির্বাল বসু
সম্পাদক
সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রা-সম্পাদক
সুচক্রা ঘোষ
কোষাধ্যক্ষ
কৌশিক সাহা

সদস্য
রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মহায়া সরকার, সুব্রাত দাশ,
সত্যসচি চট্টোপাধ্যায়, সুপর্ণা গুপ্ত, সিদ্ধার্থ গুহরায়,
রঞ্জিত সেন, অশ্বিনী কুমার দাস

ক্রীড়ামৌর্য পর্বেত্তর (১৯২২-১৯২৭) যুগ : মধ্যমী পাক্ষি ও ভারতের জনতীয়তাবাদী গণআন্দোলনের ইতিহাসে নিশেধ প্রভৃতির সময় : একটি পর্যালোচনা—মেবারতি ভরস্কদার	৪৬১	আধুনিক ভারত : চিন্তা-চেতনা	
বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীলংগে ও অন্যান্য বিদ্রোহী কলসমূহ : সংঘাত ও সমঝোতা—পলাশ মণ্ডল	৪৭৩	আদি আধুনিক কালপর্ব—অয়ন কুণ্ডু	৬১৯
সূর্য সেনের ফাঁসিতে নেত্র সেনের মায় : ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা— সুনীল কান্তি দে	৪৮১	বাংলা ও বাঙালি : রূপে রূপান্তরে—সোমশংকর রায়	৬২৭
ঔপনিবেশিক ভারতের সংরক্ষণ আন্দোলন : বাংলার সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ও পুনর্জন্মের প্রেক্ষাপট এবং প্রতিক্রিয়া—মনোশান্ত বিশ্বাস	৪৮৭	ইতিহাসের উপাদান হিসেবে জীবনী ও জীবনী রচনাতে ইতিহাস : এক ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ—বলরাম দাস	৬৩৫
'চৌড়াই চরিত মানস' ও কৃষক আন্দোলন—বিমল কুমার মণ্ডল	৪৯৬	ঔপনিবেশিক ভারতে মেয়েদের জেলখানা : সাহিত্যের দর্পণে আর ইতিহাসের দৃষ্টান্তে—সুকন্যা সরকার	৬৪৭
আগস্টবিদ্রোহ দমনে স্থানীয় সাহায্যকারীদের পুরস্কার প্রদান : একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান—কমলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০৮	জাতীয় সংগ্রহশালা ও ঔপনিবেশিক নীতি—মধুপর্ণা রায়চৌধুরী	৬৫২
নদিয়া জেলায় ১৯৩৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের প্রকৃতি—ভূষার বরণ হালদার	৫১২	স্বাধীনতা-পর্যায়ের ভাবনা ও বক্তৃতা—ঐচ্ছিকা মিত্র	৬৬৭
আধুনিক ভারত : আঞ্চলিক		মহর্ষি কালীকৃষ্ণ মিত্র : নারীশিক্ষা ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন—কৌশিক দত্ত	৬৭৩
কোচবিহারের রাজবংশী লোক চিকিৎসার একাল সেকাল : একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা— দীপক কুমার বর্মণ	৫২১	কেশবচন্দ্র সেনের ভাবশিষ্য ভাই গিরিশচন্দ্র সেন—বাংলার মুসলিম নবজাগরণের এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা—মৌসুমী দত্ত	৬৮০
জঙ্গলমহলের আদিবাসী সমাজের বীদনা পর্ব—কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক	৫৩১	বাংলার মুসলিম সমাজ সংস্কার ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে ফুকুরুর পীর আবুবকরের (১৮৪৬-১৯৩৯ খ্রি.) অবদান—শেখ জাহাঙ্গীর হোসেন	৬৮৮
বন্দন-এর উৎস সন্ধান—গুণ্ডারঙ্গ সরকার	৫৩৮	শিক্ষিকা নিবেদিতার নানা অনালোকিত দিক : বিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট এবং ছাত্রীদের স্মৃতিচারণায় লিপিবদ্ধ—পরমা বিশ্বাস	৬৯৬
ধর্ম ও অর্থ—অন্তর্লীন সম্পর্ক সন্ধান : প্রেক্ষাপট তারকেশ্বর—সৌমেন মণ্ডল	৫৪৮	আকাশ-কাছের যুগল বন্দি : মুসলমান বাংলায় সংগীত আগরণ ও কবির ডাওয়ারিয়া অনুরাগ—অমিয় সরকার	৭০৩
দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলে চা বাগিচা প্রসারে ইউরোপীয় চা-করদের ভূমিকা (১৮৬২-১৯৩৩)—সুপম বিশ্বাস	৫৫৮	ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বঙ্গেশী আন্দোলন 'যুক্ত করে হে সবার সঙ্গে যুক্ত করো হে বন্ধ'—ইশিতা চট্টোপাধ্যায়	৭১০
দেশীয় রাজা কোচবিহারে তামাক চাষ ও বাগিচার ইতিহাস (১৯৫০ সাল পর্যন্ত)—চন্দন অধিকারী	৫৬৫	বিশে শতকে বাংলার ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলনে স্বামী প্রবরানন্দ * (১৮২৬-১৯৪১)—বাবলু মল্লিক	৭১৯
ঔপনিবেশিক যুগে বাঁকুড়ার সেচ ব্যবস্থা (১৮৮১-১৯৪৭)—সুশাল কান্তি বর্ক	৫৭৪	আধুনিক ভারত : সাংস্কৃতিক ইতিহাস	
উত্তরবঙ্গের ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলন (১৯১০-১৯৪৭ খ্রিঃ) প্রসঙ্গ দিনাজপুরের রাজবংশী সম্প্রদায়—বিপুল মণ্ডল	৫৮০	দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির ও চন্দননগর পুস্তকাগার— পারমিতা দাস সরকার	৭২৯
ইতিহাস ও মূল্যায়ন : প্রসঙ্গ দিনাজপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা (১৯৭৪-২০০৭ খ্রিঃ)—রমেন্দ্র নাথ জৈমিক	৫৯১	সীতালী মিলন উৎসব সংস্কার ও তার প্রাসঙ্গিকতা—মধু বারুই	৭৪০
স্বাধীনোত্তর কোচবিহারে উচ্চশিক্ষা আগমন ও জনবিন্যাসপত সমস্যা— কিশোর রায় সরকার	৬০০	বাঁকুড়ার ডোকরা শিল্প ও শিল্পী—দর্শনা মিত্র	৭৪৯
কাঁধি মহকুমার একটি প্রেক্ষিত : পঞ্চায়ত সমিতি ও মেয়েরা—শেলী দত্ত	৬০৮	ইতিহাসের আলোকে কলকাতার নিষ্কামশিল্প—অরুণিমা রায়চৌধুরী	৭৫৫
		বিশ শতকীয় বাংলা লোকগানে সমসাময়িক সমাজচিত্র এবং সমাজ মানসিকতার বিকর্তনের বিশেষ কিছু দিক—শিপ্রা সরকার	৭৬০

ঔপনিবেশিক যুগে বাঁকুড়ার সেচ ব্যবস্থা (১৮৮১-১৯৪৭)

মৃগাল কান্তি ধঁক*

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের আগে থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাঁকুড়ায় আগমন ঘটে ব্যবসার সূত্র ধরে, তারা ১৭৫৭ ও ১৭৬৫ এই দু দফায় জেলার প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তগত করে। তা সত্ত্বেও 'বাঁকুড়া' জেলা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে ১৮৮১ সালে।^১ তাই এখানে ঔপনিবেশিক যুগ হিসাবে ১৮৮১ সাল থেকে ১৯৪৭ খ্রিঃ পর্যন্ত আলোচনা করা হবে। এই সময় কালের মধ্যে বাঁকুড়ায় অনেকগুলি দুর্ভিক্ষ তথা অনটনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।^২ কারণ অনুসন্ধানে সেচ ব্যবস্থার অগ্রতুল্যতাকে ধার্য সর্বশেষে উল্লেখ করেছেন। তাই বাঁকুড়ার সেচ ব্যবস্থার বিবর্তন ও ঘটতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

অতীতে, বর্তমান বাঁকুড়া জেলার বেশির ভাগ অংশ মল্ল রাজাদের অধীন ছিল। মল্ল আমলে মূলত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করত ঐ অঞ্চলের চাষবাস। তাছাড়া জেলার অভ্যন্তরে প্রবাহিত প্রধান চারটি নদী যথা দামোদর, শীলাবতি, ঘারকেশ্বর ও কাঁসাই এবং তাদের শাখা নদীগুলি খুব সামান্য হলেও সেচের কাজে লাগত। তবে নদীগুলিও বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল ছিল, সারা বছর জল থাকত না। মল্ল রাজারা বেশ কয়েকটি বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন সেগুলি হল লালবাঁধ, শ্যামবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, পেরকাবাঁধ, গাঁতাইতবাঁধ। বাঁধগুলি কি কারণে নির্মাণ করা হয়েছিল তা নিয়ে কিছু মতস্বার্থক্য লক্ষ্য করা গেলেও বলা যেতে পারে বাঁধগুলি চাষের ক্ষেত্রে যৎসামান্য ব্যবহৃত হত। মল্ল রাজারা অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে সোনামুখী থানার উত্তর দিকে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ তথা রাজার নেওয়ান শুভঙ্কর রায়ের নামে একটি খাল খনন করেন, যা শুভঙ্করী দাঁড়া নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া W. W. Hunter-এর মতে নদী, খাল ছাড়া পুকুর ও কুয়ার সাহায্যেও সেচের কাজ চলত।^৩

১৮০৬ খ্রিঃ নাগাদ বকেরা রাজনার অপরাধে মল্ল জমিদারী সম্পূর্ণ রূপে বিক্রি হয়ে যায়।^৪ ফলে মল্ল রাজাদের অবসান ঘটে। ইতিমধ্যে ১৭৯৩ খ্রিঃ পর বাঁধ মেরামত ও সংরক্ষণের যে দায়িত্ব জমিদারদের হাতে ছিল ব্রিটিশ ভূমি ব্যবস্থার জমিদারি নিয়মে তোলার সুযোগ থাকায় জমিদারির যে বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যের ধারা ছিল তা বিনষ্ট হয়। সেই সঙ্গে পুলবন্দি ব্যবস্থায় তাদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

সচেতনতা ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। বাঁধ ইত্যাদি মেরামতের ও উপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যাপারে উদ্ধৃত সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কোম্পানিরও তেমন আগ্রহ দেখা যায় নি, যদিও বা ছিল তা ছিল ধীরে।^৫ জমিদাররা এই সমস্ত মেরামতির কাজে কোনো অগ্রিম পেত না। কৃষকের হাতে উৎপাদনের খরচ খরচা মিটিয়ে তেমন কিছুই থাকত না। যদি তা করার ইচ্ছে হত তাহলে জমিদারের অনুমতি নিতে হত। কিন্তু জমিদাররা একাজে সম্মতি দিত না, কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল এর ফলে জমির উপর রায়তদের স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পেতে পারে।^৬ সুতরাং এই পর্বে জলসেচের উন্নয়নে কোনো পক্ষেই তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

১৮৮১ সালে জেলা গড়ে ওঠার আগেই ১৮৬৬ খ্রিঃ ও ১৮৭৪ খ্রিঃ জেলায় দুর্ভিক্ষ হয়, ১৮৮৫ তে অনটন, ১৮৯৭ এ আবার দুর্ভিক্ষ হতে থাকলে সরকারকে সেচের কথা ভাবতে হয়। এতদিন বিভিন্ন কারণে জেলার বাঁধ, পুকুর, ও নদীগুলি অধিকাংশই মজে আসছিল। সেগুলি পুনঃখনন বা নতুন করে খননের পরিকল্পনা গৃহীত হতে থাকে। গঙ্গাজলঘর্ষী শালতোড়া রোডের নয় মাইল দূরে জিওলাজোড় (jeolajor) নামে একটি বাঁধ নির্মিত হয়। শালতোড়াতে এইসময় কৃষ্ণল বাঁধ, চারুরি পুকুর, এবং বৈষ্ণব বাঁধ খনন করা হয়। বিহারী নাথ পাহাড়ের নিচে শিব-গঙ্গা পুকুরের উন্নয়নে অনেক প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। এছাড়া কৃষ্ণপুর ও উদ্বলপুর বাঁধের ব্যাপারেও সেই প্রচেষ্টা দেখা যায়। বিষ্ণুপুরে অবস্থিত যমুনা ও কৃষ্ণবাঁধের উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়।^৭

বেশকিছু বড় পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছিল, যেমন শুভঙ্করী খালের পুনঃখনন, বিষ্ণুপুর সাবডিভিশনের হরিণ মুড়ি খালের উপর বাঁধ নির্মাণ, মটগদাবাঁধ পুনঃখনন, শ্যামসুন্দরপুর বাঁধ মেরামত, বিড়াই নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি। শুভঙ্করী দাঁড়ার দুটি শাখা ছিল। উত্তর দিকের শাখা দশ আনা দাঁড়া, দক্ষিণ দিকেরটি ছয় আনা দাঁড়া নামে পরিচিত ছিল। যেগুলির বেশির ভাগ অংশ মজে আসে এবং কোথাও কোথাও বাঁধ ভেঙে যায়, কিছু জায়গা পুরোপুরি কবসপ্রাপ্ত হয়, চাষিরা দলবল করে চাষ আবাদ করতে শুরু করে। ১৮৮৬ খ্রিঃ এই দাঁড়া পুনঃখননের পরিকল্পনা গৃহীত হলেও Superintead Engineer Mr. MC Conchy র সুপারিশ ক্রমে সরকার তা গ্রহণ করেননি। ১৮৯৭ সালে কালেক্টর Mr. Manisty পুনরায় দুর্ভিক্ষ নিবারণে এই পরিকল্পনা হাতে নেন। ১০,৫০০ টাকার একটি সম্ভাব্য খরচের হিসাবও প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু ঐ বৎসর মাত্র ২০০০ টাকা এর জন্য খরচ করা হয়েছিল। আবার B. De জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় জনগণের টাকা এই উদ্দেশ্যে খরচ করা যাবে না। পরে বর্ধমানের রাজ্য বিদ্যুটি নিয়ে আগমন, ১৯১৩ সালে বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক, জেলা বাস্তবকার, বর্ধমান রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক ও পলাশডাঙার বাবু কালীনাথ চাট্টাচার্যকে নিয়ে একটি

ইতিহাস
অনুসন্ধান

৩১

ইতিহাস
অনুসন্ধান

৩১

Itihas Anusandhan - 31

*Collection of Essays presented at the 32nd Annual Conference
of Paschimanga Itihas Samsad
held at Derozio Memorial College, Rajarhat, Kolkata*

PEER-REVIEWED VOLUME

ISBN : 978-81-910874-8-2

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি, ২০১৭

কপিরাইট
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

প্রকাশক
সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ
১, উডবার্ন পার্ক
কলকাতা ৭০০ ০২০

বর্ষ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৩১বি রাজা মীনেন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ
কাৰ্যনিৰ্বাহী সমিতি : ২০১৬-২০১৭

সভাপতি
কনাইলাল চট্টোপাধ্যায়

সহ-সভাপতি
নিবীন বসু

সম্পাদক
সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুত্র-সম্পাদক
সুচন্দ্রা ঘোষ

কোষাধ্যক্ষ
বৈদ্যিক সাহা

সদস্য

রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মনোজ সরকার, সুস্মিতা দাস,
সব্যাসাচী চট্টোপাধ্যায়, সুপর্ণা গুপ্ত, সিদ্ধার্থ গুপ্তার,
রঞ্জিত সেন, আশীষ কুমার দাস

আধুনিক ভারত : আঞ্চলিক	
বেচবিহারের ইতিহাসচর্চার ইতিহাস : ষোড়শ শতক থেকে একুশ শতক (১৫০০-২০০০)—সফারী রায়	৩৮৯
হলদিবড়ি ব্রাহ্মসমাজ : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা—রাহুল কুমার দেব	৩৯৫
শিলিগুড়ি : গ্রাম থেকে নগরে—মধুমিতা মণ্ডল (বেরা)	৪০৮
উত্তরবঙ্গ উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য : উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের উপর একটি বিশেষ সমীক্ষা—সুকুমার বাড়ই	৪১৪
অধিকা কালনা কেন্দ্রিক সম্ভাষ্য ওপেন এয়ার মিউজিয়াম—চন্দ্রাণী পাল	৪২২
ভারতবর্ষের গুণা শিল্প ও শিল্পী : সমস্যা, সংকট, সম্ভাবনা—সৌমেন মণ্ডল	৪২৮
বীকুড়ার মূর্তিক ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—মৃণাল কান্তি ধক	৪৩৬
বেশভাগ এবং নদিয়া জেলার নগরায়ণ : প্রসঙ্গ নাকাশিপাড়া ব্লক—সুভাষ বিশ্বাস	৪৪৬
পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুচি সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য—কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক	৪৫০
আধুনিক ভারত : চিন্তা-চেতনা	
উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার 'ভারতবিদ্যাচর্চা' : কয়েকটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান—দীপ্ত সন্দর মণ্ডল	৪৫৯
আধুনিকতা কনাম ঐতিহ্য কলকাতার মুসলিম বুদ্ধিজীবী প্রেক্ষিত উনিশ শতক—প্রশান্ত মণ্ডল	৪৬৭
সর্বভারতীয় প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের অবদান এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার—মোহাম্মদ মুহিবউল্লাহ ছিদ্দিকী	৪৭৫
বাংলাদেশে সুফি দর্শনের বিকাশ : প্রসঙ্গ শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ— এফ এম এনায়েত হোসেন	৪৮৬
বিশেষাচন্দ্র সেন : বাঙলা ও বাঙালির গৌরবময় ইতিহাসের বৌদ্ধ— বীথিকা সাহানা	৪৮৯
ধর্ম সম্বন্ধে প্রতীক রামপ্রাণ গুপ্ত—শঙ্কর কুমার বিশ্বাস	৪৯৬
সমাজচিন্তায় দাদাচাঁকুর—অমিত্যভ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০৪
প্রশাসক, সংস্কারক এবং লোকসংস্কৃতিবিদ গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১)— ভৃগু মজুমদার	৫১১
কাজী আবদুল গনুদের (১৮৯৪-১৯৭০) সমাজ চিন্তা—মোহাম্মদ বশির আহাম্মদ	৫১৯
ভাষা বিভাজন ও ঔপনিবেশিক রাজনীতির নির্মাণ : হিঙ্গি-উর্দু-বাংলা— অনিন্দিতা দাশগুপ্ত	৫২৬
হিন্দু সম্প্রদায়িকতা ও জনসংযোগ—সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৩৫

জগদহালাল নেহরু এবং বাবাসাহেব আম্বেদকরের চিন্তাজীবনায় গ্রামীণ ভারত— একটি প্রাথমিক দৃষ্টিপাত—কমল বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৪৫
ভারতের উপজাতি প্রসঙ্গে ভেরিয়ার এলউইন—প্রবীর দাস	৫৫০
আধুনিক ভারত : সাংস্কৃতিক ইতিহাস	
ঔপনিবেশিক পর্বে মেদিনীপুর জেলার শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারিদের অবদান— সুজয়া সরকার	৫৫৯
বিবর্তনের ধারায় বাংলার বাগদি সম্প্রদায়ের শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ—মিলন রায়	৫৬৫
ঔপনিবেশিক আমলে বঙ্গ-উৎকলীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ধারা— শান্তনু মহাপাত্র	৫৭২
উপজাতীয় বাসাবস্থ : প্রসঙ্গ পুরুলিয়ায় ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প—রাহুল নাগ	৫৭৮
পটচিত্রে ভেদজ রং ও প্রাকৃতিক উৎসের ব্যবহার : একটি সমীক্ষা—দীপাঞ্জন দে	৫৮৫
ঔপনিবেশিক কলকাতায় বাঙালি বনেদি বাড়ির অন্দরসজ্জায় ব্যবহৃত শিল্পসামগ্রী : একটি অনুসন্ধান—অর্ঘ্য বসু	৫৯৪
ঔপনিবেশিক বাংলায়, বাঙালি ও বিজ্ঞাপন—পৃথিবীজ্ঞ বিশ্বাস	৬০০
ভারতীয় বিজ্ঞাপনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি—ঈশ্বরিয়া রায়	৬১১
বেতারে বিজ্ঞাপনের ইতিবৃত্ত—সুশান্ত কুমার ভৌমিক	৬১৯
ভারতীয় পণ্যটি সাংঘে নৃত্যশিল্পী শঙ্কু ভট্টাচার্য : একটি পর্যালোচনা— সুচরিতা সেনগুপ্ত	৬২৭
বাউল চর্চার শক্তিনাথ ঝা : একটি পর্যালোচনা—চুমুকি ঘোষ	৬৩৩
জন কটন কিং : মার্কিন ক্রিকেট ইতিহাসের এক অবিমর্শনীয় কিংবদন্তি প্রতিভা— দেবাশিস মজুমদার	৬৪১
আধুনিক ভারত : সাহিত্য-কেন্দ্রিক ইতিহাস	
ঔপনিবেশিক বাংলার অপরায় সাহিত্যে পুলিশ প্রশাসনের গভন : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ : (১৮৩০-১৯০০ খ্রি.)—তন্ময় মালাকার	৬৪৯
ঔপনিবেশিক-সম্রাজ্যবাদী শাসনপর্বে বাংলার সামাজিক শরীর চেতনা— একটি সাহিত্যনির্ভর ঐতিহাসিক পর্যালোচনা—শিপ্রা সরকার	৬৫৯
'মৃণালের কথা' এবং স্বদেশী সেই যুগ—সুচরিতা ঘোষ সেনগুপ্ত (গৌতম চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ)	৬৬৭
'ময়লা স্বীচল'-এর প্রেক্ষাপটে কৃষক সংগ্রাম এবং কংগ্রেস, সোসালিস্ট পার্টির ভূমিকা—বিমল কুমার মণ্ডল	৬৭৩

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মৃগাল কান্তি ধর্ম*

বাঁকুড়ার পাঠক পাঠায় জন্মে এই জেলার সঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কের যে সূচনা হয়েছিল তার ধারা আজীবন বহত। তার চেতনায় ও কর্মে। পারতপক্ষে তিনি সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করলেও সমকালীন সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ও দেশ সেবার আগ্রহ ও অংশগ্রহণ ছিল অনূকরণীয়। তার দিনপঞ্জির প্রকাশক তার সম্পর্কে লিখেছেন— “একদিকে সমাজে পতিতদের উদ্ধারে ব্রতী অন্যদিকে শ্রমজীবী শ্রেণির কাতরতা ও তার প্রতিকারের আন্দোলন, একদিকে অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন অন্যদিকে আনুষ্ঠানিক প্রচার, একদিকে দেশের সমকালীন সমস্যায় দায়বোধ, কংগ্রেসের কর্মকাণ্ড বিষয়ে আগ্রহ ও অন্যদিকে পরিবার ও আত্মীয়বর্গের প্রতি কর্তব্য পালন, তিন্ন মতের প্রতি সহিষ্ণুতা—এসবই সমীকৃত হয়ে গিয়েছিল তার সংঘত চরিত্রে।”^১

জেলা হিসাবে বাঁকুড়া গড়ে ওঠার (১৮৮১ খ্রি.) কিছুকাল পরেই (১৮৮৬ খ্রি.) পড়াশোনার সূত্র ধরে কলকাতা পাড়ি দিলেও বাঁকুড়ার প্রতি তার আগ্রহ ছিল আজীবন। শুধু আগ্রহ নয় বাঁকুড়ার হৃদয়কল্পা তাকে হাস্যাত-কীলত। সাফল্যের চরম শিখরে উঠেও নিজের মাতৃভূমির বেদনা প্রশমনের চেষ্টা তিনি করে গেছেন আজীবন। জেলার ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লববাদী দৃষ্টি ধারার সূচনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যেমন তিনি যুক্ত ছিলেন,^২ তেমনভাবেই অর্থনৈতিক উন্নয়নে জেলার মানুষের আত্মশক্তি বিকাশে ১৯১১ খ্রি. “বাঁকুড়া সম্মিলনীর” প্রতিষ্ঠা ১৯২২ খ্রি. “বাঁকুড়া জেলা কৃষি ও বিতরণ সমিতি”-র শিল্প-কৃষি-স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্যোগে পরিচালনার পেছনে ছিলেন।^৩ আবার জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হয়েও ১৯৩৭ খ্রি. ২৭-২৮ মার্চ পাত্রসায়েরের হাট কৃষকগণের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন উপলক্ষ্যে কৃষি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।^৪ ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তাঁর চিন্তা-ভাবনা ছিল অগ্রবর্তী ও সমাজ বিকাশে সহায়ক। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৮-৮৯ খ্রি. ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হন ও উপবীত ভোগ করেন।^৫ রামানন্দ যেমন বুকেছিলেন সমাজ সংস্কার করতে গেলে আগে ধর্মের সংস্কারের প্রয়োজন তিনিও একেশ্বরবাদ ও নিরাকার প্রস্ফের উপাসনা যে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ ঘুচিয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে তা তিনি উপলব্ধি করেন এবং

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজ

নিজের জন্মভূমিতে তার প্রসারের মাধ্যমে সামাজিক বিকাশের চেষ্টা করেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উন্নয়নই নয় বাঁকুড়া জেলার কং সন্ত্রাসনাকে দেশ ও বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন সুযোগ পেলেই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বরং রামানন্দের বেইজ।

বাঁকুড়ার সৃজনশীলতাকে তিনি যেমন তুলে ধরেছেন বিশ্ব অঙ্গনে আবার নিঃসৃত্যকে তুলে ধরেও হাত পেতেছেন জন্মভূমির জন্য। কোথাও কোনো ছলনা নেই, যার সাফ্য বহন করে প্রবাসীর অসংখ্য পাতা। প্রবাসীর জন্ম (১৯০২ খ্রি.) থেকে রামানন্দের মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রবাসীর প্রায় প্রতি সংখ্যার কোনো না কোনো ধরনের পরিবেশন করে জেলার প্রতি দায়বদ্ধতাকেই যেন প্রকাশ করেছেন বায়ে বায়ে। প্রবাসীর পাতা উটে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের পর বাঁকুড়ার খবর আর তেমন চোখে পড়ে না। তাই মূলত ১৯০২-১৯৪৩ খ্রি. পর্যন্ত প্রবাসীর সংখ্যাগুলির উপর ভিত্তি করে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাঁকুড়া ভাবনার অন্যতম নিদর্শন হিসাবে “বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ” সম্পর্কে তার প্রচেষ্টার কিছু প্রতিচ্ছবি আমরা পেতে পারি। সেটিই এই আলোচনায় তুলে ধরতে চাই।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের নিরিখে বাঁকুড়া জেলা লিখিয়ে পড়া জেলা বললে অত্যুক্তি হয় না। আজও রাজ্যের তথা দেশের শ্রেষ্ঠিতে জেলার উন্নয়ন সামান্যই বলা যায়। প্রশাসনিক ক্ষেত্র হিসাবে বাঁকুড়া প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই জেলার ব্রিটিশদের আগমন ঘটে। ১৭৫৭ ও ১৭৬৫ দুটি পর্বে জেলার প্রশাসনিক ক্ষমতাও করায়ত্ত করে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত তাদের অনুসারিত কর ব্যবস্থা সমগ্র বাংলার সাথে এ জেলাতেও দুর্ভিক্ষের ছায়া নামিয়ে আনে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের পরেও যে ভূমি ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেছিল তা সারা বাংলার মতো বাঁকুড়া জেলার মানুষকেও অনটন ও দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন করেছে বহুবার। জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব হয়তো কিছুটা দায়ী ছিল, কিন্তু ব্রিটিশদের সামগ্রিক নীতি দুর্ভিক্ষের হাত থেকে জেলাকে রক্ষা করা তো দুরূহের কথা আরো সম্প্রসারিত করেছিল।

ব্রিটিশ যুগে বাঁকুড়াতে যতরকম প্রাকৃতিক দুর্ঘোষণ সংঘটিত হয়েছিল সেগুলি নিম্নরূপ :

১৮৬৬ দুর্ভিক্ষ	১৯০৯ অনটন	১৯২০ ষরা	১৯০৫ বন্যা
১৮৭৪ দুর্ভিক্ষ	১৯১০ অনটন	১৯২২ বন্যা	১৯০৬ অনটন
১৮৮৫ অনটন	১৯১১ অনটন	১৯২৫ ষরা	১৯০৭ অনটন
১৮৯৭ দুর্ভিক্ষ, বন্যা	১৯১৩ অনটন	১৯২৭ অনটন	১৯৪০ অনটন
১৯০২ ষরা	১৯১৪ প্রচণ্ড বন্যা	১৯২৮ দুর্ভিক্ষ	১৯৪১ বন্যা
১৯০৫ বন্যা	১৯১৫ অনটন	১৯৩২ অনটন	১৯৪২ সাইক্লোন
১৯০৭ ষরা	১৯১৭ বন্যা	১৯৩৪ ভূমিকম্প	১৯৪৪ অনটন

তথ্যসূত্র : অশোক মিত্র, *ব্রিটিশ ভারত* : বাঁকুড়া (সেন্সাস ১৯৫১, পঃ৫), কলকাতা, ১৯৫৩

ইতিহাস
অনুসন্ধান

৩২

ইতিহাস
অনুসন্ধান

৩২

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস মঞ্চ

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস মঞ্চ

Itihas Anusandhan - 32

*Collection of Essays presented at the 33rd Annual Conference
of Paschimbanga Itihas Samsad
held at Basantidevi College, Kolkata*

PEER-REVIEWED VOLUME

ISBN : 978-81-935519-0-5

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি, ২০১৮

কপিরাইট
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

প্রকাশক
সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ
১, উডবার্ন পার্ক
কলকাতা ৭০০ ০২০

বর্ষ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৩১বি রাজা দীনেশ স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ
কার্যনির্বাহী সমিতি : ২০১৭-২০১৮

সভাপতি
কমনহিলারন চট্টোপাধ্যায়

সহ-সভাপতি
নির্বাণ বসু

সম্পাদক
সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই-সম্পাদক
সুচন্দ্রা ঘোষ

কোষাধ্যক্ষ
কৌশিক নাথ

সদস্য

ব্রাহ্মক চট্টোপাধ্যায়, মধ্যা সরকার, সুহান্ত দাশ,
সব্যসচী চট্টোপাধ্যায়, সুপর্ণা গুপ্ত, সিদ্ধার্থ গুহরায়,
রঞ্জিত সেন, আশীষ কুমার দাস

অদি-মধ্যযুগের উত্তর কোঙ্কণ : একটি উপকূলীয় আর্থ-রাজনৈতিক প্রতিবেশিতা ক্ষেত্র (৭০০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দ)—দুর্বার শর্মা	১২০
কামরূপের সামাজিক গঠন বৈচিত্র্য, একটি লেখনত সমীক্ষা (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক)—অর্চি মুখার্জি	১৩০
মধ্যযুগের ভারত	
ইতিহাসবিদ আবদুল করিমের স্থানীয় ইতিহাস চর্চা: ১২৬৪-২০০২ খ্রিস্টাব্দ—মুহাম্মদ সাখাওয়ারত হুসাইন	১৩৯
বাংলার মল্লরাজ ও বাগদি সম্প্রদায়ের জাতিসত্তার সম্পর্ক: একটি পর্যালোচনা—মিলন রায়	১৪৮
মঙ্গলকাব্যের নৌ-বাণিজ্যের নদীপথ ও সমুদ্রকথা—অর্পন ঘোষ (ইন্দ্রাণী রায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ)	১৫৫
মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্য: মধ্যযুগের অর্থনৈতিক সময়ের বিবরণ (পঞ্চদশ-অষ্টদশ শতাব্দী)—শিল্পা মণ্ডল	১৬৭
শব্দকল্পীয় বৈকল্যধর্মের বৌদ্ধধর্মের প্রভাব—ভাস্কর রায়	১৭৫
বাংলার নাথ রাজবংশ: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা—কমল বিশ্বাস	১৮১
বৈষ্ণবস্বীকৃত: সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববঙ্গের স্মরণীয় বিদূষী কবি—সৌরীশঙ্কর দে	১৮৯
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাবড়া গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রলিপি ও এক নতুন ইতিহাস —বিমল কুমার শীট	১৯৭
অলিপুরদুয়ার জেলার মধ্যযুগের দুর্গম বঙ্গা পিরিডুর্গের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস অনুসন্ধান—শোভেন সান্যাল	২০৪
আধুনিক ভারত : আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক	
'অধ-প্রিলিকথা' অঠারো উনিশ শতকে বাংলায় তিলিদের আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপ—অনুভা শেঠ	২১৯
ঔপনিবেশিক যান যোড়া-আইনের অতীত ও বর্তমান—অমিত্য সরকার	২২৭
প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে উত্তরবঙ্গের অলপথ পরিবহন ব্যবস্থা—বিষ্ণুরূপ সাহা	২৩৪
ঔপনিবেশিক যুগের প্রারম্ভিক পর্যায়ে দক্ষিণ বিহারের পটনা-গয়া জেলার জলসেচ ব্যবস্থা : কৃষিকাজ, জমিদারি ব্যবস্থা ও গ্রাম সমাজের মধ্যে সংযোগসূত্র—দেবদ্বানী ব্যানার্জি	২৪২
ঔপনিবেশিক যুগে বাঁকুড়ার কয়লা শিল্প : একটি অনুসন্ধান—স্থানাল কান্তি ধর্ম	২৪৮
এক পলাতক সৈনিকের স্মৃতি—১৯৪০-এর দশকের কলকাতার অপরাধ জগতের এক ঘটনা—অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় (ইন্দ্রাণী রায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ)	২৫৭
দারিদ্র, শিক্ষাবৃত্তি ও রাষ্ট্র : প্রেক্ষাপট কলকাতা (১৯৪০-১৯৫০)— প্রসেনজিৎ নন্দর	২৬৫

আর্থ-সামাজিক সংকট ও অমানবিকতার এক দশকে মেদিনীপুর ও তার নারী : ১৯৪০-১৯৫০—রাজেশ রজক	২৭১
অরুণাচল প্রদেশে চাকমা উপজাতিদের নাগরিকত্বের সংগ্রাম— অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়	২৭৭
ঔপনিবেশিকোত্তর সুন্দরবনের মৎস্যক্ষেত্র ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জাতি প্রক্রিয়া—কৃষ্ণা মণ্ডল	২৮৫
আধুনিক ভারত : আন্দোলন ও সমাবেশ	
নদিয়া জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষিতে কৃষক আন্দোলন : ১৯২০-১৯৪০— ভুবান বরখ হালদার (ধনঞ্জয় দাস স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ)	২৯৫
২৪ পরগনার কৃষক আন্দোলন ও নারী বিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ— মহীতোষ গায়ের	৩০৩
আইন অমান্য আন্দোলনে মানভূম জেলার ভূমিকা—সাহিদুজ্জামান বান	৩১৪
ভারতের প্রথম রেল প্রমিক প্রেশির আন্দোলন (১৮৫৩-১৮৬৩)— জগদীশচন্দ্র সরকার	৩২২
১৯২১ এর বাংলার রেল ধর্মঘট—জয়ন্তী নাগ	৩২৮
ভারতছাড়ো আন্দোলনে হাওড়া জেলার প্রমিকপ্রেশি—উৎপল কাঞ্জি	৩৩৪
বিরাগ্লিশের আন্দোলনে বাংলার ছাত্র সমাজ—সুভাষ প্রামাণিক	৩৪০
আজাদ বিপ ফৌজ-এর বিচার প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনৈতিক দলগুলির বিবিধ প্রভুতি—কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪৮
পশ্চিমবঙ্গে রক্তপান আন্দোলনের ইতিহাস—নটরাজ মালিকার	৩৫৪
১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকদের অবিস্মরণীয় লিঙ্গি অভিবান ও গণভেদপুটেশন—স্বাতী মৈত্র	৩৬৫
ধর্মঘট ও কলেজ শিক্ষক আন্দোলন-১৯৪৯—নিমাই চাঁদ দান	৩৭৪
আধুনিক ভারত : আঞ্চলিক	
ভবানীপুর গ্রাম সমাজ—একটি স্থানীয় ইতিহাসের খোঁজ—পুরঞ্জয় চ্যাটার্জী	৩৮৩
ফলিকতার নগরায়ণ ও তার উপর দেশভাগের প্রভাব (১৯৪৬-৭০)— অভিরূপ সিনহা	৩৯২
দিনেমার কলোনি গ্রীরামপুর : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৭৫৫-১৮৪৫)— অর্পিতা বোস	৩৯৯
ধর্ম ও নৈতিক অবক্ষয় : প্রসঙ্গ উনিশ শতকের তারকেশ্বর ও সমকালীন বঙ্গসমাজ—জয়দীপ ঘোষ	৪০৯
উত্তরপাড়া হিতকরী সভা অবদান—পারমিতা দাস সরকার	৪১৫

ঔপনিবেশিক যুগে বাঁকুড়ার কয়লা শিল্প : একটি অনুসন্ধান

সুশীলা কান্তি র্দক*

বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার লাগোয়া বাঁকুড়া জেলার সবচেয়ে উত্তরে বেশ কয়েকটি কয়লা খনির সম্ভান পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক যুগে সমগ্র বাংলার কয়লার জোগান যে তিনটি জেলা থেকে আসত বাঁকুড়া তাঁর অন্যতম।^১ তবে জোগান ঠিক বলা যাবে না কারণ জেলার কয়লার উৎপাদন ছিল যৎসামান্য। বলা যেতে পারে বাংলাতে ফেসব জেলায় কয়লাখনি ছিল বাঁকুড়া তার অন্যতম। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে সেনশাস রিপোর্ট থেকে জানা যায় জেলার ২৮০ জন মানুষ কয়লা সংক্রান্ত কাজে যুক্ত থেকে তাদের জীবিক নির্বাহ করত।^২ তবে সবাই জেলার কয়লা খনিতেই কাজ করত বলে মনে হয় না। কারণ ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের আগে জেলায় একটি মাত্র কয়লা খনির সম্ভান পাওয়া যায়। কালিকাপুর কয়লা খনি যেটি ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে চালু হয়। ১৮৯৭ খ্রিঃ চালু হয় বাঁশকুড়ি কোলিয়ারি এবং ১৯০৬ খ্রিঃ চালু হয় যমুনা কানালী কোলিয়ারি।^৩ মালি বলেছেন এই তিনটির মধ্যে দুটি খনিতে নিয়মিত কাজ হত অপরটি ছ-মাস কাজ করার পর বন্ধ হয়ে যায়। তার মতে 'The mines are small, and the daily average number of labourers employed in 1906 was only 45 below ground and 45 above ground'।^৪

জেলার কয়লা খনিগুলিতে যে সারা বছর নিয়মিত কাজ হত তা কলা যায় না কখনো কখনো সেগুলিকে বন্ধ করে দিত। ১৯১৫ খ্রিঃ ৩১ ডিসেম্বর মধ্যে দেখা যায় জেলার মাত্র দুটি কয়লা খনি চালু ছিল। প্রথমটি কালিকাপুর ও দ্বিতীয়টি বাঁশকুড়ি কোলিয়ারি। ১৯১৭ খ্রিঃ ২৫ নভেম্বর অপর একটি খনি চালু হয় তা হল হামিরপুর কোলিয়ারি।^৫ ১৯২২ খ্রিঃ ৫ ফেব্রুয়ারি নিউ কালিকাপুর কোলিয়ারির জন্ম হয় ফলে ১৮৭৬ খ্রিঃ গুড়ে ওঠা কালিকাপুর কোলিয়ারি নাম বদল করে হয় 'কালিকাপুর বাস কোলিয়ারি'।^৬ উপরোক্ত চারটি কোলিয়ারি (কালিকাপুর বাস, নিউ কালিকাপুর, বাঁশকুড়ি, হামিরপুর) বাদে অপর একটি কোলিয়ারির নাম জানা যায়। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ খ্রিঃ তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট E.W. Holland বর্ধমানের কমিশনারকে পাঠানো একটি চিঠি থেকে কোলিয়ারিটির নাম 'যমুনা কানালী'।^৭ তিনি লিখেছেন— 'I inspected all the collieries on the 13th dec 1932 but the new

* সংস্কৃতী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

Kalikapur, Banskuri and Hamirpur Collieries were found working and other two collieries were found closed on that day.' ১৯৩৬ খ্রিঃ সদর সাব-ডিভিশনাল অফিসার তার পরিদর্শন রিপোর্টে বলেছেন— ১৯৩৬ খ্রিঃ বাঁশকুড়ি কোলিয়ারি সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। হামিরপুর ও যমুনা কানালী গত জুন থেকেই বন্ধ ছিল। নিউ বাস কালিকাপুর গত নভেম্বর মাস থেকে খনির ভিতরের কাজ বন্ধ ছিল কিছু খনির উপর কিছু কাজ চালু ছিল।^৮ ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ খ্রিঃ বর্ধমান কমিশনারকে লেখা একটি চিঠিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট A. Mc D Clark লিখেছেন— 'As report last year there were four collieries in the district of which the mine at Kalikapur worked during the year and the other three at Jamuna Kanali, Hamirpur and Banskuri remained closed during the year under report'।^৯ ১৯৪৪ খ্রিঃ ৬ জুন বর্ধমানের কমিশনারকে পাঠানো বাঁকুড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের একটি রিপোর্টে লেখা যায় মেজিয়া থানাতেই 'গোপালপুর' নামে একটি কোলিয়ারি চালু রয়েছে। যার থেকে মাসে ৬০০০ মণ কয়লা উত্তোলিত হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।^{১০} এই রিপোর্ট অনুসারে জেলাতে কেবলমাত্র দুটি কোলিয়ারি (কালিকাপুর ও গোপালপুর) চালু ছিল বাকি হামিরপুর, বাঁশকুড়ি ও যমুনা কানালী সবকটিই বন্ধ ছিল। কয়লা খনিগুলি মাঝে মাঝে যেমন বন্ধ চালু হয়েছে তেমনই মালিকান বদল হয়েছে বহুবার। মালিকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিলেন জেলার লোক ও বাঙালি। দু-একজন পার্শ্ববর্তী জেলা থেকেও মালিকান কিনলেও ম্যানেজাররা সবসময় এ জেলারই লোক হতেন। এককভাবে খুব কম কোলিয়ারির মালিকানা কারো হাতে থাকত, বেশিরভাগই থাকত শেয়ারে। দুই থেকে পাঁচজন মিলে কোলিয়ারি ক্রয় করত। জেলার মানুষদের মধ্যে যারা মালিকানা কিনেছিলেন রাধারমন কাঞ্জিলাল, বাবু রঘুনাথ, হরিহর, কাশিবিলাস, নরেন্দ্রনাথ, মনিকর্নিকেশ্বর ব্যানার্জি, অক্ষয় কুমার পাল, রাধাবল্লভ ঘোষ, পদ্মানাথ ঘোষ, জগদানন্দ ব্যানার্জি, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, মহাবীর পোদ্দার, এন. কে. নিয়োগী প্রমুখ। এরা বিভিন্ন কোলিয়ারিতে বিভিন্ন সময়ে মালিক ছিলেন। রাধিগঞ্জ ও আসানসোলে রাধারমন ঘোষ, গণপত রায় এ জেলার কয়লা খনির মালিক ছিলেন।^{১১}

O. Malley বলেছেন জেলার খনিগুলিতে কয়লা তোলার জন্য কোনো আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হত না। খনি শ্রমিকদের দ্বারা পুরাতন প্রথাগত কুড়ি মাধ্যমে কয়লা তোলা হত। সারা উপনিবেশিক কাল জুড়েই এই ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। জেলার ছয়টি খনিতেই খনি শ্রমিকরাই কয়লা তোলার কাজ করত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত খনি শ্রমিক স্থানীয় হত এবং বাড়ি, সীঁওতাল ও অন্যান্য তথাকথিত নীচু জাতিভুক্ত হত।^{১২} কোম্পানি শ্রমিকদের থাকার কোনো ব্যবস্থা করত না। স্থানীয়রা নিজেদের বাড়িতে এবং বহিরে থেকে এলে তারা খনির পাশেই থাকার ঘর করে থাকত। খনির উপর নারী পুরুষ একসাথে কাজ করত এরা বেশিরভাগ

ইতিহাস
অনুসন্ধান

৩৩

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

Itihas Anusandhan - 33

*Collection of Essays presented at the 34th Annual Conference
of Paschimbanga Itihas Samsad
held at Women's Studies Centre, Jadavpur University, Kolkata*

PEER-REVIEWED VOLUME

ISBN : 978-81-939476-0-9

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি, ২০১৯

কপিরাইট
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

প্রকাশক
আশীষ কুমার দাস
সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ
১, উডবার্ন পার্ক
কলকাতা ৭০০ ০২০

বর্ন সংস্থাপনা ও মুদ্রণ
এস পি কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
৩১বি রাজা দীনেঞ্জ স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মধ্যযুগের ভারত	১৪১
বাংলায় ইসলামের আগমন— ফিরে দেখা—প্রশান্ত মণ্ডল	১৪৬
বঙ্গদেশে ফকিরি সাধনা— এক ভিন্নমুখী প্রতিবাদী সুর—শ্রাবণী বিশ্বাস	১৫২
বঙ্গদেশে দুর্গাপূজার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত—জিতেশ চন্দ্র রায়	১৬৩
মধ্যযুগের মায়াবী মঙ্গলকোট : একটি পুরাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা —আসিফ জামাল লস্কর (ইজ্রাহী রায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ)	১৬৩
'প্রকৃতি ও সাম্রাজ্য' : বাবরনামা-র নিরিখে ভারতের প্রাকৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধান—দেবরাজ চক্রবর্তী	১৭৩
মোগল ঢাকার মসজিদ স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা—মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস	১৮৪
লোকগাথায় রাজপুতানার ইতিহাস : একটি পর্যালোচনা—সুতপা সেনগুপ্ত	১৯২
ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে বিচার ব্যবস্থা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা —মো: মাসুদ আলম	১৯৯
১৮ শতকের শেষার্ধ্বে মেদিনীপুর : ঔপনিবেশিকতা ও মানচিত্রকরণ —মৃগাল প্রধান	২১৫
জনপদ থেকে শহর : আঠারো শতকের কালনা ও কাটোয়া—সুব্রত রায়	২২৩
টিপু সুলতানের হুকুমনামা—মাধবী রায়	২২৭
আধুনিক ভারত : আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক	
বাহালি মুসলমান সমাজ কাঠামোর বিবর্তন—মহঃ মইনুল ইসলাম	২৩৫
প্রাক-আধুনিক কলিকাতা সমাজে ইউরোপীয় সম্প্রদায়গত চেতনার উন্মেষ এবং ব্রিটিশ পরিবারতন্ত্রের সূচনা (১৬৯০-১৮০০)—অরুণিমা চন্দ্র	২৪৫
বেনিয়ান থেকে বণিক— প্রসঙ্গ আঠারো-উনিশ শতকের কলকাতা—অমৃতা শেঠ	২৫২
নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ : কলকাতা ও শহরতলিতে ইন্ডিয়ান কন্সটাবুলারি ডিজিজেস অ্যান্ড এবং গণিকা সমাজ—মৃত্যুঞ্জয় দত্ত	২৫৮
ঔপনিবেশিক যুগে নদীয়া জেলার ভূমি বন্দোবস্ত ও রাজস্ব ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—তুষার বরণ হালদার (ইজ্রাহী রায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ)	২৬৭
চট্টগ্রামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত : একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট—নুরুল ইসলাম	২৭৫
দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং রানীগঞ্জে কয়লাশিল্পের বিকাশ—সেখ আলি আব্বাস মামুদ	২৮২
ঔপনিবেশিক শাসনে খ্রিস্টান ধর্ম ও মেচদের উপর এর প্রভাব—শান্তনা মোছারী	২৮৯
ঔপনিবেশিক যুগে বাঁকুড়া জেলার ঋণ ব্যবস্থা—মৃগাল কান্তি ধর্ক (গৌতম চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ)	২৯৬

ঔপনিবেশিক যুগে বাঁকুড়া জেলার ঋণ ব্যবস্থা

মৃণাল কান্তি ধর্ম*

ঔপনিবেশিক যুগে জেলায় ঋণ ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয়, মহাজননির্ভর। হস্টারের মতে- 'there are no regular native banking establishments in Bankura District and loans are conducted by village shopkeepers or Mahajans and by the Zaminders themselves'^১ গ্রামে কৃষকরা যেমন প্রয়োজনীয় ছিল তেমনি প্রয়োজনীয় ছিল মহাজনরা।^২ জেলার বেশিরভাগ কৃষক ছিল ঋণগ্রস্ত। ম্যাক আলপিনের মতে- 'every rayat has a running account with one mahajan or several mahajans for domestic purposes'.^৩

মহাজনী ঋণ ব্যবস্থায় সুদের হার ছিল বেশি, অস্বচ্ছ ও সর্বনাশ। এটি ছিল এক প্রকার ফাঁদ যাতে কৃষকরা অবশ্যম্ভাবী রূপে জড়িয়ে পড়ত এবং ত্যাবহ অবস্থার সম্মুখীন হত। 'M.C. Mc alpin এর মতে- 'This indebtedness is the first stage leading to the transfer of his land and only ceases when he has lost all his land.'^৪ এতদ্ সত্ত্বেও কৃষকরা ঋণ নিত কেন? এ নিয়ে বিভিন্ন মতামত আলোচনা করা যেতে পারে। ম্যালির মতে কৃষি কাজ চলাকালীন কৃষকদের হাতে পর্যাপ্ত বাদাশসা থাকত না তখন তারা সোকানদার বা মহাজনের কাছে বাদাশসা খার নেয়, এছাড়া বাড়িতে সামাজিক অনুষ্ঠান হলে ও বিজ, লাভল, পবানিশত কিনতে চাষিরা ঋণ গ্রহণ করত।^৫ রবার্টসন বলেছেন পরিবার পালন করে কৃষকদের হাতে অবশিষ্ট আর কিছুই থাকত না ফলে তারা ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হত। এছাড়া তারা ছিল অমিতব্যয়ী, উপজাতি ও অর্ধ-উপজাতি সম্প্রদায়, তাদের আয়ের একাংশ মদের মোকাদ্দে খরচ করত। এছাড়া কৃষক পরিবারের ছেলে মেয়েদের বিবাহ পরিবারে আর্থিক বোঝা বাড়িয়ে দিত। সাধারণ সময় ও বছরের কোন সময় কৃষককে ঋণ নিতেই হত আর বিবাহের মতো বিশেষ অনুষ্ঠান থাকলে ঠো কঘাই নেই।^৬ অপর একটি প্রচলিত মত ছিল কৃষকদের মামলা মবদমা প্রিয়তা তাদের ঋণগ্রস্ত করত, তবে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল এজ্যুগারি কমিটি কৃষকদের ঋণ নেওয়া সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন, তাদের মতে বাংলাতে বেওয়ারি সংক্রান্ত মত মামলা হয় তার বেশির ভাগটাই স্বাক্ষর বা কৃষকরা করেন না, করেন জমির মালিকরা।

* সরকারী অধ্যাপক, ইন্ডিয়ান বিলাপ, গামানঙ্গ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

ইতিহাস ও সংস্কৃতি

ভারতীয় উপমহাদেশের আঞ্চলিক, লোকায়ত ও সমকালীন ইতিহাস
বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংকলন

তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় ভাগ

মুখ্য সম্পাদক
ময়ূখ দাস

বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দ
ড. মঞ্জল কুমার নায়ক, রাজেশ বিশ্বাস,

সম্পাদকমণ্ডলী
অয়ন বানার্জী, মলয় দাস, অয়ন মুখোপাধ্যায়,
সুকলাণ গাইন, মাল্যবান চট্টোপাধ্যায়, আম্পাকুমার হেমব্রম, সঞ্জিত নগল

কলকাতা :
পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র,
২০১৭ খ্রি

Itihas O Sanskriti

[A Collection of Peer Reviewed Research Articles]

Vol. III, Part 3, Year 2017 AD

ISBN 978-81-934244-2-1

ISSN 2394-5737 (Print)

প্রথম প্রকাশ

জুলাই ২০১৭ খ্রি.

গ্রন্থস্বত্ব

© পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র ২০১৭ খ্রি.

প্রকাশকের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত এই সংকলনে প্রকাশিত কোনো গ্রন্থ বা গ্রন্থসমূহ সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে পুনঃপ্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, পুনর্ব্যবহার, পুনর্নির্মাণ, পুনঃউৎপাদন করা যাবে না বা পুনঃউৎপাদনের জন্য যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক উপায়ে সংরক্ষণ করা যাবে না। সংকলনে প্রকাশিত ব্যবসায়িক প্রবন্ধ-এ উপস্থাপিত তথ্য, বাণ্য মতামত, গৃহীত সিদ্ধান্ত, ভাষা, বানান, ইত্যাদি, দৃষ্টিকোণ প্রভৃতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব একান্তভাবেই সঙ্কলিত লেখকের বা লেখকদের। এগুলির জন্য সম্পাদকমণ্ডলী অথবা সংস্থা কোনভাবে দায়ী থাকবে না।

প্রকাশক

মলয় দাস,

সভাপতি,

পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র,
মহাকল্যাণপুর, বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৪৪

প্রচ্ছদ

শ্রীকান্ত নাথ

মুদ্রণ

এস. পি. কমিউনিকেশন প্রা. লি.,

৩১বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য

৭০০.০০ টাকা

সূচি

সম্পাদকসমূহ

৫

১.

ঊনিশ শতকে বাংলার মুসলমান সমাজ: নবজাগরণ ও
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান
মহঃ মইনুল ইসলাম

৬

ভারত-মার্কিন যুক্তিচ্ছত্র অরব্দুত রামদুলাল সে
মৌপিতা রায়

১৭

ঔপনিবেশিক যুগে বাকুল জেলার বাণিজ্যে জেলাপাশ
মুদ্রা কান্তি ধক

২৫

সার আজিজুল হক ও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা
মুহম্মদ আল

৩৩

বেশবচন সেন এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ব্রাহ্ম আদর্শ ও
তার পরিণতি
হরেশ বিশ্বাস

৪০

ঔপনিবেশিকতা ও চিকিৎসাবিজ্ঞান: ঊনিশ শতকের বাংলা
শ্রাবণী পঠিক

৪৬

ঔপনিবেশিক নবী-শাসন নীতি ও বাংলার জনস্বাস্থ্য
নিখা সরকার

৫৫

সামাজিক শ্রেণ্যগণে বটতলা সাহিত্য ও নবজাগরণ
সুব্রত দাস

৬২

ঊনিশ শতকের ছাপাখানা, বাংলা বই ও বই বাজার :
একটি আলোচনা
তপন রায়

৭০

ঊনিশ শতকে কলকাতার ছুরা ও জুয়ুড়ি : একটি পর্যালোচনা।
তপোবন ভট্টাচার্য

৭৮

১৩. শ্রী মদন মোহন কুমার, ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের পথিকৃত (বাণীয় সাহিত্য পরিষদ) পৃ. ৪
১৪. গ্রাফিক পৃ. ৯
১৫. Grish Ghosh, op.cit
১৬. Board of Trade, vol-257 (West Bengal State achieve)
১৭. Narendra Krishna Sinha, op.cit
১৮. Grish Ghosh, op.cit, p.28
১৯. Ibid
২০. Ibid
২১. সমসাময়িক দর্পণ: ৫ জানুয়ারি ১৮২১
২২. কল্যাণ লেখ, দৈন্য বাড়ি -২৫.০৩.২০১৭
২৩. তদেন
২৪. শ্রী মদন মোহন কুমার, ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের পথিকৃত, বাণীয় সাহিত্য পরিষদ
২৫. প্রজ্ঞানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবাদপত্রে সেকালের কথা, বস্তু ২, কলকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

ঔপনিবেশিক যুগে বাঁকুড়া জেলার বাণিজ্যে রেলপথ

মূল্য কান্তি বর্ক

আনিস্টার্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজ

মহাসংস্করণ: বাঁকুড়া জেলার ঔপনিবেশিক কাল কালতে এখানে প্রশাসনিক ভাবে জেলা গড়ে ওঠার সময় কাল থেকে অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রি. থেকে ১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত সময় কালকেই বোঝান হয়েছে। জেলার বেশির ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও একটা ক্ষুদ্র অংশ বাণিজ্যে যুক্ত ছিল। বৃটিশ আগমনের পূর্বে জেলার বাণিজ্য বলতে আত্র গ্রাম বাণিজ্যই ছিল প্রধান। স্বল্প সম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি ছিল এই বাণিজ্যের চাহিদা শক্তি। আত্রজেলা বা আত্ররাজ্য বাণিজ্য যে ছিল না তা বলা যায় না, তবে তা ছিল খুবই সামান্য। তা হতে কিছুটা সড়ক পথে কাঁকটী পূর্ব জেলার পানাগড়, মূর্খাপুর, ও রানীগঞ্জ ও নাঃ পূর্ব জেলার মেন্দীপুর স্টেশনের মাধ্যমে। জেলাতে রেল চলাচল শুরু হয় ১৯০২ খ্রি.। যা জেলার বাণিজ্য মানচিত্রে বেশ ধানিকটা পরিবর্তন আনে। জেলার মূল বাণিজ্য ত্রয় ছিল চাল। রেল পথের নিকাশে এই বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে চাল কালের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এছাড়াও বহু বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানী - রপ্তানী বাড়তে থাকে। তবে রেল পথ জেলার বাণিজ্যে বিশেষ কিছু পরিবর্তন আনতে পারে নি। যেহেতু পরিবর্তন ঘটেছিল তা জেলার অনুরূপে ছিল না। জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশই সরাসরি রেলের বাণিজ্যে উপকৃত হয় তবে পরোক্ষ ভাবে জেলা যে রেল পথের দ্বারা উপকৃত হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা আছে না।

সূত্রসমূহ: ঔপনিবেশিক কাল, বেঙ্গল - নালপুর রেল, বি ডি আর রেল, চাল কাল, কয়লা, খুঁড়িক, আমদানী- রপ্তানী, পরিবহন

আলোচ্য সময়কালে জেলার অন্য পরিবহনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল রেলপথ। এই জেলার রেলপথ গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কারণ যে ছিল না তা নয় তবে তা ছিল তুলনাই কম গুরুত্বপূর্ণ। শাল কাঠ, কয়লা ও অন্যান্য বহির্জাত সম্পদকে এখান থেকে নিরে যাওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য।^১ হালহৌসির শাসনকালে ১৮৫৩ খ্রি. ভারতে প্রথম রেলপথের সূচনা হলেও এ জেলাকে রেলপথের পরিকোষ পেতে আরও ৫০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। দক্ষিণপূর্ব রেলের মঙ্গলপুর -পূর্নালিয়া শাখাটির সূচনা হয় ১৯০০ খ্রি.^২

জেলার উপর দিয়ে রেল চলাচল শুরু হবার আগেই জেলার সোফের সঙ্গে জেলার যোগাযোগ ছিল রানীগঞ্জ ও পানাগড় রেল স্টেশনের মাধ্যমে যা ম্যালির গ্রন্থ থেকে জানা যায়।^৩ ম্যালির বক্তব্য থেকে আরও জানা যায় ১৯০০ খ্রি. শাখাটির সূচনা হলেও ১৯০২ খ্রি. আগে রেল চলাচলের শুরু হয় নি। ম্যালি বাঁকুড়া পৌঁছানোর সহজ রাস্তা হিসাবে রেল রানীগঞ্জ পর্যন্ত এসে সড়ক পথে কাঁকটী বন্দেছেন এটি ছাড়াও জেলার সাথে সংযোগকারি একটি স্টেশন ছিল তা হল পানাগড়। একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় পানাগড় রেল স্টেশন থেকে সোনামুখী পর্যন্ত একটি পাকা রাস্তা ছিল। সোনামুখী থেকে পানাগড় স্টেশনের দূরত্ব ছিল

ইতিহাসচর্চা

প্রথম খণ্ড

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
প্রোফেসর (ড:) আনন্দগোপাল ঘোষ

সম্পাদক
ময়ূর দাস

সম্পাদকমণ্ডলী
ড. সুভাষ বিশ্বাস, ড. সুজিত ঘোষ, রাজেশ বিশ্বাস,
নিতাই গায়েন, সোমনাথ মণ্ডল, অয়ন ব্যানার্জী,
সুকল্যাণ গাইন, ড. মঙ্গল কুমার নায়েক, সৌমেন্দ্র প্রসাদ সাহা

কলকাতা :
পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র,
২০১৬ খ্রি.

দাঁজিলাং তরাই-এর ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায়
 জোতদারি প্রথা
 সুদীপ বাসনবিস
 দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে মদ্যপান বিরোধী অন্দোলন
 ও ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকা
 রাহুল কুমার দেব
 উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে সমতল উত্তরবঙ্গের
 সামাজিক, সাংস্কৃতিক অস্থিরতার চিত্র
 ড. পাণ্ডিত্য দত্ত
 জলপাইগুড়ি জেলার নগরায়ণের গতি প্রকৃতি
 (১৮৮৫-২০১১) : একটি পর্যালোচনা
 সৌমেন্দ্র প্রাসাদ সাহা
 ইতিহাসের আলোকে আদিগঙ্গা :
 জনপদ, নদীপথ, ঘাট ও মন্দির
 সোণা নন্দর
 সীতাল জাতির অভিব্যক্তির কারণ অনুসন্ধান :
 একটি সমীক্ষা
 অবীর কুমার গড়হি
 ঔপনিবেশিক যুগে বাকুড়ার দুর্ভিক্ষের কারণ :
 একটি পর্যালোচনা
 মৃগালকান্তি ধিক
 অগ্নিযুগে চন্দননগর : ১৯০৫ - ১৯২০ খ্রি.
 প্রিয়রঞ্জন সরকার
 উমেশচন্দ্র দত্ত : দক্ষিণ ২৪ পরগনার
 এক মহান শিক্ষাব্রতী ও কর্মযোগী
 বিদ্যুৎ সরকার
 ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চা ও সরলা দেবী চৌধুরাণী
 দেবারতি চক্রবর্তী
 বাংলায় কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনে
 কমরেড মুজিবুর আহমেদ-এর ভূমিকা
 শিল্পী পীজা
 দুই বন্দী নারীর স্মৃতিকথার তৎকালীন ভারতের ইতিহাস
 নিতাই গায়ের

৮৭ ঐতিহাসিক সীমান্ত থেকে দূরে : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে
 বিশ্বকাপ ফুটবল এবং বঙ্গকাতাবাসীর ফুটবল আনুগত্য
 ড. শুভ্রাংশু রায় ২২০

৯৮ শক্তিপুরের আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ইতিহাস
 মায়ন চৌধুরী ২২৬

১১০ ইলামবাজারের আঞ্চলিক ইতিহাস :
 একটি ক্ষেত্র অনুসন্ধান
 বিমল কুমার খান্দার ২৩৭

১১৮ গভীরার সেকাল-একাল
 নীলাঞ্জলি পাণ্ডে ২৪৭

১২২ রয়ানী গান : ওপার পেরিয়ে এপানে - অবলুপ্তির পথে
 সুপা দাস ২৬২

১২৯ বাংলা আঞ্চলিক লোকসংগীতের ধারা :
 একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
 সুমিত্রা ঘোষ ২৭১

১৪৩ রূঢ় বাংলার জাতীয় লোক-উৎসব : গাঙ্জন
 সুমনা বসু (দে) ২৮০

১৫২ **গ্রন্থসমালোচনা**

১৬০ আঞ্চলিক ইতিহাসের বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ
 ড. শেখরি প্রসাদ বসু ২৮৭

১৬৭ এক সমাজবিজ্ঞানীর চোখে বাংলার জমিদার
 প্রোফেসর (ড.) স্বপন ভট্টাচার্য ২৯৩

১৭৯

১৮৮

১৯৭

ঔপনিবেশিক যুগে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের কারণ : একটি পর্যালোচনা

মৃণালকান্তি ঘঁক

আসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, রামচন্দ্র কলেজ, বিষ্ণুপুর

ব্যবসায়িক সূত্রে ১৭৫৭ খ্রি. আগে থেকেই ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাঁকুড়ায় আগমন ঘটে। ১৭৬০ ও ১৭৬৫, এই দু-দফায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাঁকুড়া জেলার প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তগত করে।^১ তা সত্ত্বেও বাঁকুড়া স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে ১৮৮১ সালে।^২ এখানে ঔপনিবেশিক যুগ হিসাবে ১৮৬৫ সাল থেকে ১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত আলোচনা করা হবে। ব্রিটিশ যুগে বাঁকুড়াতে যত বরফ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়েছিল তার একটি বিবরণ অশোক মিত্র-র *ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুকস : বাঁকুড়া থেকে পাওয়া যায় (West Bengal District Handbooks: Bankura, Calcutta, 1953, p. xiv)*। এছাড়া আরও কয়েকটি দুর্ভিক্ষ বা অনটনের বছরের সন্ধান অন্যান্য বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায়।^৩ ব্রিটিশ সরকার এই সমস্ত বছরগুলিকে দুর্ভিক্ষের বছর হিসাবে স্বীকৃতি না দিবেও, 'নিরন্নতার' বিচারে জেলাবাসীর কাছে এইসব বছরগুলি ছিল সমান ভয়াবহ। তৎকালীন জেলা কাপেট্টার বলেছেন 'District suffers in this respect every second or third year'।^৪ রবার্টসন (Robertson) দুর্ভিক্ষের এত প্রকোপ লক্ষ্য করে বলেছেন, 'Bankura is a Famine District; in this respect it is almost unique in the province'।^৫ সুতরাং রাজ্যের অন্যান্য জেলা থেকে বাঁকুড়া যে অধিকতর দুর্ভিক্ষ-প্রবণ ছিল তা কবার অপেক্ষা রাখে না। এই নিবন্ধে মূলত বারংবার এই ধরনের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের জন্য মারী, প্রকৃত কারণগুলি ঠিক কি কি ছিল, সেইগুলিই অনুসন্ধান করারই চেষ্টা করব।

জেলার মোট জমির তিনভাগের দুইভাগ জমিই অনুর্বর উচ্চভূমি। জেলার মোট জমির পরিমাণ ২৬৪৩ বর্গ মাইল। তার মধ্যে ৭১২ বর্গ মাইল বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত। বাকি ১৯৩১ বর্গমাইল সদর মহকুমার অন্তর্গত।^৬ রবার্টসন, তাঁর একটি হিসাবে দেখিয়েছেন, জেলার জনসংখ্যার নিরিখে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ফেটে কম। তাঁর হিসাব অনুযায়ী জেলাতে প্রতি একরে ধান হত ১,৫১৬ মন। মোট ৭,১৭,৭৩৪ একর জমিতে ধান উৎপাদন হলে, জেলাতে মোট ধান উৎপাদন হবার কথা ১,১২,৫৮,৩৯৮ মন। আবার প্রতি ৪০ মন ধান থেকে চাল পাওয়া যায় ২৪ মন চাল।

ফলে উক্ত মোট ধান থেকে ৬৭,৫৫,০৩৭ মন চাল পাওয়া যেত। সাধারণ সময়ে এই চাল দিয়ে দু-কোলা ৮,৪৪,৩৭৯ জনে খালের জোতান হতে পারে, অর্থাৎ জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল তখন ১০,১৯,৯৪১ জন (১৯২১ সালের সেল্যাস অনুযায়ী)।^৭ অর্থাৎ দেখা যাবে স্বাভাবিক সময়েও জেলায় প্রয়োজনের তুলনায় কম উৎপাদন হয়।

জেলা কাপেট্টার, হান্টার সাহেবকে দুর্ভিক্ষের কারণ জানাতে গিয়ে বলেছেন, 'Indiscriminate jungle clearing has been ascribe of the falling off in the local rain fall'।^৮ অর্থাৎ এর থেকে দুটি কারণের কথা জানা যাচ্ছে। একটি জঙ্গল কেটে ফেলা, অন্যটি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাওয়া। জঙ্গল কাটার ফলে বৃষ্টির জলে মাটির উপরের আশ্রয়ণ সরে গিয়ে লাল কাঁকুরে মাটি (ল্যাটেরাইট) বেরিয়ে পড়ে, যা চাষের কাজে ছিল অনুপযোগী। সোনামুখীর নীলকুঠী মালিক, আগ্রহিন এই অবস্থার কর্না দিতে গিয়ে বলেছেন, 'পঞ্চাশ বছর আগেও যা ছিল ঘন জঙ্গল ও ট্রেড খেলানো দীর্ঘ ঘাসে ঢাকা, এখন তা রুম্ব ও বন্যা জমিতে পরিণত হয়েছে। যেখানেই চাষ করার উপযোগী এতটুকু জমি মিলেছে, সেখানেই লাড়ল চলেছে। ঘনঘন বর্ষায় ওপরের মাটি বুয়ে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে কাঁকুরে দানা, যেখানে কিছুই জমাই না'।^৯ তাই দেখা যায় রবার্টসনের রিপোর্টে যেখানে বিশ শতকের বিশের দশকের গোড়ায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল মোট জমির ৪৭%, সেখানে ১৯৪০ সালের ল্যান্ড রেভেন্যু কমিশন বেঙ্গল-এর রিপোর্টেও (*Land Revenue Commission Bengal's Report*) জেলার চাষযোগ্য জমির পরিমাণ মোট জমির মাত্র ৪৭.৪% বলে উল্লেখ করা হয়েছে।^{১০} অর্থাৎ জঙ্গল কেটে জমির পরিমাণ বাড়লেও তা পুনরায় বন্যা জমিতে রূপান্তর ঘটছিল বলেই পরিসংখ্যানে এই রূপ স্থিতিশীলতা প্রকাশ পেয়েছে।

জেলার দুর্ভিক্ষের পেছনে বেশির ভাগ ব্যক্তি যে কারণটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তা হল অনাবৃষ্টি ও বৃষ্টিপাতের অসামঞ্জস্যপূর্ণ বন্টন। ১৮৯২-১৯০২, ১৯১২-১৯২১ ও ১৯৪১-১৯৫০ খ্রি. এই তিন দশকের গড় বৃষ্টিপাতের গড় করলে জেলার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৫৭.৫৩ ইঞ্চি। এতখানি বৃষ্টিপাত হলে, জেলাতে স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত হয়নি বলেই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেটা কমে কমে ৫০ ইঞ্চির নিচে বা তার কাছাকাছি হলেই দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। আবার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ঠিক থাকলেই হল না তা প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে না হলেও উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে, যেমন ১৮৭৪ সালে। ও'ম্যালি বলেছেন, 'In 1873 the rainfall was unseasonably distributed, being scanty in May and June, excessive in July and August; and quite insufficient in September and October, with the result of that the rice crop, including both aus and aman, gave a little less than half of the average outturn'।^{১১} ১৮৯৭ খ্রি. দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রেও এই ধরনের অবস্থা লক্ষ্য করা যায়।^{১২} ১৯১৯ খ্রি. দুর্ভিক্ষের পূর্বের বছর ১৯১৮ খ্রি. জুলাই মাসের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪.৫৭ ইঞ্চি।^{১৩} ১৯১৯ খ্রি. ফেমিন রিলিফ অপারেশন রিপোর্টে (*Famine*

Itihascharcha

[A Collection of Peer Reviewed Research Articles]

Vol. I

ISBN 978-81-926316-5-3

প্রথম প্রকাশ

মে ২০১৬ খ্রি.

গ্রন্থপত্র

© পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র ২০১৬ খ্রি.

প্রকাশকের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত এই সংকলনে প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধ বা প্রবন্ধসমূহ সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে পুনঃপ্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, পুনর্বিবহাৰ, পুনর্নির্মাণ, পুনঃউৎপাদন করা যাবে না বা পুনঃউৎপাদনের জন্য যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিন উপায়ে সংরক্ষণ করা যাবে না। সকলনে প্রকাশিত যাকর্তীয় প্রবন্ধ-এ উপস্থাপিত তথ্য, বাস্তব মতামত, গৃহীত সিদ্ধান্ত, ভাষা, ইত্যাদি, দৃষ্টিকোণ প্রভৃতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব একাঙ্কভাবেই সার্বিক লেখকের বা লেখকদের। এগুলির জন্য সংস্থা কোনভাবে দায়ী থাকবে না।

প্রকাশক

মলয় দাস,

সভাপতি,

পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র,
মধ্যকল্যাণপুর, বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৪৪

প্রচ্ছদ

শ্রীকান্ত নাথ

মুদ্রণ

এস. পি. কমিউনিকেশন প্রা. লি.,

৩১বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য

৩০০.০০ টাকা

সূচি

সম্পাদকীয়

৭

সমাজমনস্ক ইতিহাসকার সালাহউদ্দীন আহমদ :

১২

একটি মূল্যায়ন

জান্নাত-এ-ফেরদৌসী,

প্রোফেসর (ড.) মেসবাহ কামাল

লৌহ ভীমের রহস্য সম্বন্ধে

৪০

ড. শ্রবণ চট্টোপাধ্যায়

মল্লদের বাণেশ্বরমুক ইতিহাস :

৪৭

একটি পুনরাবলোকন

ঋতুপর্ণ চট্টোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ আন্দোলন :

৫৮

বিকাশ ও বিলয়ের বৃত্তান্ত

প্রোফেসর (ড.) আনন্দগোপাল ঘোষ

উত্তরবঙ্গের সভা-সমিতি-সমাজ ও বাঙালি চা-করণ :

৭০

প্রসঙ্গ জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা

সুপম বিশ্বাস

আধুনিক পরিবর্তনের ধারণা - টোটো জনজগতি

৭৯

রঞ্জা পাল

DR. MOHAMMAD ALI KHAN

Recently applied aspects of the chaos control and chaos synchronization theory in the field of biological research is wide open. The study of coupled biological systems in complex network is very modern area of nonlinear dynamics. The study of networks pervades all of science, from neurobiology to statistical physics. The most basic issues are structural: how does one characterize the wiring diagram of a food web or the Internet or the metabolic network of the bacterium *Escherichia coli*? Are there any unifying principles underlying their topology? From the perspective of nonlinear dynamics, we would also like to understand how an enormous network of interacting dynamical systems of neurons, power stations or lasers will behave collectively, given their individual dynamics and coupling architecture.

CC, CS and its Appl.



Mohammad Ali Khan

Chaos control, Chaos synchronization and Its Application



Dr. Mohammad Ali Khan awarded his Ph.D degree from University of Calcutta, Kolkata, INDIA in 2015. His research interest in the field Nonlinear Dynamical System, Chaos and Multistability. Dr. Khan published more than 25 papers in national and international journals. He is working now as Assistant Professor in Mathematics at Ramananda College, BU.



978-3-659-86259-5

Khan



Impressum / Imprint

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Alle in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen unterliegen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz bzw. sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Die Wiedergabe von Marken, Produktnamen, Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen u.s.w. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek: The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at <http://dnb.d-nb.de>.

Any brand names and product names mentioned in this book are subject to trademark, brand or patent protection and are trademarks or registered trademarks of their respective holders. The use of brand names, product names, common names, trade names, product descriptions etc. even without a particular marking in this work is in no way to be construed to mean that such names may be regarded as unrestricted in respect of trademark and brand protection legislation and could thus be used by anyone.

Coverbild / Cover image: www.ingimage.com

Verlag / Publisher:

LAP LAMBERT Academic Publishing

ist ein Imprint der / is a trademark of

OmniScriptum GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 28, 66111 Saarbrücken, Deutschland / Germany

Email: info@lap-publishing.com

Herstellung: siehe letzte Seite /

Printed at: see last page

ISBN: 978-3-659-86259-5

Copyright © 2016 OmniScriptum GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten. / All rights reserved. Saarbrücken 2016

**CHAOS CONTROL,
CHAOS SYNCHRONIZATION
AND
ITS APPLICATION**

BY

MOHAMMAD ALI KHAN

Department of Applied Mathematics
University of Calcutta
West Bengal
INDIA

DR. DEEPAK KUMAR SINGH

AWARENESS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AMONG THE BACKWARD COMMUNITIES IN RURAL AREA



**AWARENESS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AMONG THE
BACKWARD COMMUNITIES IN RURAL AREA**

Seminar Volume, Department of Physical Education
Saltora Netaji Centenary College

Edited by : Dr. Avijeet Mondal

© SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

ISBN : 978-93-83200-37-5

First Published : July, 2017

Publisher : Patabahar Publications (P) Ltd.

19 P, Abinash Chandra Banerjee Lane, Kolkata - 700 010

Printer : Sumudrani

J.K. Pal Lane, Benachity, Durgapur - 713213

Price : 400/-



29. Physical Traits and Physiological Characteristics of Indian Junior Female Volleyball Players : A Comparative Analysis Dr. Amallesh Adhikari & Dr. Krishnendu Pradhan	180
30. A study for the Evaluation of Mid Day Meal Programme in schools of Purba Medinipur Dr. Amit Maity & Dr. Deba Prasad Sahu	190
31. A Study on Physical Fitness of School Going Boys and Girls Abdul Roof Rather, Abdul Kaiser & Nazia Khan	196
32. Stress and Easy Way of Stress Management Pijush Kanti Chakraborty, Saumitra Karmakar & Dwipen Basu	202
33. Physical Education and Sports in Ancient Rural Backward Culture Dr. Arunava Chattopadhyay	208
34. Importance of Health, Fitness and wellness for Life Chandra Sankar Hazari	213
35. Nature of the Last Three Strides during Running Broad Jump Dr. Deepak Kumar Singh	217
36. Modern Trends and Developments of Physical Education and Sports Anantarup Sen Sarma & Dr. Kanchan Bandopadhyay	221
37. The Impact of Health and Physical Education on Sustainable Human Development Aparba Biswas, Ratna Biswas & Dr. Saikot Chatterjee	225
38. Health Related Fitness and Its Relation with BMI Body Surface Area Body Density of Residential College Females Bapi Das & Chesme Das	230
39. Grip Strength and Arm Strength Relationship to Serving Capacity In Male Badminton Players Dr. Nikhil Kumar Rastogi	237
40. Effect of One Academic Programme on Body Mass Index of Physical Education Students Keshab Ch. Gope	242
41. Role of Food in Sports Dr. Nityananda Karmakar	247
42. An Association between Socioeconomic Status and Lifestyle of Sedentary Male Students Dr. Mahesh Singh Dhapola & Dr. Bhoj Ram Rawte	250
43. Differentiation Between Effect of Inhalation and Exhalation on Flexibility of Male College Student Swarup Mukherjee & Dr. Sumalya Roy	255
44. Sports as Medium of Expressing a Journey from the Periphery to the Center in Select Hindi Movies Dr. Sandip Tikait	259

NATURE OF THE LAST THREE STRIDES DURING RUNNING BROAD JUMP

Dr. Deepak Kumar Singh

Department of Physical Education, Ramananda College

ABSTRACT

The long jump is one of the traditional Olympic events. It has been included in a variety form in the ancient Greek games. It was a part of the Olympic game in 1896. The long jump is a classic field event, in that it is conceptually very difficult discipline to master.

The long jump has four distinct components- the approach run, the take off, the flight and the landing. In the present study researcher analysed the nature of the last three strides during Long Jump. 15 male long jumpers of district level were selected for the study. Their age ranges between 16 to 18 years. From the results it was observed that the length of the second last stride of all jumpers were shorter than the length of last but one stride. It was also observed that the take off stride length was shorter than both second and last but one stride length.

Key Words: Approach run, Stride, Stride length, Take off,

INTRODUCTION

In high level of athletic performance effective movement is the result of the interplay of the three movement constants; the body, gravity and ground. Understanding each of the movement constants independently is one thing, but the real key is to understand how they interact. (Vern Gambetta, 2009).

The running broad jump is one of the oldest athletic events that humans perform. Running broad jump can be divided into four phases- i) the approach run ii) take off iii) flight and iv) landing in a sand pit (Hay, 1986). A successful jump has been shown to be heavily dependent on the performance of the approach phase. A long jumper has to be perform three tasks during approach run (a) to develop a maximum horizontal velocity that can be used effectively during the take-off (b) to adjust the position of the body during the final few steps to bring it in an optimal take off position with minimum loss of horizontal speed and (c) to precisely adjust step length so that foot placement at jump take-off is as close as possible to be distal edge of the take-off board from which the jump is measured. (Hay 1988; Hay & Koh, 1988). Power is important in the take-off, as it needs to be explosive and fast. Balance is

**International Conference
on
GLOBAL EDUCATION, PHYSICAL EDUCATION AND
SPORTS, RESEARCH AND TECHNOLOGY FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT**

9th December, 2017



Organised by

Department of Physical Education

SEVA BHARATI MAHAVIDYALAYA

Kapgari, Jhargram, West Bengal, India, Pin - 721505

P R O C E E D I N G S



*Chief Editor : Dr. Binod Chowdhary
Editor : Dr. Alope Sen Borman*

Indira Publishers

ISBN No. : 978-81-929219-1-4



₹400.00

Contents

Sl. no.	<i>Title & Author</i>	Page No.
01.	IMPROVEMENT OF PHYSICAL FITNESS AND SCHOOL BASED PHYSICAL EDUCATION PROGRAMME <i>Dr. Aparup Konar & Prof. Samiran Mondal</i>	01 - 06
02.	SUBCONTRACTING IN THE UNORGANISED MANUFACTURING SECTOR IN INDIA <i>Dr. Mousumi Mitra</i>	07- 24
03.	RELATIONSHIP OF SELECTED KINEMATIC VARIABLES WITH THE PERFORMANCE OF BACK FOOT OFF DRIVE IN CRICKET <i>Dr. Avijeet Mondal & Dr. Jyostnasish Ghosh</i>	25- 36
04.	A STUDY ON MOTOR FITNESS PERFORMANCE OF DIFFERENT GROUPS OF ATHLETICS <i>Dr. Deepak Kumar Singh</i>	37 - 41
05.	INFLUENCE OF SOCIO ECONOMIC STATUS ON THE HEALTH RELATED PHYSICAL FITNESS OF TRIBAL PEOPLE <i>Rekha Hansda & Dr. Asish Paul</i>	42 - 54
06.	EFFECT OF EXERCISE ON LIPID PROFILE <i>Dr. Alope Sen Borman</i>	55 - 63
07.	EFFECT OF AEROBIC DANCE EXERCISES ON SELECTED PHYSIOLOGICAL HEALTH PARAMETERS ON ADOLESCENT GIRLS <i>Dr. Pintu Sil</i>	64 - 72
08.	A KINEMATIC ANALYSIS OF OVERHEAD THROWING IN AMERICAN FOOTBALL <i>Mr. Pallab Ghosh & Dr. Papan Mondal</i>	73- 83

A STUDY ON MOTOR FITNESS PERFORMANCE OF DIFFERENT GROUPS OF ATHLETICS

Dr. Deepak Kumar Singh

*Assistant Professor
Ramananda college, Bishnupur, Bankura, West Bengal.*

Abstract

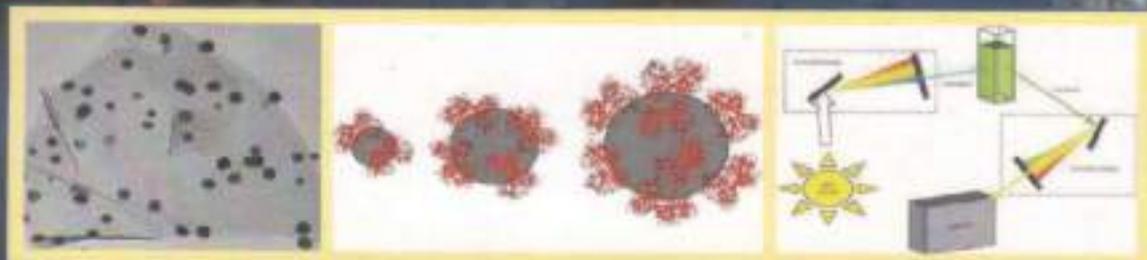
Human performance is a highly complex process and is a product of several internal and external factors encompassing all the aspects of human personality. A sport performance in simple words is the process of tackling given sports task or demand. Normally, it is understood to be the degree or extent to which a certain task has been tackled. Sports performance is the unity of execution and result of a sports action or a complex sequence of action measured or evaluated according to socially determined and agreed norms. Performance is the psycho-socio-biological process of doing some actions of tackling some sports task. High level sports performance is not merely product of physical, psychic and physiological prerequisites by an individual sportsman. The sports performance is based on a composite of many factors like speed, strength, endurance, agility, flexibility and balance etc. Speed is the most important component of physical fitness. Sprinting speed is the maximum locomotor speed, with which an individual can run. According to Singh (1991) some factors of speed are mobility of systems, explosive strength, technique, biochemical reserve and metabolic power. Strength is the major conditional component of physical fitness used in the field of games and sports or any movement activity. It is the ability to overcome resistance or the ability to act against resistance. Explosive strength is the combination of strength and speed. It can be considered as the ability to release maximum force in the shortest possible time. Motor fitness is the ability to do some movement task. It is related to physique and organic efficiency. It may be of two types – performance related and health related. Motor fitness may be defined

DR. BAIBASWATA BHATTACHARJEE
&
DR. NILANJANA CHATTERJEE

PROCEEDINGS

National Level Seminar on
Characterization of Nanomaterials

September 22-23, 2016



Editors : Dr. Baibaswata Bhattacharjee & Prof. Anjan Kumar Bandyopadhyay

Sponsored by :



University Grants Commission

Organized by :



Department of Physics

Ramananda College

Bishnupur, Bankura, Pin - 722122, West Bengal

In collaboration with

Department of Physics

The University of Burdwan, West Bengal

Published by :

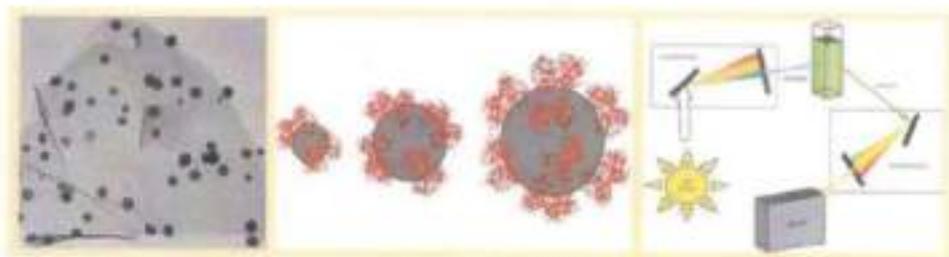
Ramananda College, Bishnupur, Bankura

© 2017, Ramananda College

ISBN : 978-81-933848-0-0

*National Level Seminar on
Characterization of Nanomaterials*

22-23 September, 2016



Organised by



Department of Physics
Ramananda College
Bishnupur, Bankura, Pin - 722122, West Bengal
In collaboration with
Department of Physics
The University of Burdwan, West Bengal

Sponsored by



University Grants Commission

National Level Seminar on
Characterization of Nanomaterials

22-23 September, 2016

Ramananda College,
Bishnupur, Bankura, West Bengal, India

Proceeding Committee

Dr. Debanka Sekhar Mishra
Dr. Anjan Banerjee
Dr. Baibaswata Bhattacharjee
Dr. Subhasis Chattopadhyay
Dr. Banashree Ghosh

Editors

Dr. Baibaswata Bhattacharjee & Prof. Anjan Kr. Bandyopadhyay

Published by

Ramananda College
Bishnupur, Bankura

©2017, Ramananda College
Publication Right reserved by the Publisher
Distribution and Promotion Rights reserved by
Ramananda College, Bishnupur, Bankura

ISBN : 978-81-933848-0-0

Printed at

Srima Press
Bus Stand & Tilbari, Bishnupur, Bankura
E-mail : suva553788@gmail.com

Price : ₹300.00

In recent years, a
research area in basic
size range exhibit some
different from those of
have higher band gaps.
ferromagnetic materials
bulk gold shows no catalytic
catalyst. As the size of
nanoparticle surface
properties of nanomaterials
be an optoelectronic,
experimental, theoretical
expanding field of interest.

Nanotechnology
applications of nanomaterials
of nanotechnology based
and the study of electron
characterization techniques
TEM, HR-TEM), atom
spectroscopy (PS), XPS,
spectroscopy (XPS) etc.
of various instrumental

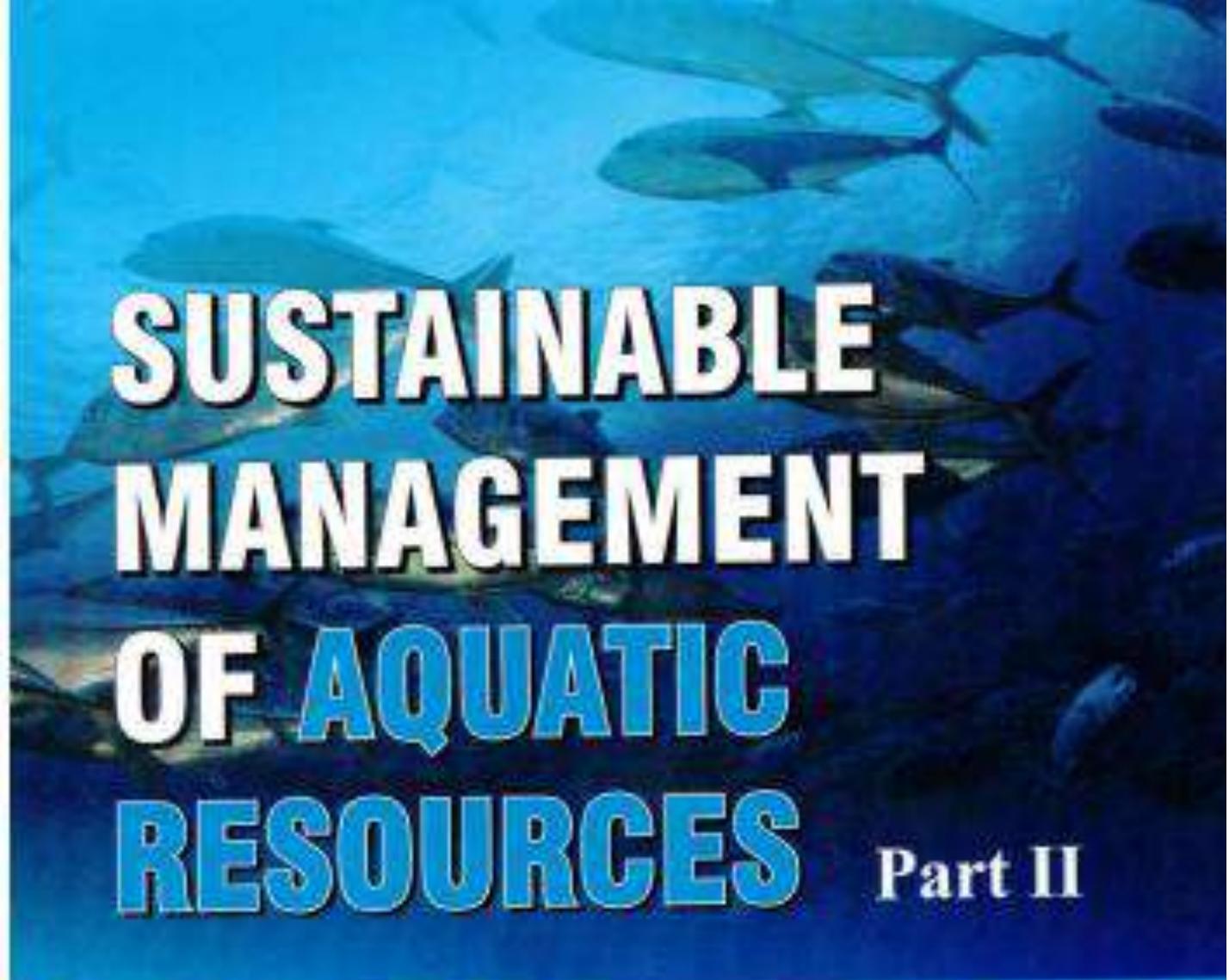
CONTENTS

1. **Observation of Room Temperature Ferromagnetism and Improved Photocatalytic Performance of Gd : ZnO Nanorods** Page 1
2. *Sanchayita Nag, Dipankar Das, Mrinal Seal, Sampad Mukherjee*
Spectroscopic Studies on Low Dimensional Systems Page 8
Achintya Singha
3. **Green Synthesis of Metal Nanoparticles and Application in Water Treatment Technology** Page 22
Sujoy K Das
4. **MoS₂ Thin Film Grown By Pulsed Laser Deposition** Page 35
Arun Barvat, Anjana Dogra, Prabir Pal
5. **Quenching of Protein Depends upon the Shape of the ZnO Nanocrystals** Page 42
A. K. Bhunia, T. Kamilya, S.Saha
6. **Effect of Reducing Agent in the Formation of ZnS Nanoparticle** Page 49
Kamal Bera, Satyajit Saha, Swadesh Ranjan Bera & Paresh Chandra Jana
7. **Echo-friendly Synthesis and Characterization of ZnS Nanocompounds via Complex Decomposition Approach** Page 56
Nilkamal Maiti and M N Goswami
8. **Change of chemically grown nanostructures of CdTe with growth time** Page 64
Swades Ranjan Bera, Satyajit Saha, Kamal Bera
9. **Anomalous Decrease of r.m.s. Strain With Increasing Mechanical Deformation Time in Conversion of Anatage TiO₂ Phase to High Pressure TiO₂-II Phase in High Energy Ball Mill** Page 71
Punarbasi Bose



10. **ZnS nanoparticle induced hypoxia affects the liver characteristics and haematological parameters of a non-air breathing catfish *Mystus vittatus* (Bloch, 1794)** Page 81
Nilanjana Chatterjee and Baibaswata Bhattacharjee
11. **Solution based growth of vertically aligned ZnO nanowire thin films: synthesis and characterization** Page 99
S.R. Bhattacharyya, S. Dalui, T. Parichha and R. Gayen
12. **Hysteresis in Carbon Nanotube Field-Effect Transistors** Page 108
M. Pal Chowdhury
13. **Synthesis and Characterizations of Nanocrystalline CZTS Thin Films** Page 117
R.N. Gayen, P.Mandal, P. Sharma and S.R. Bhattacharyya
14. **Synthesis of nano-sized $ZnFe_2O_4$ spinel from a single source metal-organic precursor and its application for explosive sensing** Page 122
Partha Mahata
15. **Size selected nanocluster deposition: a paradigm shift in thin film deposition** Page 132
Shyamal Mondal and S. R. Bhattacharyya
16. **Comparison of Structural and Microstructural Changes of Nanocrystalline Fe_3C and SiC metal Carbides During Ball Milling** Page 138
B. Ghosh
17. **Graphene Based Optical Sensing of Cholesterol** Page 152
Avijit Mondal
18. **Study of hyperfine behaviour and microwave absorption properties of $Ni_{0.4}Zn_{0.4}Co_{0.2}Fe_2O_4$ and $Ni_{0.3}Zn_{0.4}Co_{0.3}Fe_2O_4$ encapsulated in carbon nanotubes** Page 158
Madhumita Dalal, Ayan Mallick, Anushree Das, Dipankar Das and Pabitra K. Chakrabarti
19. **Nanotechnology : A present opportunistic tool with potential future benefits** Page 163
Rajendra Narayan Mitra, Goutam Biswas





SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AQUATIC RESOURCES

Part II



**B K Mahapatra • A K Roy
N C Pramanik**



SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AQUATIC RESOURCES

PART-II

Editors

Dr. B.K. Mahapatra

EZS (Cult), IIPSL, EZS, EAEB

Principal Scientist

ICAR-Central Institute of Fisheries Education,

Kolkata Centre, 22-GN Block, Sector V,

Salt Lake City, Kolkata-700091, India

Dr. A.K. Roy

Ex. National Coordinator (Impact Assessment), NARP

(World Bank Funded), ICAR, New Delhi

Former Principal Scientist & Head

ICAR-Central Institute of Freshwater Aquaculture,

Baharwan-751002

Ex-Consultant, College of Fisheries, CAU, Anapala, India

and

Mr. Nirmal Chandra Pramanik

Chief General Secretary

C. C. S. C. O. Y., Kolkata 700014,

West Bengal, India



NARENDRA PUBLISHING HOUSE
DELHI-110006 (INDIA)

Copyright © 2018, Narendra Publishing House, Delhi (India)

All rights reserved. Neither this book nor any part may be reproduced or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, microfilming, recording, or information storage and retrieval system, without the written permission of the publisher and author.

The information contained in this book has been obtained from authentic and reliable resources, but the authors/publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or the consequences of their use. The authors/publisher have attempted to trace and acknowledge the materials reproduced in this publication and apologize if permission and acknowledgements to publish in this form have not been given. If any material has not been acknowledged please write and let us know so that we may rectify it.

First Published in 2018

ISBN: 978-93-87590-11-3

Published by :

NARENDRA PUBLISHING HOUSE

Publisher and Distributor

1417, Kishan Dutt Street, Malviya,

DELHI-110006 (India)

Phones: 91-011-43501867, 91-011-45025794

E-mail: info@nphindia.com

Website: www.nphindia.com

Printed in India

Laser Typeset by Amrit Graphics, Shahdara, Delhi-110032

Contents

<i>Dedication</i>	v
<i>Message</i>	xi
<i>Foreword</i>	xiii
<i>Preface</i>	xv
<i>About the Editors</i>	xvii
<i>List of Contributors</i>	xix
SECTION-I: FISH BIOLOGY AND AQUACULTURE	3-104
1. Sustainable Management of Aquatic Resources <i>S. Ayyappan</i>	5
2. The Global Tilapia Aquaculture Industry: Focus on Feeds <i>Wing-Keong Ng</i>	15
3. Present Fish Culture Status of Bangladesh <i>B.K. Chakrabarty</i>	17
4. Growth, Survival and Condition Status of Milkfish (<i>Chanos chanos</i> Forsskal, 1775) in Feeding and Periphyton Supported Brackish Water Pond Rearing Systems <i>T.K. Ghoshal, M. Natarajan, M. Kallanam, Debasis De, Prem Kumar and Gowranga Biswas</i>	29
5. Comparative histological study of endocrine pancreas in <i>Labeo rohita</i> (Hamilton, 1822), <i>Mystus curonius</i> (Hamilton, 1822) and <i>Neoxypterus neoxypterus</i> (Pallas, 1769) <i>Saraj Kr. Ghosh and Padmanabha Chakrabarti</i>	43
6. Explicit Illustration on Morphology and Habitat Preference of <i>Channa steuarni</i> (Playfair, 1867) <i>Shreya Bhattacharya and B.K. Mahapatra</i>	55
7. Present Scenario of the Genus <i>Pseudorasbora</i> Bate, 1881 from Indian Water: A Taxonomic Study <i>Anantan Chanda and Tanusoy Bhattacharya</i>	63

8. Mass Culture of a Marine Copepod, <i>Oithona brevicornis</i> using Different Agro by-products	73
<i>Prezi Kumar, M. Kalliam, R. Subbaraj, G. Thiagarajin, S. Elangesanaran, G. Birusa, L. Christina and T.K. Ghoshal</i>	
9. Trends and Issues of Utilization of Fisheries Resources of West Bengal: An Analytical Approach	81
<i>Anubhika Ghosh, A.K. Roy and B.K. Mahapatra</i>	
10. Sustainable Seed Production Technology of Indian Mugil, <i>Clarias Magur</i> in Captivity	95
<i>M. Sinha and B.K. Mahapatra</i>	
SECTION-II: BIODIVERSITY AND CAPTURE FISHERY	105-252
11. Tuna Fishery of Andaman and Lakshadweep Islands: Present Status, Resource Potential and Prospects for its Development	107
<i>S. Dam Roy and K. Lohith Kumar</i>	
12. Aquatic Biodiversity Status of Ganges Haor in Northern Bangladesh and Prospect for using Waterbody as Carp Nursery	121
<i>R.K. Chakraborty</i>	
13. Fishery and Biology of Gold Spotted Grenadier Anchovy <i>Coilia dussumieri</i> Valenciennes, 1848 off West Bengal Coast	147
<i>Ajakesh Pradhan and B. K. Mahapatra</i>	
14. Major Factors Influencing Fish Species Spectrum in Floodplain Wetlands of Assam	157
<i>R.K. Manna, Md. Altabuddin, V.R. Suresh and A.P. Sharma</i>	
15. Hilsa in Threat! A Case Study Concerned to <i>Tomalosa ilisha</i> in West Bengal	171
<i>Agutosef Das</i>	
16. Reviews on Implementing the Precautionary Principle in Fisheries Management through Marine Reserves	177
<i>Arghya Laha, Samit Homochaudhuri, Sumati Bhusan Chakraborty, and Samir Banerjee</i>	
17. Zooplankton Diversity in the Upper Reaches of River Ichamati, West Bengal (India)	199
<i>Arnab Basu, Sheela Roy, Indrani Sarkar, Ujjal Das and Siddhantika Datta</i>	

46. Effect of Biofouling in Cage Culture System in Chirpani Reservoir of Chhattisgarh 583
S. Sarma and P. Borik
47. Heavy Metal Assessment in Sewage-fed Fisheries of East Kolkata Wetlands 593
Sritama Chatterjee, Pankaj Kumar Roy, Malabika Biswas Roy, Anusubha Majumdar and Anu Majumdar
48. A Study on the Effects of Alpha-cypermethrin to fish, *Cyprinus carpio* (Linnaeus, 1758) 603
Suman Bui and Nihar Chandra Saha
49. Impacts of Climate Change on Fish Population in Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (BOBLME) 607
Telish Bandopadhyay
50. A Comparative Survey on the Harmful Effect of ZnS Nanoparticles between Two Economically Important Fish Species *Labeo rohita* (Hamilton, 1822) and *Mystus vittatus* (Bloch, 1794) 619
Baibhavata Bhattacharjee and Nilanjana Chatterjee
51. State-of-the-art of Living Technologies for Wastewater Treatment Ecotech Approaches Banking on Nature's Library 637
Jayanta Kumar Biswas and Parnabanta Chaudhuri
52. Socio-Economic Aspect of Fisherwomen Engaged in Retailing in and Around Kolkata Fish Markets 659
Anshulika Ghosh, A.K. Roy and B.K. Mohapatra
53. Extension Needs in Achieving Livelihood Security as Perceived by the Fishers in the Vicinity of Rudrasagar Lake, Tripura 691
Biswarup Saha and M.K. Datta

A COMPARATIVE SURVEY ON THE HARMFUL EFFECT OF ZnS NANOPARTICLES BETWEEN TWO ECONOMICALLY IMPORTANT FISH SPECIES *LABEO BATA* (HAMILTON, 1822) AND *MYSTUS VITTATUS* (BLOCH, 1794)

Baibaswata Bhattacharjee and Nilanjana Chatterjee

ABSTRACT

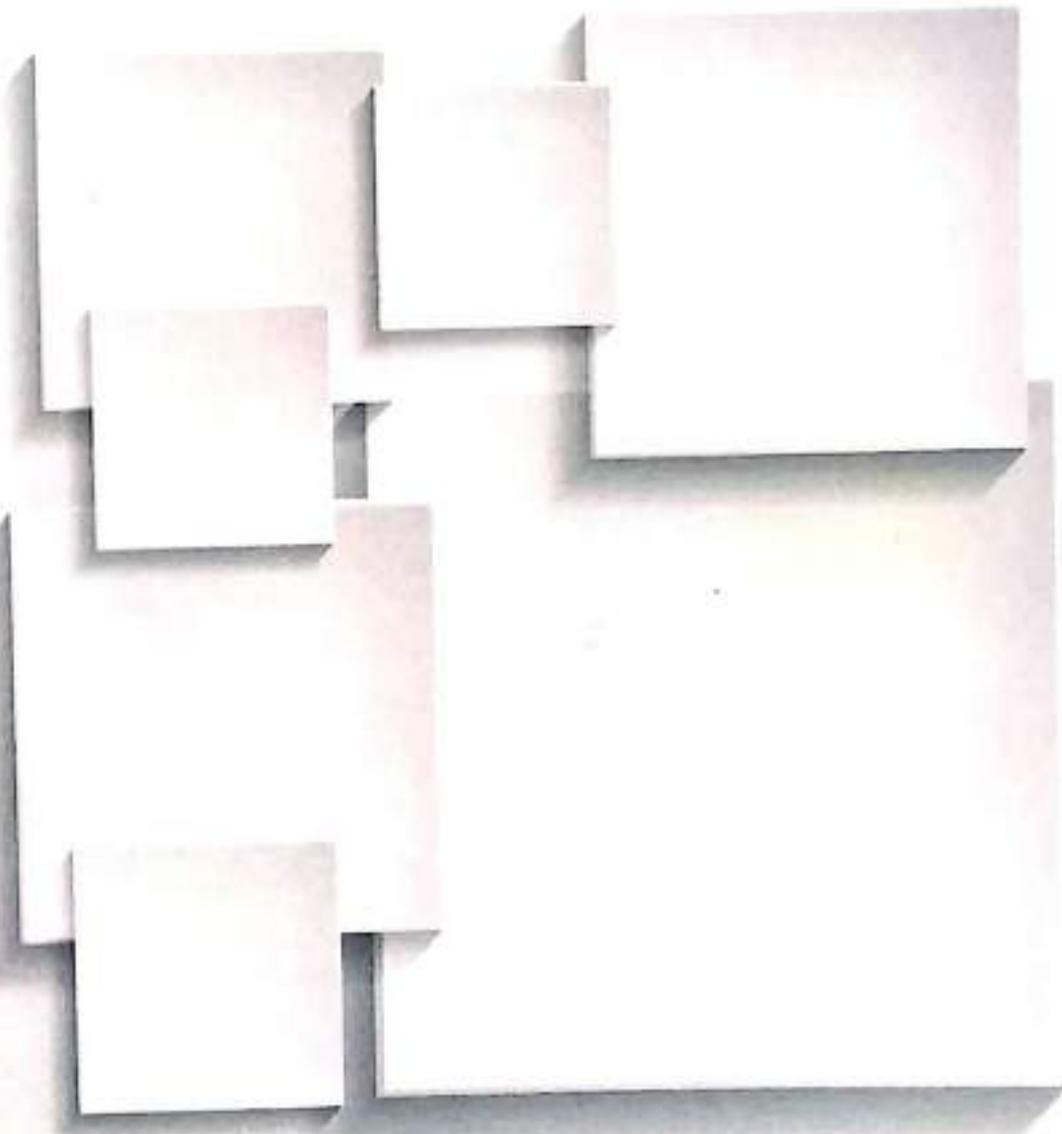
Enhanced surface photo-oxidation property associated with ZnS in its nanoparticle for maltered physico-chemical properties of water in a dose dependent manner. Exposure of ZnS nanoparticles in water resulted in significant depletion of dissolved oxygen content and reduction in pH value of water. This property was more prominent for ZnS nanoparticles with smaller sizes. Both the fish species *Labeo bata* and *Mystus vittatus* exposed to ZnS nanoparticles, responded to hypoxia with varied behavioural, physiological and cellular responses in a dose dependent manner in order to maintain homeostasis and organ function in an oxygen-depleted environment. Due to the minimization of food uptake, the hepatic cells of both the fish were found to shrink and empty spaces generated in between them as they used storage deposit to maintain the metabolic activity of the fish. However, the change in hepatic tissue layout was more noteworthy in case of *L. bata*. The kidneys of both the exposed fish species showed shrinkage of glomerulus and dilution of tubular lumen due to reduction in glomerular filtration rate in oxygen depleted atmosphere. Vacuolization and hyaline degeneration of tubular epithelium were also seen in the renal histomorphology of both the fish when the exposure time exceeded 6 days. Again in this case, the alterations in renal histomorphology were more rapid and distinguishable in case of *L. bata*. Both the fish species showed prominent alterations in their gill histomorphology displaying dissociation of gill epithelium layer, lamellae fusion, lamellae curling, angiogenesis, vasodilation and disruption of filament and lamellae when they face dose dependent ZnS nano particle induced hypoxia and environmental acidification in their habitat. The size and dose dependent changes in gill tissue layout were noticed to be more severe in the case of *L. bata* compared to *M. vittatus*. These observations suggest that the species *L. bata* is more vulnerable compared to the species *M. vittatus* against ZnS nano particle exposure when vital organs like liver, kidney and gills are concerned.

Keywords: ZnS nanoparticles; Photo-oxidation; Hypoxia; Growth; *Labeo bata*; *Mystus vittatus*.

PROF. ARPAN BHATTACHARYA

রাজনৈতিক সমাজতন্ত্রের ইতিবৃত্তান্ত : তত্ত্ব ও প্রয়োগ

সম্পাদনা
সচ্চিদানন্দ রায়



সূচিপত্র

- ১৩ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব
— ড. সৌমেন রায়
- ২০ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ : ধারণা, প্রকারভেদ এবং বিভিন্ন মাধ্যম সমূহ ও গুরুত্ব
— দেবশীষ মহাপাত্র
- ৩২ রাজনৈতিক উন্নয়ন
— কুণাল দেবনাথ
- ৪৩ রাজনৈতিক সংস্কৃতি : ভারতীয় প্রেক্ষিত
— ড. মহম্মদ আইয়ুব মল্লিক
- ৬২ রাজনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ
— অভিষেক মিত্র
- ৭৯ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও গণতন্ত্র
— শুভদীপ মুখার্জী
- ১০৮ রাজনৈতিক যোগাযোগ
— অরিন্দম চৌধুরী
- ১২১ মানবাধিকার ও বিশ্বায়নের আলোকে সমাজতত্ত্ব
— অর্পণ ভট্টাচার্য
- ১৩২ বিশ্বায়ন ও তার প্রেক্ষিতে জনগোষ্ঠীর রূপরেখা
— সুগন্ধা রায়
- ১৬২ বিবর্তনের ধারায় মানবাধিকার চর্চা
— ড. রিন্টু কুমার বিশ্বাস ও ড. সচ্চিদানন্দ রায়
- ১৭৯ রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা
— ড. কল্যাণ কুমার সরকার

মানবাধিকার ও বিশ্বায়নের আলোকে সমাজতত্ত্ব

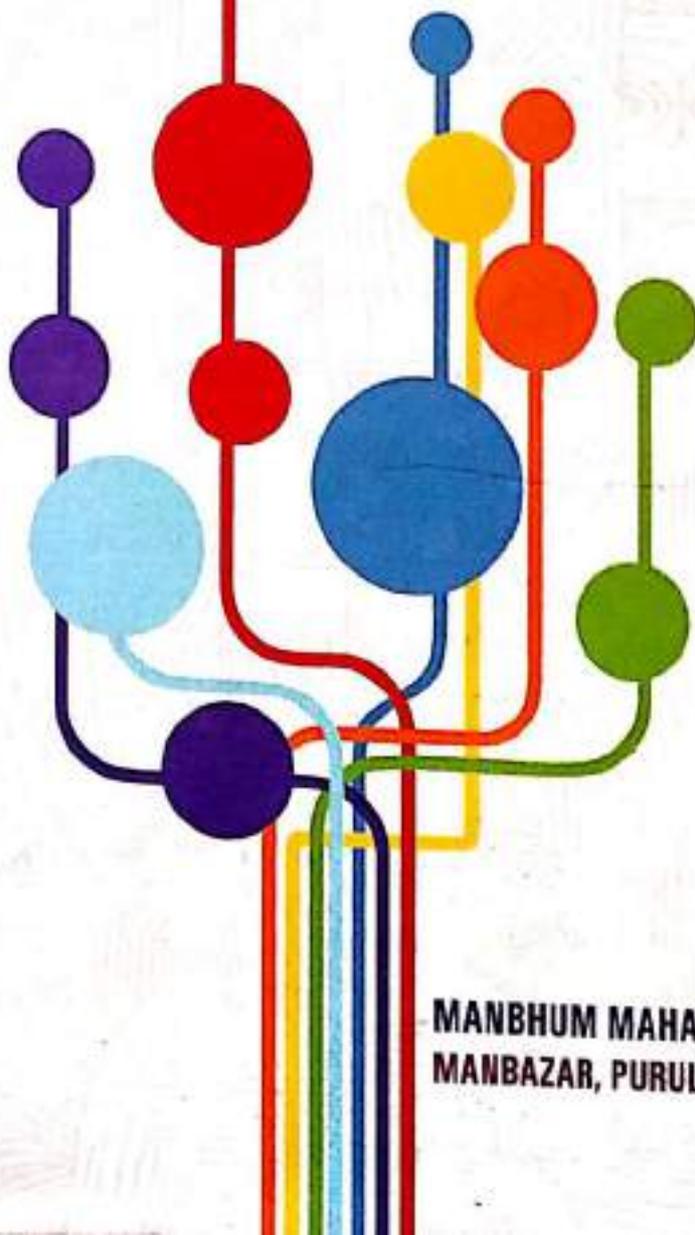
অর্পণ ভট্টাচার্য

বহু বছর ধরে বিশ্বজনীনতা ও নির্দিষ্টতা — এই দুই বিষয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বিক এবং বিকল্প ধারণার সন্ধান করেছে সমাজতত্ত্ব। W.B. Moor-এর মতো সমাজতত্ত্ববিদরা দেখিয়েছেন যে প্রথম দিককার সমাজতত্ত্ববিদরা যে সমস্ত বিষয়ের উপর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন সেগুলি হল — মানব ঐক্যের সন্ধান, ইতিহাসের বিভিন্ন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সভ্যতাগুলির বিন্যাস প্রভৃতি। এই ধরনের প্রাধান্যপূর্ণ আপেক্ষিকতার পরিস্থিতিতে 'ব্যবস্থা' বা 'System'-এর ধারণা সমাজের সার্বভৌমিকতার বিষয়টিকে বা সীমানার বিষয়টিকে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হিসেবে পরিনক্ষিত হয়। এর বিপরীতে আংশিকভাবে একটি স্বতন্ত্র উন্নয়ন হিসেবে 'বিশ্বজনীনতাকে' তুলে ধরার প্রয়াস শুরু হয় যা প্রতিপন্ন হয় সাধারণ কার্যগত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ ও তার তুলনামূলক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে। পাশ্চাত্যের এই দ্বন্দ্বিক সমাজতাত্ত্বিক বিকাশ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও প্রতিভাত হয়। তবে সমাজের অভিজ্ঞতাবাদী এবং সুসংবদ্ধ পাঠ হিসাবে এর আলোচনা শুরু হয় ১৯২০-এর দশক থেকে — পাশ্চাত্যে প্রবেশেরও প্রায় তিন দশক পরে। তবে এটি একটি প্রবীণ শাস্ত্র হিসাবে সমাজতত্ত্ব-এর বিকাশের পথ সহজ ছিল না। সমাজ তাত্ত্বিকদের সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টার ফল হিসেবে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর থেকেই একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে এর বিকাশের পথ মসৃণ হয়। এই সমাজতাত্ত্বিক বিকাশের অগ্রগণ্যরা ছিলেন — আঁন্দ্রে বেতে, দুবে, এম. এন. শ্রীনিবাস এর মতো বিশিষ্ট তাত্ত্বিকরা। এই ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের প্রথম দিককার আলোচনায় এক ধরনের পাশ্চাত্য মুখীনতা স্পষ্ট। অনেকে মনে করেন যে, পাশ্চাত্যের এই বহুত্ববাদী মডেলকে ভারতীয় সমাজতত্ত্ব প্রয়োগের অন্যতম ফল হল মূল বাস্তবতা থেকে সমাজতত্ত্বের অপসারণ। এই ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা বোধ ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকদের ভারতীয় সমাজ, ইতিহাস, পরিবার, জাতব্যবস্থা প্রভৃতির বিশ্লেষণে নিয়োজিত করে। এক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিকরা সমাজকে বিশ্লেষণের তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের সমাজের পাঠে মনোনিবেশ করে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরোক্ষভাবে সমাজতত্ত্বের গণ্ডিকে সংকীর্ণ করে দেয়। আঁন্দ্রে বেতের মতে, "It is a cause for worry when virtually every Indian Sociologist chooses to be an Indianist rather than a sociologist". নিজেদের সত্তার সঙ্গে সমাজকে সমগ্র হিসেবে দেখার এই দ্বন্দ্ব এবং পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

VOLUME II

BODHI

A COLLECTION OF MULTI DISCIPLINARY
RESEARCH ARTICLES



**MANBHUM MAHAVIDYALAYA
MANBAZAR, PURULIA**

BODHI, Vol-II

Edited by :
Prof. Tuhin Kar
Dr. Pradip Kumar Mandal

Publication Assistance :
Mermaid Books
101, Ghoshpara Purbachal Road
Khardaha, Kolkata-700118

First Publication :
January, 2015

Cover Designer :
Tamal Kar, Kolkata

ISBN : 818900817-X

Type Setting & Printer :
Deb Infotech
Kolkata-700074

Price- Rs. 220/-

CONTENTS

SL.	TITLE	AUTHOR	PAGE
1.	Republican Synthesis of Franco	Prof. Amitava Banerjee	13
2.	Revitalising Indian Economy Through make in India : Lofty dream or an achievable reality	Dr. Sabat Kumar Digal & Mr. Saha Pradyotyoti	27
3.	Problems and Prospects of Financial Inclusion of Tribal People : An Overview	Prof. Baber Ali Midya	54
4.	Feminine Being in Kamala Das	Lipi Agarwal	60
5.	How Should India Reach Out to Africa-Postscript	Dr. Gouri Sankar Nag & Arpan Bhattacharya & Pampa Bhattacharya	73
6.	National Knowledge Commission's Recommendations and Present Jt's of Higher Education Sector in India . An Analytical Study	Dr. Pradypta Banerjee	81
7.	Ambedkar A Messiah of Social Justice	Dr. Madhumita Chatterjee	113
8.	Hindu Temple Architecture	Biswadeep Chakraborty	121
9.	Witnessing, Testifying and narrating Trauma : Dalit Testimonies and Fictions	Sreemoyee Majumdar	137
10.	Happiness and Economic Growth Lessons from Developing Countries	Dr. Suprava Bagli	147
11.	Everyday Mathematics	Prof. Hafizul Moita	151
12.	Problems of Canal Irrigation in Debagram Irrigation Section, Birbhum	Avijit Ghosh & Somnath Rudra	163
13.	Attaining her own 'Space' : Benare, in Vijay Tendulkar's play Silence ! The Court is in Session	Partha Sarathi Mandal	178
14.	Impact of Capital Structure on Profitability : A case study of Housing Finance Companies in India	Mr. Debabrata Jana	186

HOW SHOULD INDIA REACH OUT TO AFRICA-A POSTSCRIPT

Dr. Gouri Sankar Nag
Arpan Bhattacharya
Pompa Bhattacharya

Abstract :

The Third India-Africa Forum Summit was held in New Delhi in October 2015. The First was held in New Delhi in 2008 and the Second in the Ethiopian capital of Addis Ababa in 2011. These meetings hold tremendous significance for India's growing outreach not only in the context of her development partnership with Africa but also for the South-South cooperation at large. This article was written in the context of the hype and stir generated by the Summit. It was a veritable opportunity to reflect and revisit India-Africa relationship in its myriad dimensions and come up with certain policy prescriptions pertinent to India's foreign policy discourse. In particular, we have recommended that instead of replicating Chinese model India's engagement ought to represent a new line by looking beyond the 'Techno-FDI Approach for Africa-India Movement'.

Keywords :

India-Africa partnership, FDI, Development cooperation, Democracy deficit, Energy security, Technology transfer, NAM, Diaspora, Multilateralism.

Introduction : The thread of thinking cited aforesaid is a context-driven one. It relates to the recently concluded Third India-Africa Forum Summit at New Delhi which thanks to the works

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১৭

© সম্পাদক

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোন পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম যেমন ফোটোকপি টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সম্বলিত তথ্য - সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। কোন ডিস্ক, পেট পারফোরেটেড বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN : 978-93-80736-84-6

এভেনেল প্রেসের পক্ষে মেমারী, বর্ধমান থেকে আরতি মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বেঙ্গল ফটোটাইপ কোম্পানী কলিকাতা থেকে মুদ্রিত।

website : www.avenelpress.com

email : avenel.india@gmail.com, info@avenelpress.com

সহযোগী সম্পাদক : শ্যামলী বসু

অক্ষর বিন্যাস : মহঃ আসিফ, লেজার ইন্সপ্রেশন, বর্ধমান

Content

	Page No.		Page No.
• Tagore's Construct of the 'Rayats' : Rhetoric of a Visionary <i>Sahyabrata Chakrabarti</i>	7	• Crossing of Vaghata's <i>Arjūngolājā Śaṅkṣi</i> along with Tantra into Tibet from India - A Buddhist Perspective <i>Jyotip Raha</i>	122
• Two Unique Wooden Temples in Manali-Himachal Pradesh <i>Durga Basu</i>	16	• Iconography of Several Forms of Parvati Images in Eastern India <i>Niladri Kumar Gopin</i>	133
• A Study of Environmental Archaeology of the site Jagannathpur in Galudih Area in Purbi Singhbhum District of Jharkhand <i>Debjani Malita</i> <i>Debasis Kumar Mondal</i>	23	• Health Governance and Managing Challenges Towards Achieving Universal Health Coverage in India <i>Smitina Chakrabarti</i>	150
• One Step Forward Two Steps Backward : The Retrogressive Amendment in Indian Arbitration Jurisprudence <i>Kesh Ghai</i> <i>Sandhya Verma</i>	48	• Role of Commercial Banks Awareness in Financial Services - A Study With Special Reference to Mysore District <i>Manoj S</i> <i>M. Prabhu</i>	166
• Corona Outbreak : Inflection Point for India's South Asian Moment <i>Goveri Sankar Nag</i> <i>Arpan Bhattacharya</i>	69	• Sacred Plants in India : A Study of Magico-Religious Beliefs and Practices <i>Sugdamayee Kundu</i>	186
• Students Attitudes Towards E-Learning in Pochchi Taluk <i>A. Prakashan</i> <i>B. Indira Priyadarshini</i> <i>N. Giri</i>	75	• Tribal Land Alienation and Resistance in Jharkhand A Case Study of Pathalgadi Movement <i>Debasree De</i>	200
• Attitude of Teachers Towards Two-Year B.Ed. Programme in West Bengal With Reference to the NCTE Regulations, 2014 <i>Sabirata Bachiary</i> <i>Ajit Mondal</i>	84	• Comparative Sketches of Suicidal Ideation And Depression of Internet Addicted Male and Female College Students of Kolkata <i>Sraboni Chatterjee</i> <i>Sreerama Majumdar</i>	215
• Examination Stress and Anxiety : A Study of Under Graduate Students in Purulia District <i>Sabhesish Sen</i> <i>Sadip Barik</i>	103		

Keywords: corona pandemic, lockdown, human security, neighbourhood 3.0, south asian moment.

Corona Outbreak : Inflection Point for India's South Asian Moment

Gouri Santar Nag¹
Arjun Bhattacharya²

Abstract : The recent outbreak of corona virus and the rise of an assertive China seem to draw a curtain of uncertainty on the existing power hierarchy in South Asia. Yet, by recharging increasing tensions amongst states and their vulnerabilities resulted in resorting to lockdown appear to evoke a replay of a Hobbesian predicament that seems heralded by the magnitude of overwhelming reactions. Nevertheless, one wonders to find the prospect of a radical reversal in the troubled waters as if a new South Asian world order is in the making. So, the contradiction of the dynamics lay embedded within the recent itself as it necessitated unprecedented lockdown, thereby sealing borders and insulating oneself into an alienated cocoon while simultaneously giving way to sort of regional bonhomie, charity and altruism as evidenced by the surging mood that the South Asian cooperation was fast becoming an important silver lining to hope for. It offers an inflection point, if not a decisive shift to navigate towards India's new South Asian moment. The essence and affective side is that we could even be drawn into an exercise of wishful thinking that perhaps these changes could make a missing breakthrough in the sprawling neighbourhood policy of India. But if possible at all, how would all these major changes unfold and what would be India's package? This article is a brief probe tentative and indicative in nature along the trajectory of an argument that Modi's altruistic posture in the form of benevolent leadership and concern for the SAARC countries in the wake of this emerging crisis is going to herald his Neighbourhood 3.0. And it is this test for New Delhi to reposition her role away from function rather straightforward in catering to the demand of human security and global pandemic that she might be able to regain her claim to benign leadership that she had lost in her own strategic domain.

The recent outbreak of corona virus and the rise of an assertive China seem to draw a curtain of uncertainty on the existing power hierarchy in South Asia. Yet, by recharging increasing tensions amongst states and their vulnerabilities manifest in resorting to countrywide lockdown appear to evoke a replay of a Hobbesian predicament that simply bewilder us by the magnitude of overwhelming reactions. Nevertheless, one wonders to find the prospect of a radical reversal in the troubled waters as if a new south Asian world order is in the making. So, the contradiction of the dynamics lay embedded within the tension itself as it necessitated unprecedented lockdown, thereby sealing borders and insulating oneself into an alienated cocoon while simultaneously giving way to sort of regional bonhomie, charity and altruism as evidenced by the surging mood that the south Asian cooperation was fast becoming a much important possibility to seize for and to act upon. It is definitely distinct from earlier instances when India had embarked upon actions in response to SCS calls like Operation Maitri in April 2015 after massive earthquake in Nepal. That situation and today's situations are simply incomparable by the degree of pervasive impact of the current pandemic with huge universal magnitude that we are witnessing today. Also, 1990s were a time when India was still locked within the jittery of ideational frame of 'Nonalignment Firsters' and as such, today's dimension of India's tremendous global outreach was simply unthinkable proposition at that time. So, 1990s was a period of conservative rethink lest any aberration could have jeopardized the line of our traction with overall adaptation in the evolving structure of post-cold war order.

India's foreign policy establishment faced a criticism due to lack of India's clearly articulated approach towards immediate neighbourhood. It is under Modi and his personality factor that raised India's relations with her neighbours to a great extent. Although one feature of Indian foreign policy under Modi was increased importance put on bilateral connect with small neighbours rather than fully revitalising SAARC. Still from 2014 onwards Indian foreign policy in South Asia could not resemble clear cut approach like Gujral doctrine. India

Indo-Bangladesh Relations

Comprehensive and Contemporary
Perspective



Edited by
Subhajit Ghosh
Alok Kumar Biswas

CONTENTS

- 13 **Introduction**
- 21 **Section : I Theoretical Perspective**
- 23 Indo-Bangla Relations-Envisaging a paradigm shift
from Hobbesian to a Kantian realm by
— Gouri Sankar Nag and Arpan Bhattacharya
- 33 Shared Experience in the eyes of Indo-Bangladesh Writers
of Partition Literature
— Atanu Ghosh
- 37 Transcending Fault lines, Synergies and Paradigm Shifts : Framing
New Frontiers for Indo-Bangladesh Ties
— Bishnupriya Roy Chaudhury
- 53 **Section : II Historical Perspective**
- 55 Refugee Problem in Post Partition Period in West Bengal: Special
reference to Murshidabad District
— Alok kumar Biswas
- 65 Issues and Settlements of The Refugees in West Bengal
from Bangladesh (1946-1971)
— Arindam Mandal
- 75 **Section : III Political and Security Perspective**
- 77 Human Trafficking As An Issue In Indo-Bangladesh Relations :
A Study Amrita Biswas
- 89 Indo-Bangladesh Foreign Relations: Emergence of SAARC
and After
— Dalia Hossain

Indo-Bangla Relations-Envisaging a Paradigm Shift from Hobbesian to a Kantian Realm

Gouri Sankar Nag and Arpan Bhattacharya

Today's news hype is all about India's probability of being enlisted as a UN's permanent veto wielding power and we are aware that we are writing in the backdrop of this dominant discourse. In fact, it is this prevalent mood that apparently dampens any sincere effort to delve deeper into India's relations with smaller neighbours like Bangladesh because our attention, thanks to ultra-nationalism of TV channels and talk-shows, is overtly shifted to the focal point of achieving that status. It is as if day by day we are getting impatient to think as to how long we have to stand in the waiting room and when the call will come allowing us a place at the high table. In this milieu Indo-Bangladesh Relations, even normal intercourse is bound to suffer, not to speak of any new thought experiment. This does not, however, mean that we are unhappy if India succeeds to emerge as a superpower. But from our argumentative position we see this hotly pursued agenda of foreign affairs as closely aligned with the political intent of high power or what may be termed as official ideology or its imperious design. Today, therefore, what we see is that the "realists" in the diplomatic fraternity is growing to keep pace with the expanding chest size of the New Leader Narendra Modi. It pays special attention to American big business and the NRIs. Joining this badwagon some would even like to teach a lesson to Pakistan. In midst of these can we find an iota of the Nehruvian legacy that gave India a sublime voice in the world? Nehru highlighted the phrases like "non-alignment, South-South Co-operation, Afro-Asian Solidarity, nuclear disarmament, the New Economic Order" as India's grand vision. But nowadays these are obsolete oxymoron. "Today's words are realism, surgical strikes, financial reforms and globalisation." So when the ideas and ideals that guided the Indian foreign policy practitioners are fast changing we think it would not be irrelevant to talk in the other way round for what seems missing link in the prevalent discourse is the voice of the people in the true sense of the term, not the elite standard of beliefs.

First Edition : 2016

© Editors

All rights reserved

No part of this book may be reproduced in any form, by photostat, microfilm, xerography, or any other means or incorporated into any information retrieval system, electronic or mechanical, without the written permission of the copyright owner and publisher.

ISBN 978-93-80736-14-3

Published by : Arati Mitra for Avenel Press, Memari, Burdwan and Printed at Bengal Phototype Co., Kolkata.

Email: avenel.india@gmail.com; info@avenelpress.com
visit www.avenelpress.com

Composed by : La belle (Art & Publicity)

Cover design by : Babul Dey



DR. CHIRASHREE MUKHERJEE

**The Scientific and
Technical Literature
in Sanskrit:**

*The Art and
Entertainment within it*

**A collection of Articles Presented
at the National conference**

Editor:

Sudeshna Basu

The Scientific and Technical
Literature in Sanskrit:
The Art and Entertainment
within it

[STLAE]

*A collection of Articles Presented at the
National conference*

Volume - III

Editor:

Sudeshna Basu

Editorial Board:

Prof. Ratna Basu Prof. Gopal Chandra Misra
Prof. Archana Biswas (Dhar)

*The Scientific and Technical Literature in Sanskrit: The Art and
Entertainment within it (Vol. III)*

Publisher

Department of Sanskrit, Sambalpur Mahavidyalaya,
Baghalata Station / E. M. Bypass, Kolkata - 700 094

© Copyright reserved by the Authors

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form
by Photostat, Microfilm, Xerography, or any other means, or incorporated
into any information retrieval system, electronic or mechanical, without
the written permission of the publisher.

First Published: July 2015

Digital Composing, Layout & Printing

JÑĀNĀLOK Infotech Pvt. Ltd.
B/10 Shantaneer Estate, 252, G.L.T. Road,
Kolkata - 700036

Cover Design

Tisha Mukherjee

ISBN: 978-81-928589-2-0

Contents

Surgery in Ancient India as Revealed in <i>Suśruta-Saṃhitā</i> Sudipa Bandyopadhyay	7
Numismatics and Manifestation of Indian Iconography Aniruddha Bagchi	11
Arbori - Horticulture in Ancient India: An Analytical Study Sudipta Karmakar	16
The Courtesan in Ancient India: A Study of Sudraka's <i>Mṛichhakatikam</i> Sukanya Pal	19
The Role of Sculpture in Bhāsa's <i>Pratimā</i> Debarati Nandy	21
* A Comparative Onomastic Study of the Three Major Upaniṣads Chirashree Mukherjee	25
সাহিত্যে আনন্দবর্ণনের দৃষ্টিতে ধনি ও অলংকারের অবস্থান সুদীপ্তা বসু	29

The Scientific and
Technical Literature
in Sanskrit:

*The Art and
Entertainment within it*

A collection of Articles Presented
at the National conference

Editor:

Sudeshna Basu

The Scientific and Technical
Literature in Sanskrit:
The Art and Entertainment
within it

[STLAE]

*A collection of Articles Presented at the
National conference*

Volume - IV

Editor:

Sudeshna Basu

Editorial Board:

**Prof. Ratna Basu Prof. Gopal Chandra Misra
Prof. Archana Biswas (Dhar)**

**The Scientific and Technical Literature in Sanskrit: The Art and Entertainment
within it (Vol. IV)**

Publisher

Department of Sanskrit, Sammilani Mahavidyalaya,
Baghajatin Station / E. M. Bypass, Kolkata – 700 094

© Copyright reserved by the Authors

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by
Photostat, Microfilm, Xerography, or any other means, or incorporated into
any information retrieval system, electronic or mechanical, without the
written permission of the publisher.

First Published: August 2015

Digital Composing, Layout & Printing

JÑĀNĀLOK Infotech Pvt. Ltd.
B/10 Shantaneer Estate, 252, G.L.T. Road,
Kolkata – 700036

Cover Design

Tisha Mukherjee

ISBN: 978-81-928589-3-7

Content

Kant on the Judgment of the Beautiful Sangita Dey Sarkar	7
Golden Ratio: Application of Mathematics in Ancient Art and Music Joydeep Chowdhury	11
Taxation and Governance in Kautilya's Arthashastra Uttam Kumar Ghosh	13
* Sanskrit Heralding another Technology Revolution: A Study of the Possibilities in Manuscriptology Chirashree Mukherjee	16
উমার ভূপস্যা ভমোনাশ চক্রবর্তী	18
সৌন্দর্য : বস্তুগত এবং মনোগত মৃণালকান্তি সরকার	21
পিসলছন্দঃসূত্র সুদেষ্ণা বসু	23

Scientific and Technical
Thoughts In
Post-Kalidasa Court Epics

by
Dr. Chirashree Mukherjee

Scientific and Technical thoughts
in
Post-Kalidasa Court Epics

Dr. Chirashree Mukherjee

*Dept. of Sanskrit, Ramananda College, Bishnupur,
University of Burdwan.*

**Purushottam
Publishers**

Scientific and Technical thoughts
in Post-Kalidasa Court Epics
by
Dr. Chirashree Mukherjee

Copyright © Dr. Chirashree Mukherjee

Publisher

Purushottam Publishers
Room 102B, Ground Floor,
98/37 Gopal Lal Tagore Road,
Kolkata - 700036, W.B., India.

Cover Design

Joyita Bhowmik

Digital Composing, Layout & Printing

JÑĀNĀLOK Infotech Pvt. Ltd.
Room 103C, Ground Floor,
98/37 Gopal Lal Tagore Road,
Kolkata - 700036, W.B., India.

First Published: February 2016

ISBN: 978-81-924129-9-3

Price: INR 100.00

Printed on recycled paper. No trees were cut for the production of this book. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the publisher and author. The views, theories, postulates and recommendations expressed in this book are entirely those of the author. The publisher is not in any way responsible for the views, theories, postulates and recommendations expressed in this book. All legal actions related to this publication are subject to the jurisdictions of the courts of Kolkata, India. The publisher of the book has taken care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights. Please notify the publisher in writing for corrective measure if any copyright has been found infringed.

DR. GOUR BARAN DE

“THE RELEVANCE OF THE VEDAS AT RECENT TIMES”

সাম্প্রতিক সময়ে বেদের প্রাসঙ্গিকতা

Editor : Dr. Sudev

Published by :
Panchmura Mahavidyalaya

ऋग्वेद ॥
॥ यजुर्वेद ॥
सामवेद ॥
अथर्ववेद ॥

CONTENTS

- 1 आधुनिक भारतेर पुनरुत्थाने ओ वेदानुशीलन प्रसङ्ग
शुामी ज्ञानलोकानन्द जी महाराज
- 12 प्राचीन भारते में नारी शिक्षा एवं ऋषि दयानन्द
Dr. Manudev Bandhu
- 19 वर्तमान युगे वेदानुशीलनस्य प्रासङ्गिकता
ड. तुलसीदास मुखोपाध्याय
- 21 वर्तमान समाज ओ वेदाध्ययनेर प्रासङ्गिकता
डाकरज्योति घोषाल
- 27 वर्तमानसमये वेदानां प्रासङ्गिकता
Dr. Haridas Sarkar
- 34 वर्तमानसमये वेदस्य उपादेयता
Pratap Chandra Roy
- 40 वर्तमानसमाजस्य विश्वबन्धुत्वसाधने वैदिकवाङ्मयस्य योगदानम्
Dr. Giridhari Panda
- 44 वैदिकमनोविज्ञानस्य व्यापकत्वम्
Dr. Chandra Kanta Panda
- 47 वर्तमान युगे वेद-उपनिषदेर उपयोगिता
ड. सुबोध कुमार पाल
- 52 वर्तमान समाजेर परिप्रेक्षिते वेद
ड. समाप्ति गराई
- 59 वर्तमान नाट्यजगतेर उत्स वेद
ड. सुदीप्ता डकत
- 62 चरैवेति उपाख्यानेर मध्य दिने वर्तमान समाज व्यवहारे पर्यटनेर उपयोगिता
ड. गौर वरण दे
- 65 वैदिक ऐतिह्ये वर्तमान समाज गठन
ड: सोमा डटाचार्य
- 69 वेदाङ्ग प्रसङ्ग
ड. मामनि मङ्गल

চরৈবেত্তি উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পর্যটনের উপায়সংগত

ড. গৌর বরণ দে

রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

বেদ শব্দটির ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থ হল জ্ঞান। জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু থেকে নিস্পন্ন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতে বেদ কোন লৌকিক বিষয়ের বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞান নয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা আমাদের যে জ্ঞান জন্মে তা পার্থিব জ্ঞান। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান। এই সকল প্রমাণ বা জ্ঞানেন্দ্রিয় আমাদের অতীন্দ্রিয় জ্ঞান দান করতে পারে না। সে হল এক অলৌকিক জ্ঞান যার সাহায্যে মানবজাতির ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ভুজের স্বয়ং পাই। অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয় যে রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না, সেই অতীন্দ্রিয় পরম জ্ঞান বেদ হতে লাভ করতে পারি। বেদভাষ্য রচয়িতা সায়নাচার্যের মতে - "ইষ্টপ্রাণীনিষ্টপরিহারোরনৌকিকনুপাত্তা মে গ্রহঃ বেদয়তি স বেদ"। অর্থাৎ ইষ্টপ্রাণী ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায় যে গ্রহ থেকে আমরা জানতে পারি তাই বেদ। ভারতীয়গণের দৃষ্টিতে বেদ নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ, অমৃত ও অনন্ত : বেদ সনাতন ও অপৌরুষেয়। সূর্যালোকের মতো স্বয়ংপ্রকাশ, পরব্রহ্মের নিঃস্বাসরূপে তা অবনিলাভম প্রকাশিত। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী বেদের কোন রচয়িতা নেই। ঋষিগণ মহত্বই, মন্ত্র স্বরণকর্তা মাত্র। যুগান্তে, প্রলয়কালে বেদ অপ্রকাশিত থাকে, যুগান্তে ঋষিগণ পুনরায় তপস্কার দ্বারা বেদকে লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে বেদ এক মহৎ সৃষ্টি এবং প্রত্যেক মহৎসৃষ্টিই কিছুটা পরিমাণে কোন অনির্বচনীয় সত্যের প্রকাশে অলৌকিক। এই বেদের মধ্যেই ভারতবর্ষের চিরন্তন মর্মবাণীটি নিহিত আছে। এর মধ্যেই ভারতীয়গণের সকল ধর্মের উৎস, সকল কর্মের মীমাংসা, কর্মফল, যজ্ঞ, যজ্ঞফল, সৎ পরলোকতত্ত্ব অদৃষ্ট ইত্যাদি সকল জ্ঞানের পরিণতি বুঝে পাওয়া যায়। তাছাড়া মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণকে একত্রে বেদ বলা হয় - "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োবেদনামধেয়ম্"। এই মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদ সমূহের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম সেই বিষয়ে সমস্ত বিদ্বানগণ একমত। জৈমিনির মতে বেদের যে মন্ত্রগুলিতে অর্থানুসারে হলা ও পাদব্যবস্থা আছে, সেই মন্ত্রগুলিকে ঋক্ বলা হয়। ঋক্ সংহিতা বললে কেবলমাত্র যেখানে ঋকের সংকলন আছে তা বোঝায়, ঋগ্বেদ সংহিতা বললে ঋক্মন্ত্র ও তার ব্রাহ্মণ নিয়ে গঠিত মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক সমগ্র সংহিতাই বোধের বিষয়। সংহিতা শব্দের অর্থ অত্যন্ত সন্নির্কর্ষ্য। ব্যাকরণাচার্য্য পাণিনি বর্নসমূহের অত্যন্ত নৈকট্য যেখানে থাকে তাকে সংহিতা বলেছেন "পর্য সন্নির্কর্ষ্য সংহিতা"। নৈকট্য বলতে অর্থমাত্র কালের ব্যবধানকে বুঝতে হবে। ঋক্মন্ত্রসমূহের অন্তর্গত পদগুলির এইরূপ অল্পব্যবধান যুক্তরূপে উচ্চারণ যে সংকলনের আছে তাই ঋক্ সংহিতা। অনুরূপভাবে ব্রাহ্মণবাক্যের অন্তর্গত পদ সমূহের আত্মতৎকালিক ব্যবধান রেখে যে সংকলনের উচ্চারণ হয়, তাই ব্রাহ্মণ সংহিতা। এই ঋক্ সংহিতা ও তৎ সংহিতা ব্রাহ্মণসংহিতার সম্মেলনে যা গঠিত তাই ঋক্বেদ সংহিতা। এই মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক ঋগ্বেদের ভাষা ও বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে প্রাচীনতম। মন্ত্র মধ্যে অনেকসময় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীর ইঙ্গিত আছে, তা হতে মন্ত্রের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা ব্যতীত মন্ত্রের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেও ব্যাখ্যা করা



Organized by : Department of Sanskrit,
Panchmura Mahavidyalaya, Panchmura
In collaboration with
Khatra Adibasi Mahavidyalaya, Khatra

Sponsored by : University Grants Commission
Eastern Regional Office, Kolkata





**SOCIETY AND CULTURE
IN ANCIENT INDIAN
LITERATURE**

Chief Editor

Partha Pratim Das

Contents

<u>Author</u>	<u>Topic</u>	<u>Page</u>
কৃষ্ণ ধীবর	উপনিষদের আলোকে সংস্কৃতভাবনা	১-৪
মহাদেব দাস বৈরাগ্য	শিবপুরাণে বর্ণব্যবস্থা : একটি সমীক্ষা	৫-৯
স্বপন মাল	শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ : প্রসঙ্গ সমাজভাবনা	১০-১৩
Somdatta Hati	The art of hunting in Sanskrit literature	১৪-১৭
তারক জানা	মনুস্মৃতিতে বৈদিকশান্তিমন্ত্রাণা প্রাসংগিকতা	১৮-২১
নিবেদিতা হাজারা	প্রাচীন বৈদিক সমাজে নারীশিক্ষা	২২-২৬
সুমিতা মণ্ডল	বান্ধীকি রামায়ণে প্রতিফলিত সমাজ : সমকালীন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে	২৭-৩১
অশোককুমারপণ্ডা	প্রাচীনসংস্কৃতসাহিত্যে সমাজ : সংস্কৃতিষ্মচ : পঞ্চাদনুসন্ধানমেকম্	৩২-৪৪
মৌমিতা মণ্ডল	প্রাচীন সমাজে প্রচলিত বিবাহব্যবস্থা	৪৫-৪৯
Sanjoy Jyoti	SOCIETY AND CULTURE IN ATHARVAVEDA.	৫০-৫২
নীতু খঁতান	অভিধান-শকুন্তলস্য সামাজিক বিধানম্	৫৩-৬০
সুদেব হাউলী	সংস্কৃত বৈদিক সাহিত্যে কলা, বিদ্যা, ক্রীড়া-তথা বিনোদন	৬১-৭০
মল্লিকা ঘোষ	প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত বাংলার সমাজ : প্রসঙ্গ চর্যাপদ	৭১-৭৪
শুক্লা ঘোষ	অর্থশাস্ত্রে প্রতিফলিত জনজীবন	৭৫-৭৯
দিব্যজ্যোতি হাজারা	মৃচ্ছকটিকে সমাজচিত্রণম্	৮০-৮৮
নীলিমা সরকার	শক-সাতবাহনদের অভিলেখে প্রাপ্ত ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক	৮৯-৯২
অতনু আঢ্য	প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা : ঔপনিষদিক ধারণা	৯৩-৯৮

<u>Author</u>	<u>Topic</u>	<u>Page</u>
গোবিন্দপাত্র	প্রাচীনমাহিল্যে সমাজ: সংস্কৃতিশ্চ	৩৫৬-৩৬১
পার্বসারথিমুখোপাধ্যায়	ধারতীয়জনজীবনে বেদম্য প্রধাভ:	৩৬২-৩৬৬
শান্তনুকুমার চক্রবর্তী	প্রাচীন সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতি	৩৬৭-৩৭৫
কুম্ভা সরকার	বেদিক সমাজে নারীদের অবস্থান	৩৭৬-৩৭৯
সায়নী দাস	মহাকবি কালিদাসের কাব্যানুবায়ী	
	তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতি	৩৮০-৩৮৬
সুদীপ্ত শেখর মাইতি	কন্যাশ্রীর বিদ্যাশিক্ষা ও সম্মানপ্রাপ্তির	
	প্রাচীন ইতিহাস	৩৮৭-৩৯০
সোমনাথমুখার্জী	বৈদিকী সংস্কৃতি:	
লালু কইদাস	ধর্ম : বিবিদিবুর দৃষ্টিতে	৩৯১-৩৯৩
Devalina Saikia	Social Order as Reflected	৩৯৪-৩৯৬
	in Nyāya- Vaiśeṣika	
	Literature : A Brief Sketch	৪০০-৪০৬
Amit Bhattacharjee	Translation : Its nature, scope	
	and methodology	৪০৭-৪১৭
সুচন্দ্রা দাস	বাস্তাচার্যের 'নিরুক্ত' গ্রন্থের উপজীব্য	
	'নিঘণ্টু' নামক গ্রন্থটির সামাজিক ও	
	সাংস্কৃতিক গুরুত্ব	৪১৮-৪২৩
Ananya Mitra	Rāma- Mārīca discourse in the	
	Bhāṭṭikāvya (Canto-II):	
	An effect of socio-	
	political changes of Valabhī	৪২৪-৪২৯
শ্যামলী কুমার	লোকসাহিত্যের দৃষ্টিতে রামায়ণ ও	
	মহাভারত	৪৩০-৪৩৭
লোকেশমণ্ডল:	বৈদিকসমাজে নারীনাং গৌরবম্	৪৩৮-৪৪২
ডঃ গৌর বরণ দে	বেদিক যুগের সামাজিক অবস্থা	৪৪৩-৪৪৯
ডঃ বৈশাখী ঘোষ	প্রাচীন ভারতে পরিবার পরিকাঠামোর	
	বহুবিবাহ বা বহুগামিতা : শ্বেতাচার	
	না 'সংঘাতহীন ক্ষেত্র'—মহাভারত	
	ও রামায়ণের পটভূমিকায় একটি	
	তুলনাত্মক অনুসন্ধান	৪৫০-৪৬১



রাসালন্দ চন্দ্রিপাধ্যায় =
জন্য সার্ব শতাব্দিকিনিত্তে বিদ্র দেব

সঙ্গ

সঙ্গ



সঙ্গ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : জনসাদর্শতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

সূচিপত্র

দেশপ্রেমের আলোকে রামানন্দ <i>Ramananda, Rabindranath & Thompson : A Difficult Triangle</i>	শ্যামল সান্তরা ও আরনা মুখোপাধ্যায় Dr. Goutam Buddha Sural	১ ৭
শিক্ষানুরাগী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কর্মজীবন : এলাহাবাদ পর্ব	ডঃ প্রকাশকুমার মাইতি	১৯
রামানন্দের বাঁকুড়া সংযোগ	ডঃ শেখর ভৌমিক	২৩
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সাংবাদিকতা	প্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১
বাল্যবিধবাবিবাহ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২
অনন্য রামানন্দ : তাঁর চিন্তাচেনার দিগ্দর্শন	ডঃ কমলা দাস	৪৬
বাঁকুড়া ও রামানন্দ	বীণাপাণি ঘোষ মহাপাত্র	৫০
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে রামানন্দের ভাবনায় ভারতবর্ষ :		
ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়	বিষ্ণুপদ মালিক	৫৭
বাঁকুড়া ভাবনায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	মৃগালকান্তি ধঁক	৬৩
সাংবাদিকতার আলোকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	ডঃ গৌরবরণ দে	৭৫
প্রবাসী'র প্রেক্ষিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র	ডঃ সোমা ভট্টাচার্য	৭৮
বাঁকুড়ার কৃষিচিত্র ও রামানন্দ :		
প্রসঙ্গ 'প্রবাসী'	রঞ্জন কুমার মন্ডল	৮৬
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : রাজনৈতিক চিন্তা	অরুণাভ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৩
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : তাঁর উদারবাদী ভাবনার সূত্র - একটি পর্যালোচনা	তাপসী দে	৯৮
জাতীয়তাবাদী ও সমাজ সংস্কারক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	অনুপকুমার মন্ডল	১০৪
বৃন্তের বাইরে রামানন্দ :		
প্রাপ্ত চিঠিপত্রের আলোকে	আবীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৮
রামানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ :		
পারম্পরিক সম্পর্ক	নাফিসা আরফা	১১৫

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : অনুসার্দশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

সাংবাদিকতার আলোকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ডঃ গৌরবরণ দে

ত্রিভুবনের প্রথম সাংবাদিক হলেন মহর্ষি নারদ । তিনি দ্যুলোক, ভুলোক ও অন্তরিক্ষলোকে সর্বদা বিচরণ করে হৃদয়ে ও বদনে নারায়ণ নারায়ণ বলতে বলতে অধর্ম, অন্যায় ও উৎপীড়নকে ধ্বংস করার জন্য সত্যের পথ অবলম্বন করে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নারায়ণের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন । ধর্ম হল এমন একটি গুণ যা পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীদের মধ্য থেকে মানুষকে আলাদা করেছে । যদি এই ধর্ম না থাকত তা হলে পশু ও মানুষের মধ্যে কোন ভেদ থাকত না । তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন -

“যদা যদা হি ধর্মস্য গ্ৰানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।
পরিত্রানায় হি সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।।”

নারদ তাঁর একমাত্র বাহন টেঁকিতে আরোহণ করে পীড়িত, লাঞ্চিত, অপমানিত দেব, ঋষি ও মানবদের কথা তুলে ধরেছিলেন । ঠিক তেমনি বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকে ভারতবাসী তথা বাংলার জনসাধারণের প্রতি অসামাজিক, অমানবিক অন্যায় অসৎ আচরণের বিরুদ্ধে ‘যেনাহংনামৃতস্যাম্’-এর সন্ধানে সাফল্যের উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করে সংসার সুখের হাতছানি অগ্রাহ্য করে সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে কলমকে বাহন ও হাতিয়ার করে গর্জে উঠেছিলেন । বিজাতীয় ঔপনিবেশিক শাসনের হাতিয়ারগুলি ছিল সম্পদ লুণ্ঠন করে ভারত তথা বাংলাকে পরনির্ভর ভিখারিতে পরিণত করা, বিভেদ-নীতির প্রয়োগে দেশবাসীর ঐক্য-সংহতি বিনষ্ট করা এবং কূট শিক্ষানীতির সাহায্যে তাদের মনে হীনমন্যতা সৃষ্টি করা । এই সব গ্লানি থেকে ভারতবাসীকে নব চেতনায় দীক্ষিত করার কাজে বহু পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তি এগিয়ে এসেছিলেন । প্রথম দিকে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রাণকেন্দ্র ছিল বাংলা, শোষণ-নির্যাতনেরও প্রথম শিকার বাংলা, আবার পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের পথিকৃৎ বাংলা ও বাঙালি । শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট, কুসংস্কার নিমজ্জিত দেশবাসীর মধ্যে স্বাজত্যবোধ জাগাতে অযৌক্তিক ভেদাভেদ দূর করে জাতীয় সংহতি দৃঢ় করতে এবং পরিচ্ছন্ন, উন্মুক্ত সামাজিক পরিবেশ গঠনের কাজে যারা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উনিশ শতকের বাংলার সেই শিক্ষাব্রতীদের অন্যতম ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে বাঁকুড়ার পাঠকপাড়ায় হরসুন্দরী ও শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন । অল্প বয়সেই তিনি বাঁকুড়ার একটি

DR. SOMA BHATTACHARYA

FRONTIERS IN MULTIDISCIPLINARY RESEARCH



Volume 1 | Number 1 | December 2017

FRONTIERS IN MULTIDISCIPLINARY RESEARCH



A Peer Reviewed Biannual Research Journal
Volume 1, Number 1
December, 2017

Editor-in-Chief

Dr. Baibaswata Bhattacharjee (*Science*)

(Associate Professor, Department of Physics, Ramananda College)

Mr. Anjan Bandyopadhyay (*Humanities & Social Science*)

(Associate Professor, Department of Bengali, Ramananda College)

Editorial Board

Dr. Kamala Das, Associate Professor, Department of Bengali, Ramananda College

Dr. Mohammad Ali Khan, Assistant Professor, Department of Mathematics, Ramananda College

Dr. Narendra Ranjan Malas, Associate Professor, Department of English, Ramananda College

Dr. Nilanjana Chatterjee, Assistant Professor, Department of Zoology, Ramananda College

Mr. Parnab Chatterjee, Librarian, Ramananda College

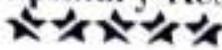
Dr. Tapas Kumar Sarkar, Associate Professor, Department of Commerce, Ramananda College

Ramananda College
Bishnupur, Bankura
West Bengal, India



Contents

1. *Hall currents and radiation effects on MHD free convective flow past a vertical plate in porous medium in presence of chemical reaction* 9 - 26
Bhaskar Chandra Sarkar, Rabindra Nath Jana
2. *Temperature & humidity influences the silk moth rearing in silk industry, Bishnupur, Bankura* 27 - 35
Prasenjit Sarkar
3. *Some histological aspects of the viviparous banded pond snail *Bellamya bengalensis* (Lamarck) collected from the water bodies of Bishnupur subdivision* 36 - 45
Nilanjana Chatterjee
4. *Synthesis and characterization of ZnO nanorods grown by electrochemical method* 46 - 48
S. Mandal, A. Dhar, S. K. Ray
5. *A short review on heavy metals accumulation through Phytoremediation* 49 - 53
Sumanta Das, Indrani Chandra, Sabyasachi Chatterjee
6. *Role of W.B.C.A D.C in Ajodhya Hills, Purulia District, West Bengal* 54 - 64
Shyamal Santra, Sarbajit Kumar Ghosh
7. *Career Opportunity and employability of library and information science professionals in India* 65 - 76
Parnab Chatterjee, Srabani Karak
8. *ভক্তিসাধনার ধারা ও ভক্তিতত্ত্ব* 77 - 83
ডঃ সোহাগ ভট্টাচার্য
9. *ডঃ মাণিকলাল সিংহ : জীবন ও কৃতি* 84 - 90
অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
10. *প্রসঙ্গ চিত্রকল্প : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তার শৈল্পিক বিন্যাস* 91 - 106
ডঃ কমলা দাস



ভক্তিসাধনার ধারা ও ভক্তিতত্ত্ব

ডঃ সোমা ভট্টাচার্য

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর

সংক্ষিপ্তসার

সাধারণত আধ্যাত্মিক দর্শন ও রসশাস্ত্র এই দুটিকে ভিন্ন বলে ধরা হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী রামানুজ, নিম্বার্ক প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যগণ বৈষ্ণব ধর্মের মূল তত্ত্ব ভক্তিকে দার্শনিকের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করেছেন। শ্রী সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় বলেছেন মাধবেন্দ্র পুরীই জগতে ভক্তিরস প্রথম প্রবর্তন করেন। তাঁর দ্বারাই সম্ভবত অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীচৈতন্যদেব পূর্বআচার্যগণের মোক্ষোপায়রূপে গৃহীত ভক্তিকে রসে পর্যবসিত করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগামী বৈষ্ণব আচার্যগণ ভক্তির সাধনাকারূপ ও রসরূপের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তবে শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্মের আদি প্রবর্তক নন (“It is a mistake to think of Chaitanya as in any sense of the originator of Vaiṣṇavism in Bengal” – M.T. Kennedy, *The Chaitanya Movement*) গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেমভাবনা সম্ভবত দক্ষিণভারত থেকে আগত। ডঃ শ্রী সুনীল কুমার দে মনে করেন— “Some are of opinion that the advent of the Karmātas in Bengal with the Cediprince Karmādeva introduced the Srimadbhāgavata emotionalism, which had its most probable origin in Southern India”. ভক্তি যদিও স্বরূপত অভিন্ন ও এক তবুও অধিকারী ও মার্গভেদে তার বিভিন্নতা প্রতিভাত হয়। ভক্তিই আধ্যাত্মিক সাফল্যলাভের একমাত্র পথ। প্রেমিকভক্ত সংসার মোহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় না। ভক্তিই পরমপুরুষার্থরূপে গৃহীত হয়।

কৃষ্ণশব্দ – ভক্তি, রস, গৌড়ীয় বৈষ্ণব, শ্রীচৈতন্য, মোক্ষ, অবৈত, প্রেম, উপনিষদ ইত্যাদি।

* Corresponding author E-mail: profsoma@gmail.com

ভক্তিপ্রধান দেশ এই ভারতবর্ষ। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই যে সহজে ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় সে কথা কবির কাব্যে, বাউলের সংগীতে, দার্শনিকের দর্শনতত্ত্বে বারংবার বিভিন্নভাবে ঘোষিত হয়েছে।

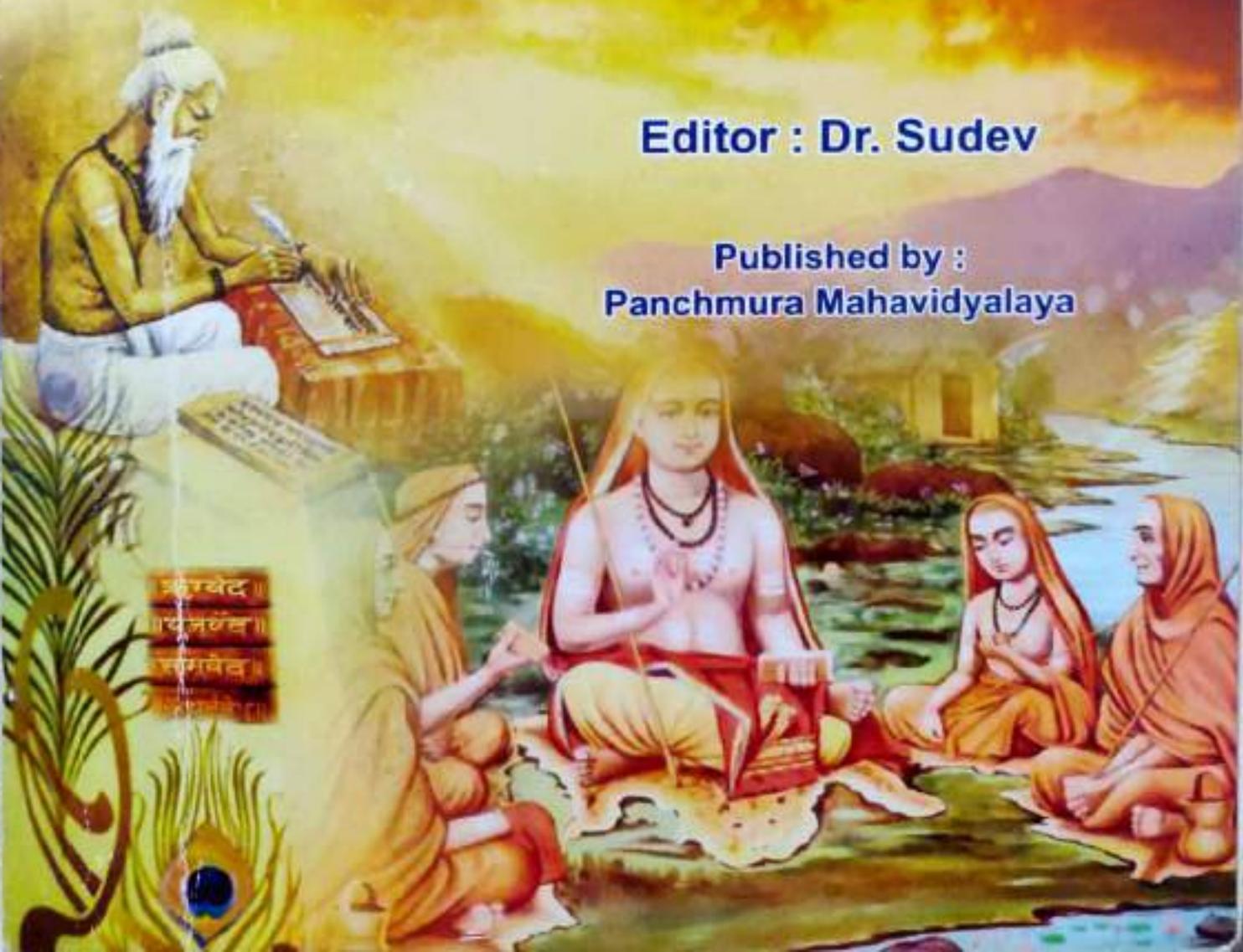
ভক্তিবাদের প্রথম আবির্ভাব কবে হয়েছিল তা নিঃসংশয়ভাবে বলা যায় না। মহাভারতের শান্তিপর্বে^১ ষ্ঠেতদ্বীপবৃন্দান্তোর কারণে অর্থাৎ প্রতীচ্যের সঙ্গে যোগাযোগের ইচ্ছাতের কারণে অনেকে ভক্তিবাদ শ্রী. ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করেন। ডঃ শ্রীমশেচন্দ্র সরকারের মতে ভক্তিবাদে অনার্য ধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট^২ তবে সম্রাট অশোকের সময়ে যে ভারতে ভক্তিবাদ প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে ডঃ সরকারের মত বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য^৩। পাণিনির “বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন” (4/3/98) সূত্রের অর্থ হল- ‘বাসুদেব’ ও ‘অর্জুন’ শব্দ বুন প্রত্যয়ের যোগে ‘বাসুদেবক’ ও ‘অর্জুনক’ পদের উৎপত্তি হয়। সূত্রাং ভক্তিবাদ শ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্বেই ভারতে প্রচলিত ছিল বলে অনুমান করা যায়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মত উল্লেখযোগ্য^৪। সূত্রাং ভক্তিবাদ ভারতীয় মনীষীগণের নিজস্বসৃষ্টি, অভ্যন্তরীণের কোনো প্রভাব এতে নেই। ভক্তিবাদের প্রাচীন উৎস খাচ্ছেদের মন্ত্রগুলি কারণ এতে দেবতার সঙ্গে মানবের স্নেহ ও প্রেমের সম্পর্ক ধ্রুণিত হয়েছে^৫। যা ভক্তিতত্ত্বের মূল উপাদান। ভক্তিবাদের অভ্যুদয়ের প্রতি উপনিষদের উপাসনাকান্ডের দান অনস্বীকার্য^৬। শ্রদ্ধেয় ভাষ্যকার মহাশয় একে ভক্তিবাদের মূল কারণ বলে মনে করেন^৭।

“THE RELEVANCE OF THE VEDAS AT RECENT TIMES”

সাম্প্রতিক সময়ে বেদের প্রাসঙ্গিকতা

Editor : Dr. Sudev

Published by :
Panchmura Mahavidyalaya



সাম্প্রতিক সময়ে বেদের প্রাসঙ্গিকতা
The Relevance of the Vedas at Recent Times

প্রকাশনায়	:	পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয় পাঁচমুড়া, বাঁকুড়া
প্রকাশকাল	:	নভেম্বর, ২০১৭
প্রকাশক	:	অন্যপথে বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া
ISBN	:	13-978-81-9325249-9
প্রচ্ছদ	:	ডঃ সুদেব
সম্পাদনায়	:	ডঃ সুদেব
মুদ্রণ	:	শ্রীমা প্রেস বাসট্যান্ড ও তিলবাড়ী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া মোঃ - ৯৪৩৪৬৫০৭৭৯ Email - srimapress.bsp@gmail.com

CONTENTS

- 1 আধুনিক ভারতের পুনরুত্থান ও বেদানুশীলন প্রসঙ্গ
স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ শ্রী মহারাজ
- 12 প্রাচীন ক্ষান্তে য়ে নারী হিঙ্গা এবং স্রষ্টি দ্বযানন্দ
Dr. Manudev Bandhu
- 19 বর্তমান যুগে বেদানুশীলনস্য প্রাসঙ্গিতা
ড. তুলসীদাস যুখোপাধ্যায়
- 21 বর্তমান সমাজ ও বেদাধ্যয়নের প্রাসঙ্গিকতা
ভারুজ্যোতি বোহাল
- 27 বর্তমানসময়ে বেদানাং প্রাসঙ্গিকতা
Dr. Haridas Sarkar
- 34 বর্তমানসময়ে বেদস্য উপাধেয়তা
Pratap Chandra Roy
- 40 বর্তমানসমাজস্য বিম্ববন্তৃত্বসাম্মানে বৈদিকবাহুযস্য যোগদানম্
Dr. Giridhari Panda
- 44 বৈদিকমনোবিজ্ঞানস্য অধ্যাপকত্বম্
Dr. Chandra Kanta Panda
- 47 বর্তমান যুগে বেদ-উপনিষদের উপযোগিতা
ড. সুবোধ কুমার পাল
- 52 বর্তমান সমাজের পরিধিক্ষিতে বেদ
ড. সমান্তি গরাই
- 59 বর্তমান নাট্যজগতের উৎস বেদ
ড. সুদীপ্তা ভকত
- 62 চরৈবেতি উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পর্যটনের উপযোগিতা
ড. গৌর বরণ দে
- 65 বৈদিক ঐতিহ্যে বর্তমান সমাজ গঠন
ড: সোমা ভট্টাচার্য
- 69 বেদান্ত প্রসঙ্গ
ড.মামনি মণ্ডল



বৈদিক ঐতিহ্যে বর্তমান সমাজ গঠন

ড: সোমা শুভাচার্য

রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

বৈদিক ঋষিরা জীবনবাদী ছিলেন। পৃথিবীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, সুখ-দুঃখময় জীবনের প্রতি সহজ সরল ভালোবাসা, কর্মে ও নর্মে বিচিত্র মাধুর্য উপভোগ - এটাই ছিল বৈদিক যুগের জীবনদর্শন। এ-জীবন দীনের জীবন নয়; হীনের জীবন নয়; মূঢ়-প্রান-মূক জীবন নয়; অপমানে অবনমিত, কলুষিত, ঘৃণিত জীবন নয়। আনন্দে, হাস্যে, গানে, কলরবে মুখরিত, আলোকিত, পুলকিত, পরিপূর্ণতার প্রচুরে সুরভিত মহৎ জীবন। বেদের পথ বৃহত্তর ও দিব্যতর জীবনের পথ। মানুষের মাঝে রয়েছে যে সুগোপন জাগরিত সত্তা, তার উদ্বোধনে, তার বিকাশে, তার প্রকাশে কর্ম ও জ্ঞানই দেয় পূর্ণতা। দিব্যশক্তি, দিব্য প্রজ্ঞা, দিব্য সিদ্ধি সত্তার স্তরে স্তরে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। এই মহিমার পথ সহজ ও সুন্দর; অলৌকিক বা অতিলৌকিক বলে কিছু নেই।

মানুষের জীবন বিধাতৃনিরূপিত এক বৃহৎ যজ্ঞচক্র। যজ্ঞ মানে ত্যাগ-বিসর্জন-আত্মদান। পরমপুরুষের আত্মবিসর্জনেই বিশ্বজগতের উদ্ভব। এই বিসর্জন ও ত্যাগের মাঝে, দান ও প্রদানের মাঝে, গ্রহণ ও ত্যাগের পথেই জগতের স্থিতি। এই দেওয়া-নেওয়ার চলাচল রুদ্ধ হলে জগচ্ছত্র ব্যহত হবে। বিশ্বজগতের পরিপালনের জন্যই মহৎ যজ্ঞ চলছে। কর্মমীমাংসা আমাদের চোখে এনে দেয় শ্রীত যজ্ঞের এক বিরাট আড়ম্বরময় চলচ্চিত্র। কিন্তু কর্মকে এখানে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক প্রচেষ্টারূপ সহজসরল অর্থেই গ্রহণ করেছি। অভ্যুদয়ও প্রগতির জন্য কৃত সকল কাজকেই কর্ম অর্থে গ্রহণ করেছি। দুর্ভাগ্যবশত একদিন মানুষ স্থির করেছিল সংসার মায়ায়; এখানে সবই তুচ্ছ, সবই হেয়, সবই ঘৃণ্য। এই মনোভাব আমাদের ইহলোক বিমুখ এবং পরলোক প্রেমিক করে তুলেছিল। এই পলায়নপর বৈরাগ্যবোধ আমাদের দেশের মহৎ সর্বনাশ করেছিল এবং এখনও করছে। কিন্তু বৈদিক কর্মবাদের মূল উৎস পৃথিবীর প্রতি প্রীতি। মানুষ জগতে আসে রিক্ত-শূন্য হস্তে; একমাত্র সম্বল তার ক্রন্দন। দিনে দিনে আসে পুষ্টি, দেহে মনে জাগে তৃষ্টি, তার সমস্ত প্রাণ সংসারে পূর্ণ হয়ে ওঠে, সে চায় নব নব কর্মে তার ভালোবাসার ধন এই ভূবনকে সুন্দর, মোহন ও মধুর করতে। জগতের তথা মাতৃভূমির রূপমাধুরীকে আকর্ষণ পান করতে। তাই অর্থবোধে বলা হয়েছে - "গিরয়ন্তে পর্বতা হিমবন্তোহরণ্যং তে পৃথিবী স্যোনমন্তু। বত্রঃ কৃষ্ণাং রোহিনীং বিশ্বরূপাং ধ্রুবং ভূমিং পৃথিবীং ইন্দ্রপুত্রাম্। অজীতোহহতো অক্ষতোহধ্যষ্ঠাং পৃথিবীমহম্।"

- অর্থাৎ হে জননী পৃথিবী, তোমার পর্বত হোক প্রাণারাম, হিমবান অপ্রংলিহ, নগাধিরাজ হোক সুন্দর ও প্রীতিকর, তোমার বিস্তীর্ণ অরণ্য হোক আরামপ্রদ। হে মাতা তোমার ধূসর মৃত্তিকা, কৃষ্ণ, রক্তবর্ণা এবং নানারূপা মৃৎশোভা কি সুন্দর, দেবরক্ষিত তোমার প্রতিষ্ঠিত ধ্রুব ভূমি শাস্বত শান্তির আকর হোক। পৃথিবী প্রেমিক এই মানুষ মাধুরীময় ভূবনে, মধুময় পরিবেশে, সুন্দর, সুস্থ, সবল দেহের অধিকারী হয়ে বসে থাকবে না। তার শিরায় শিরায় জাগবে কর্মের স্পন্দন - নব নব কর্মের উৎসাহ ও আবেগ তাকে



Organized by : Department of Sanskrit,
Panchmura Mahavidyalaya, Panchmura
In collaboration with
Khatra Adibasi Mahavidyalaya, Khatra

Sponsored by : University Grants Commission
Eastern Regional Office, Kolkata





রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :
জন্ম সার্থ শতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

সম্পাদক

অধ্যাপক অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



প্রকাশনায় - রামানন্দ কলেজ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : জন্মসার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :

জন্মসার্থশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

Ramananda Chattopadhyay :

Janmasardhasatabarsikite Fire Dekha

(গবেষণাপত্রের সংকলন / Anthology of Research Papers)

প্রকাশনায় : রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ

(Published by Ramananda College, Bishnupur, Bankura, West Bengal)

প্রকাশকাল : নভেম্বর, ২০১৭ (1st edition : November, 2017)

প্রকাশক : অধ্যক্ষ, রামানন্দ কলেজ (Principal, Ramananda College)

ISBN : 978-81-933848-1-7

গ্রন্থস্বত্ব : রামানন্দ কলেজ (Copyright : Ramananda College)

P. O: Bishnupur, Dist. Bankura, W.B., 722122

Ph. No. 03244-252059, E-mail : principalramanda@gmail.com

website : www.ramandacollege.org.

সম্পাদক : অধ্যাপক অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(Editor : Professor Anjan Kr. Bandhyapadhyay)

মুদ্রক : শ্রীমা প্রেস (Printed by : Srima Press)

বাসস্ট্যান্ড ও তিলবাড়ী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ফোন নং - ৯৪৩৪৬৫০৭৭৯

(Busstand & Tilbari, Bishnupur, Bankura)

(Ph. No. -9434650779)

email - srimapress.bsp@gmail.com

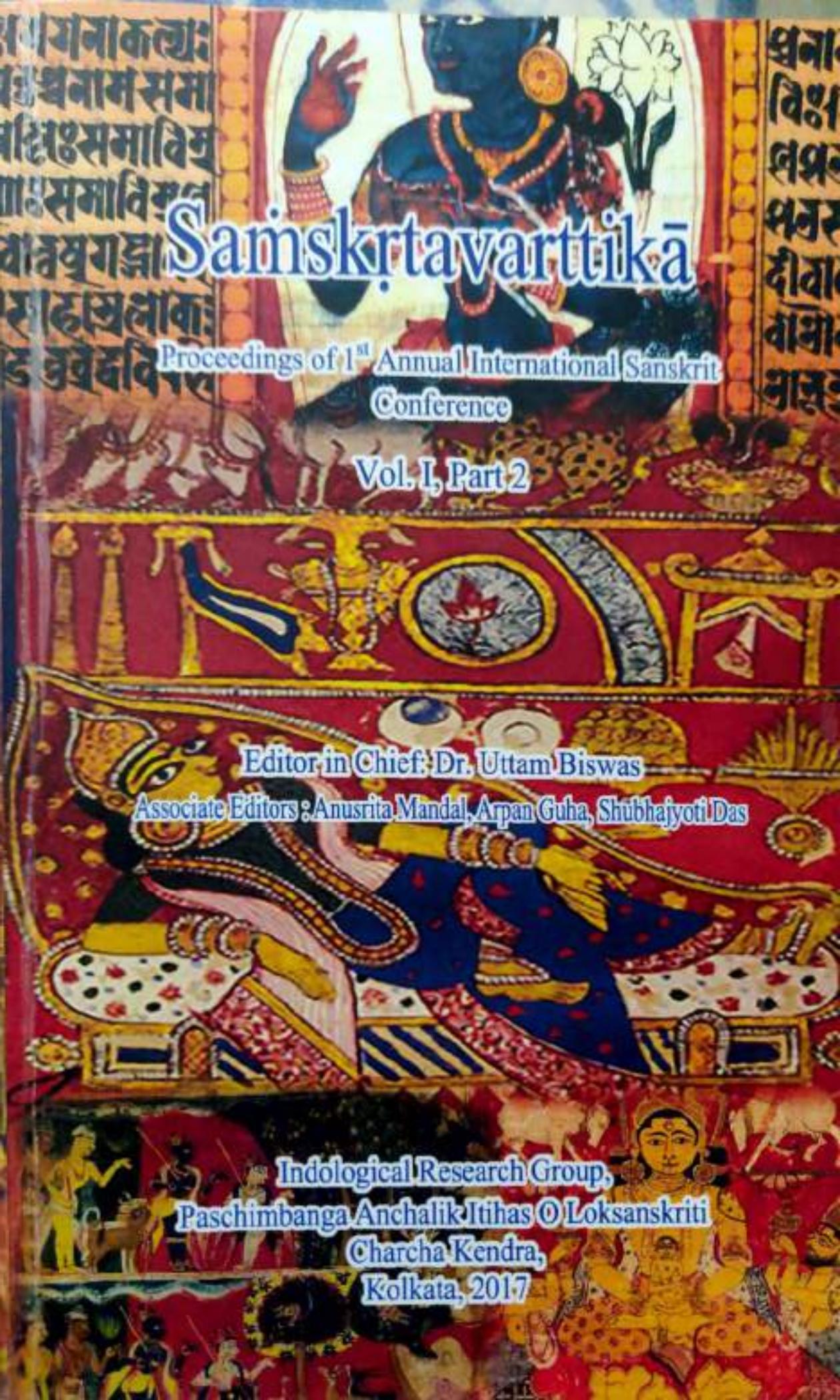
Funded by : University Grants Commission & Ramananda College

দাম : তিনশত টাকা (Rupees three hundred only)

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : জনসান্নিধ্যশতবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

সূচিপত্র

দেশপ্রেমের আলোকে রামানন্দ <i>Ramananda, Rabindranath</i> & Thompson : <i>A Difficult Triangle</i>	শ্যামল সঁতরা ও আরনা মুখোপাধ্যায় Dr. Goutam Buddha Sural	১ ৭
শিক্ষানুরাগী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কর্মজীবন : এলাহাবাদ পর্ব	ডঃ প্রকাশকুমার মাইতি	১৯
রামানন্দের বাঁকুড়া সংযোগ	ডঃ শেখর ভৌমিক	২৩
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সাংবাদিকতা	প্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১
বালাবিধবাবিবাহ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২
অন্য রামানন্দ : তাঁর চিন্তাচেনার দিগ্‌দর্শন	ডঃ কমলা দাস	৪৬
বাঁকুড়া ও রামানন্দ	বীণাপাণি ঘোষ মহাপাত্র	৫০
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে রামানন্দের ভাবনায় ভারতবর্ষ :		
ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়	বিষ্ণুপদ মালিক	৫৭
বাঁকুড়া ভাবনায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	মৃগালকান্তি ধঁক	৬৩
সাংবাদিকতার আলোকে		
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	ডঃ গৌরবরণ দে	৭৫
প্রবাসী'র প্রেক্ষিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র	ডঃ সোমা ভট্টাচার্য	৭৮
বাঁকুড়ার কৃষিচিত্র ও রামানন্দ :		
প্রসঙ্গ 'প্রবাসী'	রঞ্জন কুমার মন্ডল	৮৬
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : রাজনৈতিক চিন্তা	অরুণাভ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৩
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : তাঁর উদারবাদী ভাবনার সূত্র - একটি পর্যালোচনা	তাপসী দে	৯৮
জাতীয়তাবাদী ও সমাজ সংস্কারক		
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	অনুপকুমার মন্ডল	১০৪
বৃন্তের বাইরে রামানন্দ :		
প্রাণ চিঠিপত্রের আলোকে	আবীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৮
রামানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ :		
পারস্পরিক সম্পর্ক	নাফিসা আরফা	১১৫



Sanskrtayarttikā

Proceedings of 1st Annual International Sanskrit
Conference

Vol. I, Part 2

Editor in Chief: Dr. Uttam Biswas

Associate Editors: Anusrita Mandal, Arpan Guha, Shubhajyoti Das

Indological Research Group,
Paschimbanga Anchalik Itihas O Loksanskriti
Charcha Kendra,
Kolkata, 2017

Saṁskṛtavarttikā
Proceedings of 1st Annual International Sanskrit Conference
Vol. I, Part 2

First Published 2017

Copyright © Paschimbanga Anchalik Itihas O Loksanskriti
Charcha Kendra 2017

No portion of this publication may be reproduced or transmitted by any means in part or whole by any method of reproduction or copying whether electronic/digital or otherwise, without the express, prior and written permission of the author and the publisher. The responsibility for the facts stated, opinions expressed and conclusions reached is entirely that of the author of the publication and the Paschimbanga Anchalik Itihas O Loksanskriti Charcha Kendra, as a body, accepts no responsibility for them.

ISBN 978-81-926316-9-1

Published by

Malay Das *for*

Paschimbanga Anchalik Itihas O Loksanskriti Charcha Kendra,
Madhyakalyanpur, Baruipur, Kolkata - 700 144
anchalikitihhas@gmail.com

Printed at

S. P. Communications Pvt. Ltd,
31b, Raja Dinendra Street, Raja Ram Mohan Roy Sarani,
Kolkata - 700009

Price

Rs. 700/-

CONTENTS

Editorial Note	9
Contribution of Nityānanda Mukhopādhyāy to the field of modern Sanskrit literature Abhishek Das	10
Hayagrīva Episode in the Devī-Bhāgavata Anindita Adhikari	15
Halāyudha & BRĀHMAṆA SARVASVA Arijita Das	21
Delineation of Poverty in Anthologies Arup Ghosh	27
Rules and regulations of <i>Tīrthayātrā</i> in Hinduism with special reference to the <i>Tīrtha-Kaumudī</i> Bhagyasree Sarma	33
Value of the unpublished Commentary of Kauṇḍinya Dīkṣita's <i>Tarkabhāṣāprakāśikā</i> for studying the <i>Tarkabhāṣā</i> Bhutnath Jana	39
'Niti': Meaning and Modern Day Relevance Dr. Debamitra Dey	44
Vedic and Philosophical Mathematics Debanjan Das	49
The Uniqueness of Jayadeva's <i>Gītagovinda</i> among the Sanskrit <i>Khaṇḍakāvya</i> Debashree Ghosh	54

আর্যগণ - একটি সমীক্ষা

ড. সোমা ভট্টাচার্য

আসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর, দর্শন বিভাগ, রমানন্দ কলেজ

সুবূর অতীতে, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উষাকালে মানুষের প্রজ্ঞার বিদ্যায়কর সমুন্নতির নিদর্শন হল বেদ। মাত্মমূল্য প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে - 'বেদ মানবজাতির সর্বপ্রথম কাব্য, মানববিশ্বাস, মানবধর্ম, মানবসভ্যতার, বিশেষ করে আর্য ধর্মের, আর্য বিশ্বাসের, আর্যচিন্তার প্রথম ইতিহাস।'^১

এখন প্রশ্ন হল আর্য কারা ?

• নিরুক্তকার মতে- অর্য > আর্য। অর্য- ঈশ্বর বা প্রভু। আর্য মানে তৎপুত্র অর্থাৎ ঋষিগণ প্রবর্তিত ধর্ম যারা মেনে চলেন।

• অমরকোষে বলা হয়েছে - 'মহাকুলঃ কুলীনার্যঃ সভ্যসজ্জনঃ সাধবঃ'।

• ঋগ্বেদে কোথাও অনার্যগণকে ভিন্ন জাতিরূপে বর্ণনা করা হয়নি, আর্য-দাস-দস্যু এসবই হল বর্ণ।^২ তৈত্তিরীয়, শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগ্রন্থে আর্যশব্দ জাতিবাচক নয়, ধর্মাবলম্বী বচক। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে - 'কৃষস্তো বিশ্বমার্যম্'।^৩ আর্য যদি পৃথক জাতি হত তাহলে বিশ্বের সকলকে আর্য করা যায় কি করে ? গুণ ও কর্মানুসারেই এই বিভাজন ছিল বলে বদনবাণিজ্যে লিপ্ত পণিগণ অর্থবলে সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থান করলেও যজ্ঞাদিকর্ম করত না বলে অনার্য-দাস-দস্যু পর্যায়ভুক্ত হয়েছিল।^৪

• পণিনি 'আর্য' শব্দের অর্থ করেছেন স্বামী ও প্রভু।

• বৈদিকসাহিত্য ব্যতীত প্রাচীনপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত (কুরুরাজ দুর্যোধন সিদ্ধুরাজের অনুরোধ রক্ষা না করার জন্য নিজেকে অনার্য বলে অনুযোগ করেছেন;^৫ দ্রৌপদীও কৌরবদের অনার্য বলেছেন;^৬)। বৌদ্ধ-জৈনশাস্ত্র, জাতক, প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে 'আর্য' শব্দের ভুরি ভুরি উল্লেখ আছে। আবেস্তায় 'আহরমাজদার' উপাসকদেরও আর্য বলা হয়েছে। পুরাণগুলি প্রাচীনভারতের ঐতিহাসিক তথ্যের, কিংবদন্তীর, আখ্যানের ভাণ্ডার। ন্যায়ভূব মনু থেকে প্রচেতাগণ কর্তৃক ৪৯ জন আর্যরাজগণের কাহিনী বংশানুক্রমে বর্ণিত আছে। এরা প্রায় ২১১৪ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। সায়ভূব মনু নিজেকে সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং কিংবদন্তীকাল থেকেই আর্যগণ ভারতেরই অধিবাসী। প্রাগৈতিহাসিক যুগে পশ্চিম থেকে ভারতে কোনো অভিযান হয়েছিল এরকম কোনো ঐঙ্গিত বৈদিকসাহিত্যে নেই।

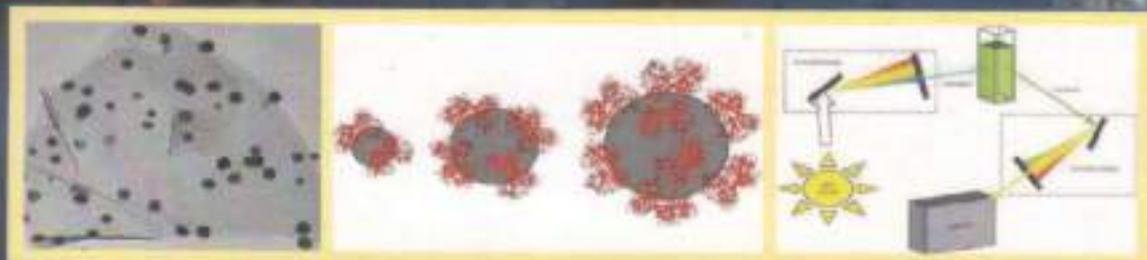
বৈদিকজাতকে 'আর্য' শব্দের অর্থ সন্ত্রমাঙ্গক। পালি টীকাকারের মতে- সংস্কারসম্পন্ন, মনুবাক্যনোচিত আচরণ যার প্রভৃতি চতুর্বিধ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি আর্য। বৌদ্ধসংগীতিসূত্রে-স্বল্পে নষ্ট, প্রকৃত সাধু ব্যক্তিকে 'আর্য' বলা হয়েছে।^৭

DR. NILANJANA CHATTERJEE
&
DR. BAIBASWATA BHATTACHARJEE

PROCEEDINGS

National Level Seminar on
Characterization of Nanomaterials

September 22-23, 2016



Editors : Dr. Baibaswata Bhattacharjee & Prof. Anjan Kumar Bandyopadhyay

Sponsored by :



University Grants Commission

Organized by :



Department of Physics

Ramananda College

Bishnupur, Bankura, Pin - 722122, West Bengal

In collaboration with

Department of Physics

The University of Burdwan, West Bengal

Published by :

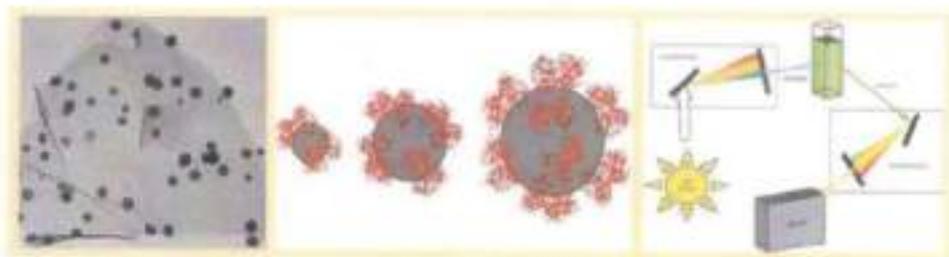
Ramananda College, Bishnupur, Bankura

© 2017, Ramananda College

ISBN : 978-81-933848-0-0

*National Level Seminar on
Characterization of Nanomaterials*

22-23 September, 2016



Organised by



Department of Physics
Ramananda College
Bishnupur, Bankura, Pin - 722122, West Bengal
In collaboration with
Department of Physics
The University of Burdwan, West Bengal

Sponsored by



University Grants Commission

National Level Seminar on
Characterization of Nanomaterials

22-23 September, 2016

Ramananda College,
Bishnupur, Bankura, West Bengal, India

Proceeding Committee

Dr. Debanka Sekhar Mishra
Dr. Anjan Banerjee
Dr. Baibaswata Bhattacharjee
Dr. Subhasis Chattopadhyay
Dr. Banashree Ghosh

Editors

Dr. Baibaswata Bhattacharjee & Prof. Anjan Kr. Bandyopadhyay

Published by

Ramananda College
Bishnupur, Bankura

©2017, Ramananda College
Publication Right reserved by the Publisher
Distribution and Promotion Rights reserved by
Ramananda College, Bishnupur, Bankura

ISBN : 978-81-933848-0-0

Printed at

Srima Press
Bus Stand & Tilbari, Bishnupur, Bankura
E-mail : suva553788@gmail.com

Price : ₹300.00

In recent years, a research area in basic science size range exhibit some different from those of bulk have higher band gaps. Ferromagnetic materials bulk gold shows catalytic catalyst. As the size of nanoparticles surface properties of nanomaterials are optoelectronic, experimental, theoretical expanding field of interest.

Nanotechnology applications of nanomaterials of nanotechnology based and the study of electron characterization techniques (TEM, HR-TEM), atom spectroscopy (PS), XPS, etc. of various instrumental

CONTENTS

1. **Observation of Room Temperature Ferromagnetism and Improved Photocatalytic Performance of Gd : ZnO Nanorods** Page 1
2. *Sanchayita Nag, Dipankar Das, Mrinal Seal, Sampad Mukherjee*
Spectroscopic Studies on Low Dimensional Systems Page 8
Achintya Singha
3. **Green Synthesis of Metal Nanoparticles and Application in Water Treatment Technology** Page 22
Sujoy K Das
4. **MoS₂ Thin Film Grown By Pulsed Laser Deposition** Page 35
Arun Barvat, Anjana Dogra, Prabir Pal
5. **Quenching of Protein Depends upon the Shape of the ZnO Nanocrystals** Page 42
A. K. Bhunia, T. Kamilya, S.Saha
6. **Effect of Reducing Agent in the Formation of ZnS Nanoparticle** Page 49
Kamal Bera, Satyajit Saha, Swadesh Ranjan Bera & Paresh Chandra Jana
7. **Echo-friendly Synthesis and Characterization of ZnS Nanocompounds via Complex Decomposition Approach** Page 56
Nilkamal Maiti and M N Goswami
8. **Change of chemically grown nanostructures of CdTe with growth time** Page 64
Swades Ranjan Bera, Satyajit Saha, Kamal Bera
9. **Anomalous Decrease of r.m.s. Strain With Increasing Mechanical Deformation Time in Conversion of Anatage TiO₂ Phase to High Pressure TiO₂-II Phase in High Energy Ball Mill** Page 71
Punarbasi Bose



10. **ZnS nanoparticle induced hypoxia affects the liver characteristics and haematological parameters of a non-air breathing catfish *Mystus vittatus* (Bloch, 1794)** Page 81
Nilanjana Chatterjee and Baibaswata Bhattacharjee
11. **Solution based growth of vertically aligned ZnO nanowire thin films: synthesis and characterization** Page 99
S.R. Bhattacharyya, S. Dalui, T. Parichha and R. Gayen
12. **Hysteresis in Carbon Nanotube Field-Effect Transistors** Page 108
M. Pal Chowdhury
13. **Synthesis and Characterizations of Nanocrystalline CZTS Thin Films** Page 117
R.N. Gayen, P.Mandal, P. Sharma and S.R. Bhattacharyya
14. **Synthesis of nano-sized $ZnFe_2O_4$ spinel from a single source metal-organic precursor and its application for explosive sensing** Page 122
Partha Mahata
15. **Size selected nanocluster deposition: a paradigm shift in thin film deposition** Page 132
Shyamal Mondal and S. R. Bhattacharyya
16. **Comparison of Structural and Microstructural Changes of Nanocrystalline Fe_3C and SiC metal Carbides During Ball Milling** Page 138
B. Ghosh
17. **Graphene Based Optical Sensing of Cholesterol** Page 152
Avijit Mondal
18. **Study of hyperfine behaviour and microwave absorption properties of $Ni_{0.4}Zn_{0.4}Co_{0.2}Fe_2O_4$ and $Ni_{0.3}Zn_{0.4}Co_{0.3}Fe_2O_4$ encapsulated in carbon nanotubes** Page 158
Madhumita Dalal, Ayan Mallick, Anushree Das, Dipankar Das and Pabitra K. Chakrabarti
19. **Nanotechnology : A present opportunistic tool with potential future benefits** Page 163
Rajendra Narayan Mitra, Goutam Biswas





Proceedings of the National Level Seminar on
Characterization of Nanomaterials
September 22-23, 2016



**ZnS nanoparticle induced hypoxia affects the liver characteristics and
haematological parameters of a non-air breathing catfish**

Mystus vittatus (Bloch, 1794)

Nilanjana Chatterjee¹ and Baibaswata Bhattacharjee²

¹Department of Zoology, Ramananda College, Bishnupur-722122, Bankura, India

²Department of Physics, Ramananda College, Bishnupur-722122, Bankura, India

*Communicating author E-mail: baib23@gmail.com; Phone no: +919832703096

Abstract

Owing to the enhanced surface photo-oxidation property associated with ZnS in its nanoparticle form, the dissolved oxygen content in water is found to reduce in a dose dependent manner from their normal values, when ZnS nanoparticles (NPs) of different sizes are exposed to the water in various concentrations. Therefore the animals living in a habitat exposed to ZnS NPs are forced to live in a hypoxic atmosphere. As a mechanism of acclimatization to this hypoxic atmosphere by the non-air breathing catfish *Mystus vittatus*, changes in its liver function and hematological parameters can be noticed. Hepatocytes are found to decrease in size following a disruption in hepatic tissue layout for relatively longer exposure time. For relatively smaller exposure time a significant increase in the number density of red blood corpuscles (RBC) is documented. Under hypoxial condition, haemoglobin and haematocrit concentrations are found to increase initially, showing a physiological adaptation to enhance oxygen transport capacity. These observations suggest that *M. vittatus* is able to respond against ZnS NP induced hypoxia through increase in the oxygen carrying capacity as a survival strategy.

Key words: ZnS nanoparticles; hypoxia; acclimatization; *Mystus vittatus*

1. Introduction

In this present age of advancing technologies, Nano-scale materials (1-100 nm) constitute a diverse range of products and applications in electronics, optics, textiles, medical devices, catalysts, biosensors cosmetics, food packaging, water treatment technologies,

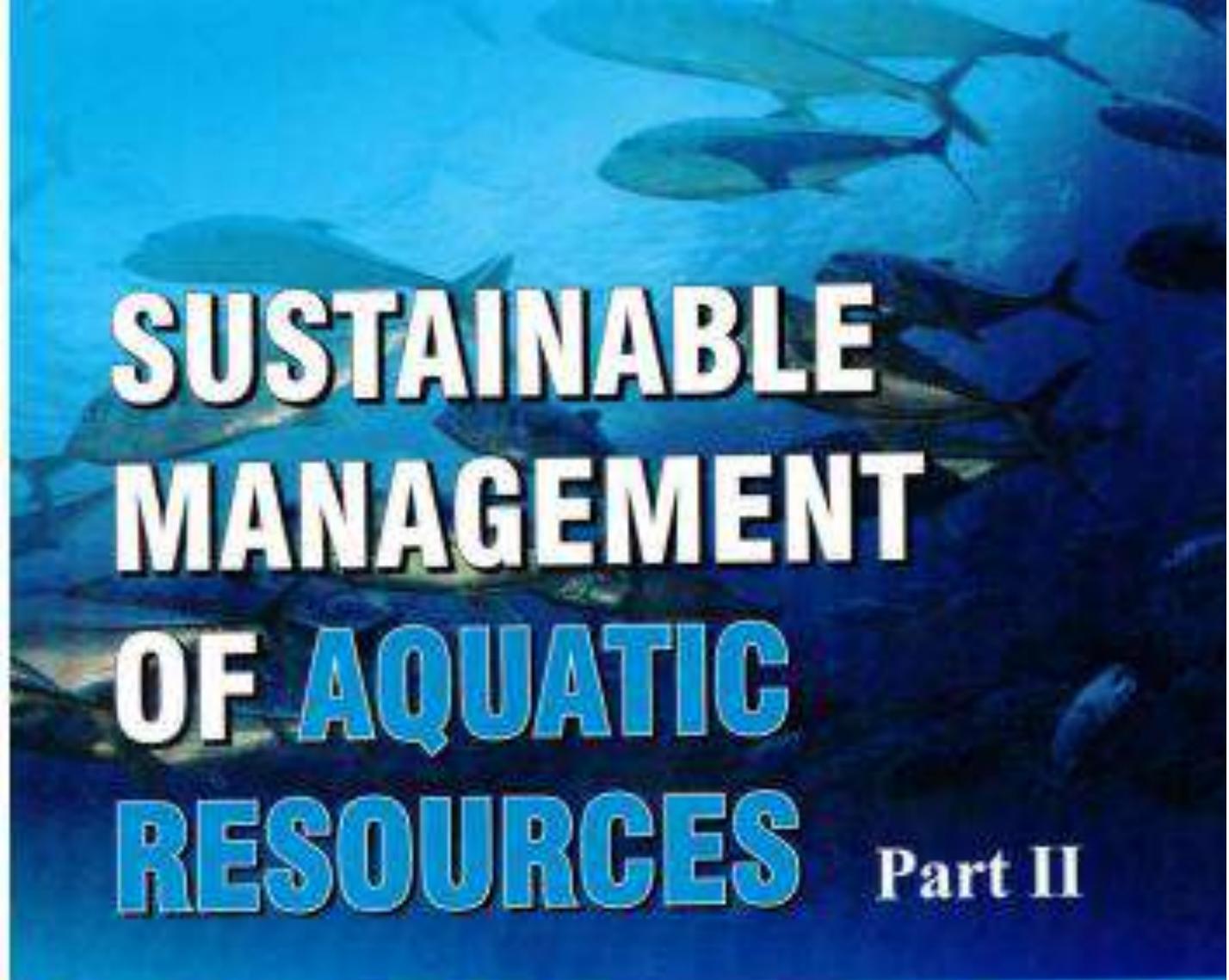


Organized by : Department of Physics,
Ramananda College, Bishnupur

Sponsored by : University Grants Commission
Eastern Regional Office, Kolkata



In collaboration with
Department of Physics, The University of Burdwan



SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AQUATIC RESOURCES

Part II



**B K Mahapatra • A K Roy
N C Pramanik**



SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AQUATIC RESOURCES

PART-II

Editors

Dr. B.K. Mahapatra

EZS (Cult), IIPSL, EZS, EAEB

Principal Scientist

ICAR-Central Institute of Fisheries Education,

Kolkata Centre, 22-GN Block, Sector V,

Salt Lake City, Kolkata-700091, India

Dr. A.K. Roy

Ex. National Coordinator (Impact Assessment), NARP

(World Bank Funded), ICAR, New Delhi

Former Principal Scientist & Head

ICAR-Central Institute of Freshwater Aquaculture,

Baharwan-751002

Ex-Consultant, College of Fisheries, CAU, Anapala, India

and

Mr. Nirmal Chandra Pramanik

Chief General Secretary

C. C. S. C. O. Y., Kolkata 700014,

West Bengal, India



NARENDRA PUBLISHING HOUSE
DELHI-110006 (INDIA)

Copyright © 2018, Narendra Publishing House, Delhi (India)

All rights reserved. Neither this book nor any part may be reproduced or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, microfilming, recording, or information storage and retrieval system, without the written permission of the publisher and author.

The information contained in this book has been obtained from authentic and reliable resources, but the authors/publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or the consequences of their use. The authors/publisher have attempted to trace and acknowledge the materials reproduced in this publication and apologize if permission and acknowledgements to publish in this form have not been given. If any material has not been acknowledged please write and let us know so that we may rectify it.

First Published in 2018

ISBN: 978-93-87590-11-3

Published by :

NARENDRA PUBLISHING HOUSE

Publisher and Distributor

1417, Kishan Dutt Street, Malviya,

DELHI-110006 (India)

Phones: 91-011-43501867, 91-011-45025794

E-mail: info@nphindia.com

Website: www.nphindia.com

Printed in India

Laser Typeset by Amrit Graphics, Shahdara, Delhi-110032

Contents

<i>Dedication</i>	v
<i>Message</i>	xi
<i>Foreword</i>	xiii
<i>Preface</i>	xv
<i>About the Editors</i>	xvii
<i>List of Contributors</i>	xix
SECTION-I: FISH BIOLOGY AND AQUACULTURE	3-104
1. Sustainable Management of Aquatic Resources <i>S. Ayyappan</i>	5
2. The Global Tilapia Aquaculture Industry: Focus on Feeds <i>Wing-Keong Ng</i>	15
3. Present Fish Culture Status of Bangladesh <i>B.K. Chakrabarty</i>	17
4. Growth, Survival and Condition Status of Milkfish (<i>Chanos chanos</i> Forsskal, 1775) in Feeding and Periphyton Supported Brackish Water Pond Rearing Systems <i>T.K. Ghoshal, M. Natarajan, M. Kalliam, Debarati De, Prem Kumar and Gowranga Biswas</i>	29
5. Comparative histological study of endocrine pancreas in <i>Labeo rohita</i> (Hamilton, 1822), <i>Mystus curonius</i> (Hamilton, 1822) and <i>Neoxypterus neoxypterus</i> (Pallas, 1769) <i>Saraj Kr. Ghosh and Padmanabha Chakrabarti</i>	43
6. Explicit Illustration on Morphology and Habitat Preference of <i>Channa steuarni</i> (Playfair, 1867) <i>Shreya Bhattacharya and B.K. Mahapatra</i>	55
7. Present Scenario of the Genus <i>Pseudorasbora</i> Bate, 1881 from Indian Water: A Taxonomic Study <i>Anantan Chanda and Tanusoy Bhattacharya</i>	63

8. Mass Culture of a Marine Copepod, <i>Oithona brevicornis</i> using Different Agro by-products	73
<i>Prezi Kumar, M. Kalliam, R. Subbaraj, G. Thiagarajin, S. Elangesanaran, G. Birusa, L. Christina and T.K. Ghoshal</i>	
9. Trends and Issues of Utilization of Fisheries Resources of West Bengal: An Analytical Approach	81
<i>Anubhika Ghosh, A.K. Roy and B.K. Mahapatra</i>	
10. Sustainable Seed Production Technology of Indian Mugil, <i>Clarius Magur</i> in Captivity	95
<i>M. Sinha and B.K. Mahapatra</i>	
SECTION-II: BIODIVERSITY AND CAPTURE FISHERY	105-252
11. Tuna Fishery of Andaman and Lakshadweep Islands: Present Status, Resource Potential and Prospects for its Development	107
<i>S. Dam Roy and K. Lohith Kumar</i>	
12. Aquatic Biodiversity Status of Ganges Haor in Northern Bangladesh and Prospect for using Waterbody as Carp Nursery	121
<i>R.K. Chakraborty</i>	
13. Fishery and Biology of Gold Spotted Grenadier Anchovy <i>Coilia dussumieri</i> Valenciennes, 1848 off West Bengal Coast	147
<i>Aakash Pradhan and B. K. Mahapatra</i>	
14. Major Factors Influencing Fish Species Spectrum in Floodplain Wetlands of Assam	157
<i>R.K. Manna, Md. Altabuddin, V.R. Suresh and A.P. Sharma</i>	
15. Hilsa in Threat! A Case Study Concerned to <i>Tomalosa ilisha</i> in West Bengal	171
<i>Agutosef Das</i>	
16. Reviews on Implementing the Precautionary Principle in Fisheries Management through Marine Reserves	177
<i>Arghya Laha, Samit Homechoudhuri, Sumati Bhusan Chakraborty, and Samir Banerjee</i>	
17. Zooplankton Diversity in the Upper Reaches of River Ichamati, West Bengal (India)	199
<i>Arnab Basu, Sreela Roy, Indrani Sarkar, Ujjal Das and Siddhantika Datta</i>	

46. Effect of Biofouling in Cage Culture System in Chirpani Reservoir of Chhattisgarh 583
S. Sarma and P. Borik
47. Heavy Metal Assessment in Sewage-fed Fisheries of East Kolkata Wetlands 593
Sritama Chatterjee, Pankaj Kumar Roy, Malabika Biswas Roy, Anusubha Majumdar and Anu Majumdar
48. A Study on the Effects of Alpha-cypermethrin to fish, *Cyprinus carpio* (Linnaeus, 1758) 603
Suman Bui and Nihar Chandra Saha
49. Impacts of Climate Change on Fish Population in Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (BOBLME) 607
Telish Bandopadhyay
50. A Comparative Survey on the Harmful Effect of ZnS Nanoparticles between Two Economically Important Fish Species *Labeo rohita* (Hamilton, 1822) and *Mystus vittatus* (Bloch, 1794) 619
Baibhavata Bhattacharjee and Nilanjana Chatterjee
51. State-of-the-art of Living Technologies for Wastewater Treatment Ecotech Approaches Banking on Nature's Library 637
Jayanta Kumar Biswas and Parnabera Chaudhuri
52. Socio-Economic Aspect of Fisherwomen Engaged in Retailing in and Around Kolkata Fish Markets 659
Anshulika Ghosh, A.K. Roy and B.K. Mohapatra
53. Extension Needs in Achieving Livelihood Security as Perceived by the Fishers in the Vicinity of Rudrasagar Lake, Tripura 691
Biswarup Saha and M.K. Datta

A COMPARATIVE SURVEY ON THE HARMFUL EFFECT OF ZnS NANOPARTICLES BETWEEN TWO ECONOMICALLY IMPORTANT FISH SPECIES *LABEO BATA* (HAMILTON, 1822) AND *MYSTUS VITTATUS* (BLOCH, 1794)

Baibaswata Bhattacharjee and Nilanjana Chatterjee

ABSTRACT

Enhanced surface photo-oxidation property associated with ZnS in its nanoparticle for maltered physico-chemical properties of water in a dose dependent manner. Exposure of ZnS nanoparticles in water resulted in significant depletion of dissolved oxygen content and reduction in pH value of water. This property was more prominent for ZnS nanoparticles with smaller sizes. Both the fish species *Labeo bata* and *Mystus vittatus* exposed to ZnS nanoparticles, responded to hypoxia with varied behavioural, physiological and cellular responses in a dose dependent manner in order to maintain homeostasis and organ function in an oxygen-depleted environment. Due to the minimization of food uptake, the hepatic cells of both the fish were found to shrink and empty spaces generated in between them as they used storage deposit to maintain the metabolic activity of the fish. However, the change in hepatic tissue layout was more noteworthy in case of *L. bata*. The kidneys of both the exposed fish species showed shrinkage of glomerulus and dilution of tubular lumen due to reduction in glomerular filtration rate in oxygen depleted atmosphere. Vacuolization and hyaline degeneration of tubular epithelium were also seen in the renal histomorphology of both the fish when the exposure time exceeded 6 days. Again in this case, the alterations in renal histomorphology were more rapid and distinguishable in case of *L. bata*. Both the fish species showed prominent alterations in their gill histomorphology displaying dissociation of gill epithelium layer, lamellae fusion, lamellae curling, angiogenesis, vasodilation and disruption of filament and lamellae when they face dose dependent ZnS nano particle induced hypoxia and environmental acidification in their habitat. The size and dose dependent changes in gill tissue layout were noticed to be more severe in the case of *L. bata* compared to *M. vittatus*. These observations suggest that the species *L. bata* is more vulnerable compared to the species *M. vittatus* against ZnS nano particle exposure when vital organs like liver, kidney and gills are concerned.

Keywords: ZnS nanoparticles; Photo-oxidation; Hypoxia; Growth; *Labeo bata*; *Mystus vittatus*.
